



সেই 'জ্যোতিষী' অ্যামি
ট্রিপ আমেরিকার 'পরবর্তী'
প্রেসিডেন্টের নাম
জানালেন পৃষ্ঠা ১৭

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

1 August 2024, Thursday, 8th Year, Issue 385, 40 Pages

গাজা যুদ্ধ নিয়ে
কমলা হারিসের সুর
বদল পৃষ্ঠা ২৯



১ আগস্ট ২০২৪, ১৭ শ্রাবণ ১৪৩১, ২৬ মহররম ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৩৮৫, পৃষ্ঠা: ৪০



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
দাবি মেনে নেওয়ার
পরও আন্দোলনের
যৌক্তিকতা কী
প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রীর

ঢাকা অফিস

কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে নেওয়ার পরও এখনও কেনো আন্দোলন হচ্ছে বলে প্রশ্ন রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আন্দোলনকারীরা কোটা নিয়ে যে দাবি করেছিল তার চেয়ে বেশি পেয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে কৃষক লীগের এক সভায় এসব কথা বলেন সরকারপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

পুলিশি হামলা চলছেই

কোটা সংস্কার আন্দোলন

বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল নিষ্ক্ষেপ ও সাউন্ড থ্রেনেড নিষ্ক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

ঢাকা ডেস্ক

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে বিক্ষোভ, সংঘর্ষের ঘটনায় গতকালও পুলিশি হামলার ঘটনা ঘটেছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। রাজধানীর হাইকোর্ট এলাকা ও দোয়েল চত্বরে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবী ও অভিভাবকরা।

এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল নিষ্ক্ষেপ ও সাউন্ড থ্রেনেড নিষ্ক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক,

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩



‘মার্চ ফর জাস্টিস’-এ বিক্ষোভকালে হাইকোর্ট এলাকায় পুলিশের ধরপাকড়।

জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ!

ঢাকা অফিস

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী, ছাত্রশিবির ও সংশ্লিষ্ট সব অঙ্গসংগঠন নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন

জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

১০ মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম রেমিট্যান্স জুলাইয়ে

রেমিট্যান্স শাটডাউন

জুলাই মাসে ১৯০ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। এটি গত ১০ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন।



ঢাকা অফিস

দেশজুড়ে কোটা সংস্কার নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ঘিরে রেমিট্যান্স শাটডাউন ঘোষণা করেছেন প্রবাসীরা। যার প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছে রেমিট্যান্স প্রবাহে। সদ্য বিদায়ী জুলাই মাসে ১৯০ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। এটি গত ১০ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ২২ হাজার ৫২৬ কোটি টাকা। এর আগের মাস জুনে এসেছিল ২৫৪ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স। সে হিসাবে এক মাসের ব্যবধানে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় কমেছে ৬৩ কোটি ২০ লাখ ডলার (২৫.১৯ শতাংশ) বা ৭ হাজার ৪৫৭

কোটি টাকা। এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে সর্বনিম্ন ১৩৩ কোটি ৪৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত সর্বশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদনে এমন চিত্র উঠে এসেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কোটা সংস্কার নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সৃষ্ট উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইন্টারনেট বন্ধ থাকাসহ নানা কারণে জুলাই মাসে রেমিট্যান্স কমেছে। আন্দোলনে সহিংসতায় বহু হতাহতের প্রতিবাদে দেশে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স না পাঠানোর বিষয়ে ক্যাম্পেইন করছেন অনেক প্রবাসী।

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

আপনি যদি অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার সেবার জন্য বাসায় সেবাদানকারী পেতে পারেন

আমরা CDPAP-এর নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি

এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
ESSENTIAL HOME CARE
MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO

Jamaica Office
170-10 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Tel : 917-300-8463, 516-744-7544
Fax : 517-744-7111
E-mail : support@essentialcareny.com

Jackson Heights Office
37-18, 73 Street, Suite # 202
Jackson Heights, NY 11373
Phone: 516-744-7544, 516-605-8123,
917-300-8463, Fax : 516-744-7111
E-mail : support@essentialcareny.com

Bronx Office
2165 Stirling Ave
Bronx, NY 10462
Tel: 917-970-0066
Fax: 917-970-0058
E-mail : support@essentialcareny.com

CDPAP প্রোগ্রাম এর অধীনে সেবাদানকারী হিসেবে আপনি আপনার স্বাস্থ্য, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পড়া-প্রতিবেদনিত আপনার পছন্দের যে কারিকে নিয়োগ দিতে পারেন

- সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই
- CDPAP প্রোগ্রাম আপনার ড্রাইভরের বেসনকার বহন করবে
- আপনার পছন্দের মানুষ নিয়ে সেবা গ্রহণ করুন

NOW HIRING!
HHA/PCA

Certified Home Health aides/ Patient care assistants

- Offering Competitive hourly rates.
- Medical Benefits, 401k, Unionized.
- Referral Bonuses and Weekly direct deposit

APPLY NOW

Newal.saki@humancareny.com
718-435-1100 ext 272

Employment Requirements
What's Needed In Order To Work?

- State Photo (ID)
- Shrine License, Patient Care, Work Permit Card (Dr Visit)
- Citizenship (Social Security Card Or naturalization record)
- Medical Forms (Physical exam completed, Signed and stamped by a doctor)
- Laboratory Documentation (Bloodwork, TB, HIV, Hepatitis and COVID-19 Calculations)
- Reference Letters (3 Professional & 1 Personal)

Presidential & National Healthcare Champion Awardee

Home Care Agency and run by CIP Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)

ALL COUNTY HOME CARE

CDPAP HHA PCA

allcountyhc@gmail.com
www.allcountyhealthny.com

718-593-0932

QUEENS BRONX BROOKLYN SUFFOLK NASSAU MANHATTAN STATEN ISLAND

Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)
President & CEO

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS 9 TO 5

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services.
Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

ইনকাম ট্যাক্স আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেফ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA



Queens Social Adult
Day Care Center Inc

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক



কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরনের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাঙ্গিক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- ▶ নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ▶ ফিউডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ▶ ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- ▶ নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- ▶ চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ▶ ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- ▶ টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ▶ ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- ▶ সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা
- ▶ শিক্ষা কার্যক্রম
- ▶ কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ▶ গ্রন্থাগার
- ▶ শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ▶ ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ▶ ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- ▶ রিলাক্সেশন কিল ট্রেনিং
- ▶ পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- ▶ মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- ▶ পিকনিক
- ▶ যাদুঘর ভ্রমণ
- ▶ সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- ▶ নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- ▶ শান্ত সময়
- ▶ ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- ▶ কেরাম বোর্ড
- ▶ লুডু
- ▶ দাবা
- ▶ ধাঁধা
- ▶ অধ্যয়ন



For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com



Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!

Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com



The Paralegal Bootcamp Training Program
Registration open for 3rd Paralegal Bootcamp on U.S. Immigration Law
Exclusive focus on U.S. Immigration Law
Job Placement Opportunity in Leading U.S. Law Firms
Class Starts from August 10, 2024
Course Duration 50 Days (16 classes)
100% Refund for Top Performers
Deadline for Registration August 01, 2024
Registration Link
info@paralegalbootcamp.us
www.paralegalbootcamp.us
301-919-5050

জ্যামাইকার সার্টিফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি



মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যন্ত্রসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকোজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
- আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।



আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এডজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত
- SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।



রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehil Associates ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

•ইমিগ্রেশন •ব্যাকগ্রাউন্ড •ক্রেডিট কার্ড মেটর •ডিভোর্স •সিটিজেনশিপ •চাইল্ড ক্যাটডি •চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন •সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ারসি ভিসা প্রসেসিং

Do you want apply for a green card? Are you being deported?
Are you having credit card problems? Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed? Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
***তুলনামূলকভাবে কম ফি *সক্ষা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ**



আমরা বাংলায় কথা বলি



সুরাইয়া রহমান



CENTERLIGHT Healthcare PACE

55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
অন-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহাৰ
- পরিবহন এবং অন্যান্য।



সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন**

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:

1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM

centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।

**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে
তাল মিলিয়ে চলা

আমরা সর্বোচ্চ পেমেট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর
(CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন
হাভাই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা,
শুশ্রূষা-শার্বতী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা
দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা
প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email: info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও
ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office

37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

M AZIZ

CEO & President

Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

আমরা কোনো ফি নেই না।

আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ
মেডিকেইড বহন করবে
এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি
অর্থ উপার্জন করুন।



1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Mohammad Khair
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
718-755-0153, (718) 874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Jamaica Office:

168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718) 874-0047

Ozone Park Office

720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718) 874-0047

Fulton Office:

584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:

1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

Bronx Office

2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office

114 Quail St,
Albany, NY 12206
518-379-5496, 518-243-9096,
718-864-2061

সাতকানিয়া সমিতির বনভোজনে নজরকাড়া আয়োজন

চারদিকে স্বচ্ছ পানি আর হরেক রকমের বৃক্ষরাজি। সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে গোল করে দাঁড়িয়ে আছেন বিভিন্ন বয়সের মানুষ। তাদের মাঝখানে কিছু তরুণ তরুণী মেতেছেন আবহমান বাংলার জনপ্রিয় সব খেলাধুলা নিয়ে। শিশু কিংবা মধ্যবয়সদের সংখ্যাও কম নয়। একদল খেলায় অংশ নিয়েছেন অন্যরা উপভোগ করছেন, উৎসাহ জোগাচ্ছেন। অপরদিকে আরেকদল ব্যস্ত খাবার-দাবার সাজাতে। কেউবা লেকের ধারে গিয়ে ছবি তুলছেন বা গানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন আবার কেউবা নিজেদের মাঝে গল্প জমিয়ে নিচ্ছেন। চারদিকে যেন এক সীমাহীন আনন্দের মেলা।

বলছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সাতকানিয়া উপজেলার বাসিন্দাদের সংগঠন সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনকের বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠানের কথা। গত রোববার ২৮ জুলাই নিউইয়র্কের বেলমেন্ট লেক স্টেট পার্ক মেতে উঠে আমেরিকার বিভিন্ন স্থান থেকে ছুটে আসা সাতকানিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশিদের আনাগোনা। চতুর্থ বারের মতো এই আয়োজন সম্পন্ন করেছে সংগঠনটি।

সরজমিনে দেখা গেছে, লেকে বেষ্টিত সবুজে ঘেরা এক মনমুগ্ধকর পরিবেশ বেলমেন্ট লেক স্টেট

পার্ক। লেকের পানিতে যেমন উচ্ছ্বাস জমিয়েছিলো বুনোহাঁস তেমন চাওয়ায় নজর কেড়েছে শিশু-কিশোররা। বাহারি পোষাকে নান্দনিক সাজে এদিন প্রবাসীরা মিলিত হয়েছিলো প্রাণের মেলায়। দিনব্যাপী হরেক রকমের খেলাধুলা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভোজন, রাফেল ড্র এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ছিলো এই আয়োজনে। যেখানে প্রবাসীদের আনন্দ উৎসবে যেমন মেতে উঠতে দেখা গেছে ঠিক তেমনি পরস্পর ভাব বিনিময় করে সম্পর্কের বাঁধন আরও মজবুত করে নিতে দেখা গেছে।

জানা গেছে, আর অল্প কিছুদিন পরেই অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনকে ঘিরে এখন থেকেই তৎপর প্রার্থীরা। যার প্রভাব ছিলো সাতকানিয়া সমিতির এই বনভোজনেও। যেখানে দুই সভাপতি প্রার্থী মো. আবু তাহের এবং মোকসেদুল হক চৌধুরী নিজেদের প্যানেল নিয়ে বনভোজনে যোগ দেন। এ সময় তারা ঘুরে ঘুরে সবার সাথে ভাব বিনিময় করেন এবং নিজেদের পক্ষে জনমত প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন। যা এই বনভোজনকে আরও উৎসবমুখর করে তুলে বলে জানান প্রবাসীরা।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংগঠনটির উপদেষ্টা আলহাজ্ব মো. এ. জাফর। সমিতির সভাপতি আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আমিন উল্লাহর পরিচালনায় কথামালা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগীত পরিবেশন করেন রাজীব ও নাজু আকন্দ।

বনভোজন শেষে আয়োজকরা জানান, সাতকানিয়াবাসীরা এই মিলন মেলা অত্যন্ত সফল হয়েছে। নানা সুস্বাদু খাবার পরিবেশন, গল্প, আড্ডা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় এ বনভোজন। অসংখ্য মানুষ এতে অংশ নিয়েছেন বেশ আগ্রহের সাথে। আগামীতেও এ ধরনের সুন্দর আয়োজনের প্রত্যাশা করেন সাতকানিয়ার প্রবাসীরা।

বনভোজনে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা করিম রেজা, নাসের চৌধুরী ও সাহিদা সিকদার হাই। বনভোজনে আরও উপস্থিত ছিলেন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক আহমদ নবী চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. নূর মোহাম্মদ ও খোরশেদ আলম, প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুস সালাম, যুগ্ম সমন্বয়কারী সাহান উদ্দীন চৌধুরী ও মো. রবি, সদস্য সচিব মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, যুগ্ম সদস্য সচিব মো. সামসুজ্জোহা (সোহেল) ও মোহাম্মদ মুসা।



মতামত

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ: বিরাট এক প্রশ্নের সম্মুখীন!

বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিংবা সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের জন্য কারফিউ জারি করা নতুন কোন বিষয় নয়। সহিংসতা যখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায় তখন তা নিয়ন্ত্রণের সর্বশেষ উপায় হিসেবে কারফিউ বিবেচনা করে সরকার।

সর্বশেষ কারফিউ জারি করার ঘটনা ঘটেছিল ২০০৭ সালে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়। সেটিও হয়েছিল ছাত্র বিক্ষোভ দমনের জন্য।

১৫ জুলাই মঙ্গলবার থেকে শুরু করে শুক্রবার পর্যন্ত দেশজুড়ে নজিরবিহীন এই সংঘাত শুধু তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। প্রতিদিনই বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা।

কারফিউ এমন এক সময়ে জারি করা হলো যখন পুলিশ, র‍্যাব এবং বিজিবির সাথে বিক্ষোভকারীদের রক্তাক্ত সংঘাত হয়েছে টানা চারদিন ধরে। নিয়মিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কি এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়েছে? তবে এক অর্থে তো হয়েছেই ব্যর্থ।

যদিও আইনমন্ত্রী আনিসুল হক মনে করছেন, রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যর্থ হয়নি। চলমান সহিংসতা থামানো এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো রক্ষা করার জন্য সরকার কারফিউ দিতে বাধ্য হয়েছে।

কোটা বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এবার অভাবনীয় এক পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করেন, সহিংসতা যখন কয়েকটি জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন পুলিশের জন্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু সংঘাত যখন বিভিন্ন জায়গায় এবং অলিগলিতে ছড়িয়ে যায়, তখন সেটির মোকাবেলা করা পুলিশের জন্য কঠিন হয়ে ওঠে। শুক্রবার ঢাকার আকাশে ক্রমাগত হেলিকপ্টার চক্রর দিয়েছে। যেসব এলাকায় বিক্ষোভের তীব্রতা বেশি ছিল সেসব জায়গায় হেলিকপ্টার থেকে টিয়ারশেল নিক্ষেপ করা হয়েছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিলেন।

বিক্ষোভ দমনের জন্য কারফিউ জারি করে সেনাবাহিনী নামানো সর্বশেষ পদক্ষেপ। এরপর আর কোন পদক্ষেপ বাকি থাকে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হলে যারা সহিংসতা করতে চায় তাদের ওপর সেটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তৈরি করে।

অতীতে যখন কারফিউ জারি করা হয়েছিল, তখন দেখা গিয়েছিল যে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও সেটি ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করা হয়। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, চরম সংঘাতময় পরিস্থিতিতে কারফিউ জারি করা হলে সেটি সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তা বোধ তৈরি করে। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি নির্ভর করছে সাধারণ মানুষ বিষয়টিকে কীভাবে গ্রহণ করে তার ওপর।

করা হয়। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, চরম সংঘাতময় পরিস্থিতিতে কারফিউ জারি করা হলে সেটি সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তা বোধ তৈরি করে। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি নির্ভর করছে সাধারণ মানুষ বিষয়টিকে কীভাবে গ্রহণ করে তার ওপর।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে সহিংসতায় এ পর্যন্ত কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, এর সঠিক সংখ্যা এখনও অজানা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত সোমবার পর্যন্ত ১৫০ জনের প্রাণহানির তথ্য নিশ্চিত করলেও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলো, নিহতের সংখ্যা অন্তত ২৬৬। অন্যদিকে একটি মানবাধিকার সংগঠনের ধারণা, নিহত ২৫০ জনের কম নয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে ৩০ জুলাই মঙ্গলবার পর্যন্ত ঢাকায় ২৭০টি মামলায় দুই হাজার ৮৯১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মধ্যে দুই হাজার ২৮৪ জনেরই কোনও রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া যায়নি, যা মোট গ্রেপ্তারের ৮৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ। অর্থাৎ, কোনও দলের সঙ্গে তাদের কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, তাদের বেশির ভাগই শিক্ষার্থী, শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষ। ৩০ জুলাই ‘রক্ত লাল’ প্রতিবাদে সরব হয়েছিল পুরো দেশ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে এই প্রতিবাদ চলেছে অনলাইন ও অফলাইনে। মূলত, কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের ওপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নির্বিচারে গুলিতে বহু হতাহতের ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে সরকার দেশব্যাপী শোক পালনের সিদ্ধান্ত নেয়, ঠিক তখন লাল রঙে প্রতিবাদে মামিল হতে ভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন সমন্বয়ক।

লাল রঙের কাপড়ে মুখ ও চোখ বেঁধে ছবি তুলে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক প্রোফাইলে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। শিক্ষার্থীদের এ আস্থানে সাড়া দিয়েছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, রাজনীতিক, শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী, সাংবাদিক, লেখক, আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ।

ইন্টারনেট বন্ধ এবং দেশের গণমাধ্যমগুলোতে বাংলাদেশের সংঘাত-সংঘর্ষ ও হত্যা-নিপীড়নের প্রকৃত চিত্র না এলেও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে ভয়াবহ সচিত্র খবর প্রচার হচ্ছে। বাংলাদেশে কারফিউর মধ্যেই আন্দোলনসহ চলমান পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জার্মানি, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশ। এ ছাড়া জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন নজরদারির মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। জাতিসংঘ জানিয়েছে, বাংলাদেশে চলমান ছাত্র আন্দোলনে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশ্বাসযোগ্য তথ্যপ্রমাণ পেয়েছে।

মহাসচিব অ্যান্ড্রোনিও গুত্তেরার মুখপাত্র স্তিফেন ভুজাররিক সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে জাতিসংঘ মহাসচিব তার ম্যান্ডেট অনুসারে বাংলাদেশের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। কোটা আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, নিরস্ত্র মানুষকে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সরাসরি গুলি, কারফিউয়ে সেনাবাহিনীর টহলে জাতিসংঘের লোগোযুক্ত যানবাহন ব্যবহারসহ বিভিন্ন কারণে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নজরদারি বাড়িয়েছে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, নিবিড় পরিচর্যা়া আজ যে গভীর ক্ষত ক্র্তত সারানো জরুরি। হত্যা, সহিংসতার দায় কার? রাষ্ট্র তো এই দায় এড়াতে পারবেনা। এই দায় নিয়ে পারম্পরিক দোষারোপের রাজনীতিতে দেশ যে আজ কোথায় দাঁড়িয়েছে, জনগণের মাঝে একধরনের অস্থিতি। সরকারের ইন্টারনেট ব্ল্যাক আউটের কারণে অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ক্ষতি তা কি পূরণ হবে? আইটি খাতে ফ্রি লেঙ্গিং এ অজপাড়াগাঁ থেকে শুরু করে শহরে তরুণরা যে অভাবনীয় সফলতা দেখিয়েছিলো তাদেরকে আজ হতাশাজনক অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। সারা বাংলাদেশ আজ এক প্রন্নের সম্মুখীন, উত্তর কোথায় মিলবে, আদৌ কি মিলবে? এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ভূ-রাজনৈতিক হুমকির সম্ভাবনাও আমলে রাখতে হবে।

কোটা বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভকারীদের সাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের নজিরবিহীন সংঘাত যেন থামছেই না। কোন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এতো কম সময়ের মধ্যে এতো বেশি মানুষ নিহত হবার ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি।

সময় যতো যাচ্ছে ছাত্র আন্দোলনের সাথে শিক্ষক, পেশাজীবী, অভিভাবক, সাধারণ মানুষের একাত্মতা বাড়ছে। এর শেষ কোথায়? এর উত্তর হয়তো ভবিষ্যৎ ই বলে দিবে। আজ শুধু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সেই গানটাই যেনো সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য মানুষের মনে বাজছে, “রুথবে তাদের কারা, আজ রুথবে তাদের কারা”।

বৃহস্পতিবার, ১ আগস্ট ২০২৪

বাইডেন, ট্রাম্প ও গণতন্ত্রের সৌন্দর্য

সেলিম খান

বয়স বাড়লে মানুষ যে প্রজ্ঞার অধিকারী হয় তা আরও একবার প্রমাণ হলো। প্রমাণ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। অনেক গোঁয়ার্‌ত্মির পর আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াই থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে এবং একই সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে প্রেসিডেন্ট পদে ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দিয়ে। তাঁর এই দৃটি সিদ্ধান্ত যেন ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে।

বেশ কিছু দিন আগে আমেরিকার সাংবাদিক বন্ধুরা ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আমাকে বলেছিলেন, বাইডেনকে সরে যেতেই হবে। কারণ ডেমোক্রেটিক দলের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর চাপ বাড়ছে। এত চাপ এই বৃদ্ধের পক্ষে নেওয়া সম্ভব না। তবে বাইডেনের প্রার্থী থাকার খামেশে শেষ পেরেকটি ট্রাকেন বারাক ওবামা। কারও কাছে অবিশ্বাস মনে হলেও এটা কঠিন সত্য যে, বারাক ওবামা এখনো ডেমোক্রেটিক পার্টিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। তাঁর কথায় দলের অনেক কিছুই ঠিক হয়। প্রায় আট বছর আগে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে গেলেও এই কৃষ্ণকায় মানুষটির জনপ্রিয়তা এখনো অটুট। কৃষ্ণকায় শব্দটির মধ্যে অনেকে বর্ণবাদী গন্ধ পেতে পারেন, এতে দোষের কিছু নেই। তবে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এটা বোঝানোর জন্য যে, ট্রাম্পের শ্বেতাঙ্গ-প্রভুত্বের ধ্বজা ওড়ানো আমেরিকার পাশাপাশি আরও একটি উন্নত আমেরিকা যে আছে, তা।

আমেরিকার সাংবাদিক বন্ধুদের বক্তব্য ছিল, ৮১ বছরের এক অশক্ত নেতার পেছনে থেকে ডেমোক্র্যাটরা বুঝে গেছেন, ২০২৪-এ তাদের কোনো সুযোগ নেই। ট্রাম্প আসছেনই। আর ফিলাডেলফিয়ার গুলির ঘটনার পর সে সম্ভাবনা আরও বেগবান হয়েছে। ফলে তারা চাইছেন, কমলা হ্যারিসকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন এবং তাঁর সাথে একজন উপযুক্ত রানিং মেট দিয়ে এ যাত্রা কোনামতে পার করা। তাঁদের লক্ষ্য ২০২৮। আর ওই সময় ট্রাম্প থাকবেন না। ফলে হারের ধাক্কাটা কমলার ওপর দিয়ে পার করে দিয়ে তাঁর রানিং মেট বা অন্য কোনো তরুণ নেতাকে ২০২৮-এর নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করা।

এই বক্তব্যে বাইডেনকে সরানোর বিষয়টি বিশ্বাস হলেও কমলাকে প্রার্থী করাটা কষ্ট-কল্পনা বলেই মনে হয়েছিল। তারপরও ভেবেছিলাম, বলির পাঠা তো কাউকে না কাউকে হতেই হয়। আর শব্দটি যখন ভারতীয় ভাষার সাথে যুতসই, তখন ভারতের সাথে সামান্যতম সম্পর্ক আছে এমন কারোর ওপর প্রয়োগ করাটাই দস্তুর বলে মনে করছেন ডেমোক্রেটিক দলের শীর্ষ নেতারা। হতেই পারে। কয়েক দিন আগে দেখলাম এই আখ্যান পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। বাইডেনে নিজেকে কমলার নাম প্রস্তাব করছেন শিখণ্ডী হিসেবে। রাজনীতির নির্মমতা কোন পর্যায়ে যেতে পারে, তা ওপরের কাহিনি থেকে পরিস্কার।

বাস্তবতা হলো, কাহিনি এখানে শেষ হলে তা একেবারে পানসে হয়ে যেত। কিন্তু সেটা হতে দেননি কমলা। বাইডেনের ঘোষণার পর এ অদ্ভুত ম্যাজিক দেখল সবাই। যে কমলা হ্যারিসকে এত দিন কেউ গোনার মধ্যে ধরেনি, সেই তিনি কিনা ভগ্নপ্রায় দলে নতুন করে

একটি যৌক্তিক আন্দোলনের করুণ পরিণতি

আব্দুর রাজ্জাক

আমাদের এই শ্রমঘন সমাজে জুতসই একটি কাজ খুঁজে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। নিজের যোগ্যতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে পছন্দমতো চাকরি করা—মানুষের সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষা। শিক্ষাজীবন থেকেই আমাদের সমাজের মানুষ ব্যস্ত থাকে ভবিষ্যতে কী কাজ করবে, কোন ধরনের চাকরি করবে, তা নিয়ে। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি থাকে সরকারি কোনো উচ্চপদে চাকরির জন্য। সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা অথবা কর্পোরেশনে চাকরি করার ক্ষেত্রে অধিকতর মেধাবীরা প্রস্তুতি নিতে থাকে শিক্ষাজীবন থেকেই।

এখানে দোষের কিছু নেই, নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলে কেউ যদি যথাযোগ্য চাকরি পায়, তখন সে তার মেধার বিকাশ ঘটাতে পারবে কর্মক্ষেত্রে, এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই।

আমাদের দেশে উল্লিখিত সরকার বা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে কোটাপ্রথা প্রচলিত আছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ৫৬ শতাংশ জনবল নিয়োগ হতো কোটার বিপরীতে, ৪৬ শতাংশ নিয়োগ হতো মেধার ভিত্তিতে। এই কোটার মধ্যে ৩০ শতাংশ নিয়োগ হতো মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষাদের মধ্য থেকে। কিন্তু কোনো দিনই এই ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা পূরণ হতো না, পূরণ না হওয়া পদের সংখ্যাকে মেধার মধ্য থেকে নিয়োগ দেওয়া হতো না। এখানে যা ক্ষতি হয়েছে—মেধাবীরা চাকরি পাননি, সরকারি বিভিন্ন সংস্থায় বছরের পর বছর পদ খালি থেকেছে, কাজের বিঘ্ন ঘটেছে বিভিন্ন সংস্থায়।

২০১৮ সালে কোটা সংস্কারের পক্ষে আন্দোলন হয়। নির্বাহী বিভাগ থেকে কোটাপ্রথা বাতিল করা হয়। সংস্কার না করে বাতিল করে আমাদের দেশে অগ্রগতির মানুষের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হলো। এই কোটা বাতিলের বিপক্ষে তখন ছাত্ররা কোনো আন্দোলন করল না, কোনো দাবি তুলল না। আন্দোলনকারীরা কি স্বার্থপর ছিল? নিজেদের স্বার্থ হাসিল হওয়ার পরে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কথা তারা ভুলে গেল?

এই কোটা বাতিলের প্রজ্ঞাপনের বিপরীতে হাইকোর্টে মামলা করা হলো। মামলার প্রাথমিক আদেশে কোটা বাতিলের প্রজ্ঞাপনকে বাতিল করে আদেশ দেওয়া হলো। ছাত্রদের মাঝে অসন্তোষ তৈরি হলো। সরকারপক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হলো। আপিল বিভাগ হাইকোর্টের আদেশের কার্যকারিতা স্থিরকরণ করল, অর্থাৎ আদেশের কোনো কার্যকারিতা



প্রাণসঞ্চার করলেন। বিমর্ষ, হত্যাদ্যম ডেমোক্রেটিক দলটাকে এক লহমায় চাড়া করে তুললেন। দলের সদস্যরা আশাবাদী হয়ে উঠল। বরুন অবস্থাটা। বাইডেনের মতো একজন ঝানু রাজনীতিক দলটাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন, আর এক কৃষ্ণকায় ও অভিবাসী নারী রাজনীতিক ভুবতে বসা দলটাকে কোথায় টেনে তুললেন।

কথায় কথায় মার্কিন অভিবাসীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটি করা হয়, তা কতটা মুক্তিহীন, অসার—কমলা হ্যারিসের এই উত্থান তার প্রমাণ। এখন তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার মতো নেতাই ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে এর অর্থ এই না যে, ওই দলে আর কোনো যোগ্য নেতা নেই। বরং এত অল্প সময়ে (৩ মাস) ট্রাম্পের মতো প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে একেবারে আনকোরা মুখ নিয়ে আসাটা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত কমলাই ডেমোক্রেটিক পার্টির সর্বোত্তম প্রার্থী। যদি সবকিছু ঠিক থাকে, তাহলে আগষ্টের দলীয় সম্মেলনে তিনি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেতে চলেছেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

আমেরিকার প্রেক্ষাপটে দৃটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এক, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিলম্বিত বোধদয়। তিনি ৮১-তে পৌঁছেও মানতে পারছিলেন না—রাজনীতিতে তাঁর থাকার দিন শেষ। এমনকি প্রথম বিতর্কে ট্রাম্পের কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার পরও। ক্ষমতার রাজনীতি মানুষকে কতটা চিন্তাহীন করে তোলে তার বড় প্রমাণ বাইডেনের দীর্ঘ একগুয়েমি।

দুই, ট্রাম্পের অজানা বিপদ। এতদিন এক বৃদ্ধ রাজনীতিককে রীতিমতো অকথা ভাষায় আক্রমণ করে তিনি নিজের জায়গা অনেকটাই পোক্ত করে ফেলেছিলেন। আর ৭৮ বছর বয়সে গুলির মুখ থেকে বেঁচে আসার পরে তিনি প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যান। কিন্তু দৃশ্যপট থেকে বাইডেনের এই আচমকা বিদায় তাঁর জন্য এক বড় ধাক্কা। এতদিন বাইডেনকে ঘিরে তিনি যে প্রচার চালিয়ে এসেছেন, তার পুরোটাই পানিতে গেছে। মঞ্চে এখন একেবারে নতুন এক প্রতিদ্বন্দ্বী, যাকে তিনি কখনো আমলে নেননি। আর এই মুহূর্তে তো ডেমোক্র্যাটদের আনুষ্ঠানিক ঘোষিত কোনো প্রার্থীই নেই। তাহলে তিনি কথা বলবেন কি নিয়ে? কমলাকে নিয়ে? কমলা যদি চূড়ান্ত মনোনয়ন না পান, তাহলে সে প্রচারও তো পানিতে যাবে। বিদায়ের আগে কী এক মুশকিলে ট্রাম্প সাহেবকে ফেলে গেলেন

জাফর ইকবাল। ধ্যুৎ, বাদ দিই। ভাই হুমায়ূন আহমেদই তো তার গর্তবাসের কথা বলে গেছেন। হুমায়ূন আহমেদের সন্তানরা দাঁড়িয়েছেন শিক্ষার্থীদের পাশে।

জাফর ইকবাল। ধ্যুৎ, বাদ দিই। ভাই হুমায়ূন আহমেদই তো তার গর্তবাসের কথা বলে গেছেন। হুমায়ূন আহমেদের সন্তানরা দাঁড়িয়েছেন শিক্ষার্থীদের পাশে।

খাকল না। হাইকোর্ট থেকে পূর্ণাঙ্গ রায় দেওয়ার পরে আপিল বিভাগ একটি দীর্ঘ সময় নিয়ে শুনানির ব্যবস্থা করল। ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভ চরম আকার ধারণ করল। অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস এ ক্ষেত্রে হাইকোর্টের দুই পর্যায়ের যে আদেশ দেওয়া হলো, সে ব্যাপারে তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারল না। বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করতে বার্থ হলো আপিল বিভাগ।

নির্বাহী বিভাগ থেকে ছাত্রদের বোঝাতে ব্যর্থ হলো যে বিচার বিভাগে কোনো ব্যাপারে শুনানি চলমান থাকলে সে ব্যাপারে আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ তাৎক্ষণিক কোনো আইন পাস করতে পারে না। নির্বাহী বিভাগ বা আইন বিভাগের যেকোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিচার বিভাগে চ্যালেঞ্জ হতে পারে। বিচার বিভাগের চূড়ান্ত রায় চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

এ বছর ১৪ ও ১৫ জুলাই সাধারণ ছাত্র আন্দোলন যখন দানা বাঁধছে, তখন ছাত্রলীগ ও সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ হলো। সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল। যারা কোটা সংস্কারের পক্ষে, তাদের মাঝে বিরোধী রাজনীতি ভর করল। বিরোধী কুচক্রী মহল সুযোগ খুঁজতে থাকল। সরকারের ভাষায়, জামায়াত-শিবির-বিএনপি-ছাত্রদলের স্বল্পসীরা সাধারণ ছাত্রদের মাঝে মিশে গিয়ে আন্দোলন বেগবান করার চেষ্টা করল। ১৬, ১৭, ১৮ জুলাইয়ের আন্দোলনে বলতে গেলে সব শ্রেণির ছাত্রই অংশগ্রহণ করল। সেই সুযোগে কুচক্রী মহল অনুপ্রবেশ করল, ভাঙচুর করল রাষ্ট্রীয় সম্পদ, সরকার জনগণের জানমাল রক্ষার্থে বলপ্রয়োগ করল, ঝরে যেতে থাকল সাধারণ ছাত্রসহ সাধারণ মানুষের জীবন। কুচক্রী মহল উৎসাহ ফিরে পেল, ধ্বংসযজ্ঞে মেতে গেল অধিক আগ্রহ নিয়ে।

বৃহস্পতিবার ১৮ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কোটা সংস্কার করে রায় দিল। ছাত্রদের যে দাবি ছিল এই রায় প্রায় তার কাছাকাছি, এককথায় বলতে গেলে ছাত্রদের দাবি পূরণ হলো। শুক্র ও শনিবার ১৬ ও ২০ জুলাই যে আন্দোলন হলো, সেখানে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কোনো অংশগ্রহণই ছিল না। এখানে ছাত্র আন্দোলনের রাজনীতির মধ্যে ‘পলিটিকস’ ঢুকে গেল। আরও ঝরে যেতে লাগল অর্থাগতি প্রাণ।

প্রথম প্রাণো

প্রথম প্রাণো



প্রেসিডেন্ট বাইডেন। কোনো মানে হয়! এর ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে এসেছে জনপ্রিয়তার সূচক, যা কিনা সবসময় ট্রাম্পের পক্ষেই থেকেছে। মঞ্চের নট-নটী পরিবর্তনের সাথে সাথে রয়টার্স ও সিএনএন-এর পৃথক দুটি জরিপ জানাচ্ছে, কমলা জনপ্রিয়তার নিরিখে ট্রাম্পের চেয়ে দুই পয়েন্ট এগিয়ে আছেন। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। বরং ট্রাম্প ২০ পয়েন্টে এগিয়ে থাকলেও কেউই বিস্মিত হতেন না।

আইনশাস্ত্রে পড়াশোনার পর স্বাভাবিকভাবে কমলা একজন আইনজীবী হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। কিন্তু এর পরে তাঁর উত্থান বিস্ময়কর। ২০০৩ সালে সান ফ্রান্সিসকোর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি, ২০১০-এ ক্যালিফোর্নিয়া মতো বড় অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল, ২০১৬ সালে সিনেটর, ২০২০-এ ভাইস প্রেসিডেন্ট—দুই অভিবাসীর সন্তান হিসেবে তিনি সবকিছুতেই প্রথম। হয়তো প্রেসিডেন্ট হিসেবেও। বাবা জ্যামাইকা ও মা ভারত থেকে যাওয়া অভিবাসী। ফলে আফ্রিকান-আমেরিকান পরিচয়ের পাশাপাশি ভারতীয়ত্বের ছাপ লেপ্টে আছে তাঁর গায়ে। আমেরিকার ক্ষমতাধারী পুরুষেরা (বিচারপতি থেকে রাজনীতিক সবাই) যখন গর্ভপাত, অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে দেশটাকে মধ্যযুগে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তখনই কমলা ছিলেন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি। তাঁর উদারমনা মানোভাব, সোজাসাপটা কথাবার্তা—তরুণদের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

তারপরও কমলা হ্যারিস দলের মনোনয়ন পাবেন কিনা, পেলেও জিতবেন কিনা—সেসব অনেক দূরের প্রশ্ন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ধারায় নির্বাচনের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য আছে, সেটাই এখানে ফুটে উঠেছে। এই সৌন্দর্যের স্বাদ বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রেমীরা পেয়েছে ভারতে শক্তিশালী বিরোধী দলের আত্মপ্রকাশের মধ্যে; যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থীদের ভরাডুবির মধ্যে; একইভাবে বাইডেনের সরে দাঁড়ানো ও ট্রাম্পকে নড়বড়ে করার মধ্য দিয়ে। সব ঘটনার শিক্ষা একটাই, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ খুব একটা ভুল করে না। ভুল করলেও শুধরে নেয়। তাই তাদের ওপর আস্থা রাখাটাই শ্রেয়।

সেলিম খান: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

সরকার কারফিউ জারি করল, পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এল। তবে মানুষ প্রায় ১০ দিন পরিস্থিতির কাছে জিম্মি হয়ে ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। নষ্ট হলো রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ। রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নষ্ট হলো বিদেশিদের কাছে, একে অপরের প্রতি আস্থা নষ্ট হলো। দুরভু তৈরি হলো ছাত্র-জনতা ও সরকারের মধ্যে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল সাধারণ ছাত্রসমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা।

নির্বাহী বিভাগ থেকে প্রথমেই ছাত্রদের আশ্বস্ত করা উচিত ছিল—কোটা সংস্কার আন্দোলন যৌক্তিক এবং কোটার পুনর্বিন্যাস কীভাবে করা হবে। ছাত্রলীগ যদি কোটা আন্দোলনের পক্ষে মতামত দিত এই বলে যে, যৌক্তিক সংস্কারের পক্ষে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে তারা আছে, তাহলে এই বিরোধাগ্রস্ত ও ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি হতো না দেশ।

নির্বাহী বিভাগের বিলম্ব, বোধোদয়, বিচার বিভাগের দীর্ঘসূত্রতা, ছাত্রলীগের শক্তি প্রয়োগের প্রবণতা, আন্দোলনকারীদের বিরোধী পক্ষ থেকে কু-পরামর্শ নেওয়ার পরিণতি—আজকের বাংলাদেশ। এই দায় থেকে পুরোপুরি কেউই মুক্ত হতে পারবে না। সাধারণ ছাত্ররা যে ব্যানারে আন্দোলন করেছিল, সেই ব্যানারটি যে সাধারণ ছাত্রদের নয়, এই ব্যানারের মধ্যে রাজনীতি আছে এবং রাজনীতির মধ্যে ‘পলিটিকস’ আছে, এটাও সবাই বুঝে গেছে।

এখানে ধ্বংসযজ্ঞ করার জন্য বিরোধী পক্ষ থেকে যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, তারা প্রায় সবাই টোকাই, কিশোর গ্যাং কিংবা ভববরে বখাটে লোকজন। আরশোলা-টিকটিকির মতো ঘুরে বেড়ায় আমাদের সমাজে কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষ, তারা অগ্রপশ্চাৎ কোনো কিছু ভাবে না। কেনটা রাষ্ট্রীয় সম্পদ, কেনটা ধ্বংস করলে কী হবে—এই সবের বুঝ তাদের মধ্যে নেই, তারাই নেমে পড়েছিল ধ্বংসযজ্ঞে।

কোটা সংস্কার আন্দোলনটি ছিল যৌক্তিক। বিভিন্ন কার্যকলাপ, নোরা রাজনীতি, ক্ষমতাসীনদের সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না নেওয়া, আইন বিভাগের অদূরদর্শিতা, ছাত্রছাত্রীদের রাষ্ট্রীয় আইনকানুন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে যৌক্তিক আন্দোলনের করুণ পরিণতি ঘটলো। ছাত্রদের দাবি আদায় হলো ঠিকই, মাঝখান থেকে ঝরে গেল দুই শতাধিক মানুষের প্রাণ, আহত হলো সহস্রাধিক নিরীহ মানুষ। রাষ্ট্র হারাল কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পদ। ভাবমূর্তি নষ্টসহ আশ্বার সংকট তৈরি হলো।

এার থেকে শিক্ষা নিতে হবে সবার—যৌক্তিক দাবির প্রতি সবার সমর্থন থাকতে হবে, আলাচনা ও রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে সবকিছু সমাধান করতে হবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য।

লেখক: প্রকৌশলী



KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]



WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট্য

NYS
Department of
Health CDPAP



Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ \$৮০০ | আজই আসুন

Main Office

167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch

37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch

1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

📞 **347-621-6640**

📠 Fax: 347-338-6799

✉ karnafullyhc@gmail.com

✉ hasem@lovetocarehhc.com

✉ info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehhc.com

The advertisement features a dark background with a subtle hexagonal pattern. On the right side, there is a large, professional portrait of a man with a beard and mustache, wearing a suit jacket over a striped shirt. To his left, the company logo "GLOBAL" is prominently displayed in a bold, sans-serif font, with a circular icon containing a stylized globe and a building. Below the logo, the words "Tours & Travel" are written in a smaller, lighter font. Further down, the text "BOOK YOUR FLIGHT WITH OUR OTA" is presented in large, bold, capital letters. A white rectangular box contains the website address "www.globaltravelbd.com". Below this, a quote reads "We provide 24/7 customer support". A rounded rectangle houses three circular icons: an airplane for "FLIGHT", a Visa card for "VISA", and a bed under a roof for "HOTEL". At the bottom center, a large grey circle highlights "\$300 OFF". To the left of this circle, a button labeled "CALL NOW" with a right-pointing arrow is shown above two phone numbers: "718-406-9745" and "718-200-2655". To the right of the discount circle, a note states "* Minimum \$10000 cash purchase required". In the bottom right corner, the name "Md Shamsuddin" is listed as "PRESIDENT & CEO", followed by the company names "Global Tours & Travel" and "World Tours & Travel".

GLOBAL
Tours & Travel

**BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA**

www.globaltravelbd.com

"We provide 24/7 customer support"

FLIGHT

VISA

HOTEL

**\$300
OFF**

CALL NOW

**718-406-9745
718-200-2655**

* Minimum \$10000 cash
purchase required

Md Shamsuddin

PRESIDENT & CEO

Global Tours & Travel
World Tours & Travel

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মইন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিসিসিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদের সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত



Timothy Bompert, Esq.
Attorney at Law



গাড়ী দুর্ঘটনা
বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
ট্রিপ এন্ড ফল
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন

৯১৭-২৮২-৯২৫৬

কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
ট্রিপ এন্ড ফল
হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
লেড পয়জনিং

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি ন্যূনতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompert

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompert is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রকেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise জন্মের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্ত পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372



Member



H1B

L1A VISA

EB5

E2 VISA

POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +1 ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

‘ধরে খাবার টেবিলে বসিয়ে দেন, জাতিকে নিয়ে মশকরা কইরেন না’: হাইকোর্ট

ঢাকা ডেস্ক

কোটা সংস্কার আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে ডিবি কার্যালয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ানোর ছবি প্রকাশ করাকে জাতির সঙ্গে ‘মশকরা’ বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আটক ছয়জন সমন্বয়ককে অবিলম্বে মুক্তি দিতে ও দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি না চালাতে নির্দেশনা চেয়ে করা রিটের শুনানিতে গতকাল রাষ্ট্রপক্ষের উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট এ মন্তব্য করেন।

২৯ জুলাই সোমবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি এসএম মাসুদ হোসাইন দোলনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে বেলা দেড়টার দিকে ওই রিটের ওপর শুনানি শুরু হয়। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না, সারা হোসেন ও আইনজীবী অনীক আর হক। রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল শেখ মোহাম্মদ মোরশেদ শুনানিতে অংশ নেন। তার সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কান্তি রায়। মঙ্গলবার শুনানির পরবর্তী দিন রেখেছেন আদালত।

শুনানির একপর্যায়ে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ মোহেদী হাছান চৌধুরী বলেন, ‘টিভিতে দেখেছি, এই ছয়জন সমন্বয়ক কাটাচামচ দিয়ে খাচ্ছেন। জবাবে আদালত বলেন, আপনাকে এগুলো করতে কে বলেছে? কেন করলেন এগুলো? জাতিকে নিয়ে মশকরা কইরেন না। যাকে নেন ধরে, একটি খাবার টেবিলে বসিয়ে দেন।

এর আগে ছয় সমন্বয়ককে অবিলম্বে মুক্তি দিতে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি না চালাতেও নির্দেশনা চেয়ে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের দুই আইনজীবী মানজুর-আল-মতিন ও আইনুয়ার সিদ্দিক। আবেদনে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি না চালাতেও আদালতের নির্দেশনা চাওয়া হয়। নিরাপত্তার কথা বলে গত শুক্রবার আন্দোলনের তিন সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ ও আবু বাকের মজুমদারকে হাসপাতাল থেকে ডিবি কার্যালয়ে নেয়া হয়। পরদিন সারজিস, হাসনাত আব্দুল্লাহ ও নুসরাত তাবাসসুমকেও ডিবি হেফাজতে নেয়া হয়।

মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে ড. ইউনূসের দাবি অসাংবিধানিক: কাদের

ঢাকা অফিস

মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে ড. ইউনূসের দাবি অসাংবিধানিক ও বেআইনি।



ওয়ায়দুল কাদের

বাংলাদেশের ওপর বিদেশি হস্তক্ষেপে তার বিবৃতি রাষ্ট্রদোষীতার সামিল বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়ায়দুল কাদের। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

১০ মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যার প্রভাব ইতিমধ্যে সদ্য সমাপ্ত মাসের রেমিট্যান্সে দেখা গেছে।

শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সরকারি ও সাধারণ ছুটি মিলিয়ে গত ১৯ থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ব্যাংক বন্ধ ছিল। এ ছাড়া টানা ৫ দিন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও ১০ দিন মোবাইলে ইন্টারনেট বন্ধ ছিল। এ কারণে দেশের ব্যাংকগুলোর সঙ্গে বৈদেশিক লেনদেন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

জানা যায়, গত মাসের প্রথম ৩ সপ্তাহে গড়ে ৪০ থেকে ৫০ কোটি ডলার প্রবাসী আয় এসেছিল। এর মধ্যে ১ থেকে ২০ জুলাই এসেছে ১৪২ কোটি ৯৩ লাখ ডলার। আর ২১ থেকে ৩১ জুলাই আয় এসেছে ৪৭ কোটি ৯৭ লাখ ডলার। এর মধ্যে ৩১ জুলাই এক দিনেই এসেছে ১২ কোটি ডলার।

জুলাইয়ের প্রতিদিন গড়ে প্রবাসী আয় এসেছে ৬ কোটি ১২ লাখ ডলার। এটি আগের মাস জুনের চেয়ে কম। জুনে প্রবাসী আয় এসেছিল ২৫৪ কোটি ডলার। ওই মাসে প্রতিদিন প্রবাসী আয় ছিল ৮ কোটি ৪৬ লাখ ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গেল ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম মাস (২০২৩ সালের) জুলাইয়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৯৭ কোটি ৩১ লাখ, আগস্টে ১৫৯ কোটি ৯৪ লাখ, সেপ্টেম্বর মাসে ১৩৩ কোটি ৪৩ লাখ, অক্টোবরে ১৯৭ কোটি ১৪ লাখ, নভেম্বর ১৯৩ কোটি, ডিসেম্বরে ১৯৯

ওয়ায়দুল কাদের বলেন, দেশের বিভিন্ন আদালতে যখন ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি ও অর্থ-পাচারের মামলা চলছে, তখন চলমান বিচার থেকে বাঁচার জন্য তিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন।

ওয়ায়দুল কাদের বলেন, ড. ইউনূস অতিসম্প্রতি এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের ওপর হস্তক্ষেপ করার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছেন। তার এ ধরনের বিবৃতি বা মন্তব্য বাংলাদেশের সংবিধান, আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রদোষীতার পর্যায়ে পড়ে এবং আন্তর্জাতিক আইনেরও চরম লঙ্ঘন।

কোটি ১২ লাখ, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ২১১ কোটি ৩১ লাখ, ফেব্রুয়ারিতে ২১৬ কোটি ৪৫ লাখ, মার্চ মাসে ১৯৯ কোটি ৭০ লাখ, এপ্রিলে এসেছে ২০৪ কোটি ৪২ লাখ, মে মাসে এসেছে ২২৫ কোটি ৩৮ লাখ এবং জুন মাসে আছে ২৫৪ কোটি ১৬ লাখ ডলার রেমিট্যান্স।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে ২ হাজার ১৬১ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছিল। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রবাসী আয় এসেছে ২ হাজার ৩৯১ কোটি ডলার।

প্রবাসীদের মধ্যে ‘রেমিট্যান্স শাটডাউন’ এর ব্যাপক প্রচারণার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে কয়েকটি ব্যাংককে মৌখিকভাবে বেশি দরে রেমিট্যান্সের ডলার কেনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই ব্যাংকগুলোতে রেমিট্যান্সের ডলারের দর ১১৯ টাকা ছাড়িয়েছে বলে জানা গেছে। বেশি দামে ডলার কেনার মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে আগ্রহী করা তোলা। অপরদিকে খোলাবাজারে ডলারের দর ছাড়িয়েছে ১২৫ টাকা।

সম্প্রতি বেশি রেমিট্যান্স আহরণ করে এমন ১২টির মতো বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে (এমডি) এ নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ‘ক্রডিং পেপ’ চালুর পর ব্যাংকগুলোতে ডলার রেট সর্বোচ্চ ১১৮ টাকা হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মৌখিক নির্দেশের পর বেশ কয়েকটি ব্যাংক রেমিট্যান্স কেনার রেট ১১৮ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ১১৯ টাকা ৭০ পয়সা অফার করছে।



GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE



যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাকী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

এজি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ ^{MBA}
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office 71-24 35th Avenue Jackson Hts, NY 11372 Ph: 718-775-7852 Fax: 917-396-4115	Bronx Office 831 Burke Avenue Bronx, NY 10467 Ph: 347-449-5983 Fax: 347-275-9834	Yonkers Office 558 E Kimball Ave Yonkers, NY 10704 Ph: 718-844-4092 Fax: 917-396-4115	Jamaica Ave. Office 180-15 Jamaica Ave Jamaica, NY 11432 Ph: 718-785-6883 Fax: 917-396-4115
---	--	---	---

www.goldenagehomecare.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী



এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্রাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্রাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রুকস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

পুলিশের গুলিতে আবু সাঈদের মৃত্যু, উল্লেখ নেই এফআইআরে

ঢাকা ডেস্ক

কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত হন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। গত ১৬ জুলাই নিরস্ত্র আবু সাঈদকে লক্ষ্য করে পুলিশের গুলি ছোড়ার ভিডিও প্রকাশিত হয় বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে। এর কিছুক্ষণ পরই তার মৃত্যু হয়। তবে পুলিশের প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে (এফআইআর) পুলিশের গুলিতে আবু সাঈদের নিহত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।

তবে পুলিশের প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে (এফআইআর) উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হননি।

'বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন দিক থেকে গুলি ছুড়তে থাকে এবং ইটের টুকরো নিক্ষেপ করতে থাকে। এক পর্যায়ে এক শিক্ষার্থীকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখা যায়,' বলা হয়েছে এফআইআরে।

এতে আরও বলা হয়, সহপাঠীরা সাঈদকে (২০) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ক্যাম্পাস পুলিশ ক্যান্সেলার ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) বিভূতি ভূষণ রায়ের লেখা এই এফআইআরে বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীসহ অজ্ঞাত দুই থেকে তিন হাজার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। এফআইআরে আরো বলা হয়, রাষ্ট্র বিরোধী আন্দোলনরত দুর্বৃত্তগণ বিভিন্ন দিক থেকে বৃষ্টির মতো ইট-পাটকেল ও তাদের কাছে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে এলোপাতাড়ি গুলি শুরু করে।

এফআইআরের বিষয়ে বিভূতি ভূষণ গণমাধ্যমকে বলেন, 'আমি মাত্র মামলা দায়ের করেছি। তদন্ত কর্মকর্তা তথ্য যাচাই করবেন।'

দুটি ভিডিও যাচাই করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। সেখানে দেখা যাচ্ছে, অন্তত দুইজন পুলিশ কর্মকর্তা রাস্তার বিপরীত পাশ থেকে তাকে লক্ষ্য করে ১২-গেজ শটগান থেকে সরাসরি গুলি ছোড়েন। সে সময় সাঈদ তার বুক চেপে ধরে এবং পুলিশ কর্মকর্তা কমপক্ষে আরও দুবার গুলি চালান।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল



স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে সাঈদ ও পুলিশ কর্মকর্তাদের ভৌগোলিক অবস্থান শনাক্ত করে দেখতে পায় যে, গুলি চালানোর সময় তারা প্রায় ১৫ মিটার দূরত্বে ছিল।

গত ১৮ জুলাই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এক বিবৃতিতে বলে, সাঈদ পুলিশের জন্য দৃশ্যত কোনো শারীরিক ক্ষমিকার কারণ ছিলেন না। সাঈদের মৃত্যু সনদে উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে হাসপাতালে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল। সাঈদের ওপর পুলিশের হামলা ছিল বেপরোয়া ও বিনা উসকানিতে।

সেদিন আন্দোলনকারী একাধিক শিক্ষার্থী ও প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কোটা সংস্কার আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন আবু সাঈদ। ১৬ জুলাই দুপুরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিছিলে অংশ নেন তিনি। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিলটি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বাধা দেয়। একপর্যায়ে তাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ বাধে। এ সময় শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কানানে গ্যাস, রাবার বুলেট ও কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। আবু সাঈদ একা দাঁড়িয়ে তা মোকাবিলায় চেষ্টা করেন। বুক উচিয়ে দেওয়া আবু সাঈদকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে পুলিশ। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে

লুটিয়ে পড়েন তিনি। রংপুর মেডিকেল নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকরা জানান, সাঈদের শরীরে শতাধিক গুলির ক্ষত ছিল।

আবু সাঈদকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. তুহিন ওয়াদুদ। তিনি বলেন, 'হাত, বুক, পিঠ, মুখসহ সাঈদের শরীরের শতাধিক স্থানে বুলেটের আঘাতের চিহ্ন ছিল। মাথার পেছনে ফুটো হয়ে রক্ত বারছিল।' সাঈদের শরীর বাজরা করে দেওয়া সেই পুলিশের বিচার দাবি করে তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে পুলিশের লুকোচুরির ঘটনা রহস্যজনক। পুলিশের সেই কর্মকর্তাকে কী শাস্তি দেওয়া হয়েছে, জনগণ তা জানতে চায়।'

রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান রাজিবুল ইসলাম জানান, 'হররা গুলি আঘাতে অভ্যন্তরীণ রক্ত ফরণের তার মৃত্যু হয়েছে।' তবে এর বেশি তথ্য জানাতে রাজি হননি তিনি। রাজিবুল বলেন, শিগগির ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে।

পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, বিক্ষোভ চলাকালে ইউনুস আলী নামে পুলিশের একজন কর্মকর্তা ১৬ জুলাই উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুমতি ছাড়াই সাঈদকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিলেন। তবে এর বেশি বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

Tax & Immigration Services



MOHAMMED PIER

Lic. Real Estate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS **e-file**

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX

Income Tax Service & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filing

IMMIGRATION SERVICES

Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE

For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372

Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583

Email: piertax@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফু, হজ্জ ভ্যাকসিন দেয়া হয়

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500

Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:

30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:

170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com



Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:**
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:**
Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**

■ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।



IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member:  

Wasi Choudhury, EA

Admitted to Practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক



Tel: 718-440-6712
718-205-3460

Fax: 718-205-3475
Email: wasicloudhury@yahoo.com

  ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
  ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন
করা এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার
অনুরোধ বইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

বাড়ি বিক্রয়!

ব্রুকলিন এলাকায় দুই ক্যামেরা
বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

মোহাম্মদ

ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরোগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাক্কক্ষে। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।



আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

আলি: 917-442-8648

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্রিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১. কাস্টমার সার্ভিস	১. নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২. অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩. সিভিল সার্ভিস জব	৩. ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩. পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ইউ.এস.এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫. এম.টি.এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫. NYC হাউজিং/এফোর্ডেবল
৬. আই.টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি/কভার লেটার



ট্রেনিং প্রোগ্রাম:

১। পোস্টাল জব (USPS) - (শনিবার-বৃহস্পতিবার)	(সে: ১০টা - বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট	রবিবার (বি: ২টা - বি: ৪টা)
৩। স্কুল সেফটি এজেন্ট	মঙ্গলবার (সু: ১২টা - বি: ২টা)
৪। বেসিক কম্পিউটার	শনিবার (বি: ৩টা - বি: ৫টা)
৫। ৬ ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)	(সে: ১০টা - বি: ৬টা)
৬। ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস - (ন্যাশনাল/DC/PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।)	

POSTAL JOB : (করণীয়):

- ১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
- ২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘন্টা, ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা।
- ৩। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
- ৪। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
- ৫। গ্রীন কার্ড/সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর, উচ্চসীমা নাই।
- ৬। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য জব হেল্প সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
- ৭। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- ৮। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রুভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
- ৯। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়। ইন্টারভিউ, ড্রাগ টেস্ট, এক্সপের্ট/ডিক্রাইন, ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্ঠান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help - Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160

148-45, Hillside Ave (2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or Bus Q40, Q43, Q44, Q20A, Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES



আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্রিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & \$1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday - Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সার্টিফিন ব্রুয়ার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস-সালাম ফার্মেসি



(সার্টিফিন ব্রুয়ার্ড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাইমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫



ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdous MD

Internal & Geriatric Medicine

হাটের ডাক্তার

Sudhesh Srivastava MD

Cardiologist

পায়ের ডাক্তার

Dr. M Nayeem

Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up

DMV/TLC, School Physical

Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine

Blood, Urine Test, EKG

Immigration Physical

Podiatric Surgery

COVID Test & COVID Vaccine

All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT

718-431-0009

Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ ও হত্যাকাণ্ড নিয়ে উদ্বেগ ইইউর

নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে সংঘটিত বেআইনি হত্যা ও ঘোষিত ‘শুট অন সাইট পলিসি’ বা দেখামাত্র গুলির যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে তাতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।

২৭ রাষ্ট্রের জোটের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) জোসেফ বোরেল বাংলাদেশে বিক্ষোভ দমনে সরকারি বাহিনীর মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগে নিন্দা জানান। তিনি বলেন, আমি আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের হত্যা, সহিংসতা, নির্বাতন, গণগ্রেপ্তার এবং সহায়-সম্পন্নভাবে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

ব্রাসেলসস্থ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর প্রচারিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়, গত ২৭শে জুলাই লাউসে আসিয়ানের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের ফাঁকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে ইইউ হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ জোসেফ বোরেল বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন।

বিবৃতি মতে, ইইউ’র পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্কের মৌলিক বিষয়গুলোর কথা স্মরণ করেছেন। তিনি খোলাসা করেই বলেছেন, এখানে যেসব বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে, বিশেষ করে প্রতিবাদকারী শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, শিশুসহ অন্যান্য যাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত বল প্রয়োগ এবং প্রাণঘাতী অস্ত্র প্রয়োগের অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়েছে, প্রতিটি ঘটনার পূ্জানুপূ্জ তদন্ত করে দায়ীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশে আন্দোলন দমনে হাজার হাজার লোকের বাহ্যবিচারহীন গ্রেপ্তারে উদ্বেগ প্রকাশ করে ইইউ প্রতিনিধি যেকোনো গ্রেপ্তার বা আটকে ‘যথাযথ প্রক্রিয়া’ অনুসরণের তাগিদ দেন।

আন্দোলনে না গিয়েও প্রাণ গেল সাদের

কোটা সংস্কার আন্দোলন

ঢাকা অফিস

কোটা সংস্কার আন্দোলনে সহিংসতায় নিহত মানিকগঞ্জের সিংগাইরের দুজনই নিরপরাধ ছিলেন বলে তাদের স্বজনেরা দাবি করেছেন। একজন কাজ শেষে ফেরার পথে, অন্যজন বাসার নিচে নেমে সংঘর্ষ দেখার সময় গুলিতে নিহত হন।

নিহত দুজন হলেন উপজেলার ধল্লা ইউনিয়নের ধল্লা খানপাড়া গ্রামের মো. বাহাদুর খানের ১৩ বছরের ছেলে মো. সাদ মাহমুদ খান ও তালেবপুর ইউনিয়নের ইসলামনগর গ্রামের শেখ বুদ্দের জামাতা মো. তুহিন আহমেদ (২৮)। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরের মো. সাইদুল ইসলামের ছেলে। তুহিন তাঁর স্বশ্রববাড়িতে বসবাস করতেন। পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন।

সাদ মাহমুদের বাবা বাহাদুর খান বলেন, ‘সাতার জানালে নূর দাখিল মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র সাদ মাহমুদ ২০ জুলাই বাসার ছাদে ফুফাতো ভাই মো. হাসিবুলের (১৩) সঙ্গে খেলা করছিল। সাতার নিউমার্কেটের দিকে হঠাৎ ধোঁয়া দেখতে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে দেখতে বাসার নিচে রাস্তায় নামে। এ সময় কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলাকালে সাদ মাহমুদের পায়ে গুলি লেগে ঘটনাস্থলেই পড়ে যায়। পথচারীরা হাসপাতালে নেওয়ার পথে রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়। এ মৃত্যুর জন্য পুলিশ প্রশাসনকে দায়ী করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিচারের দাবি করেন বাহাদুর খান।

সাদ মাহমুদের বোন তাসলিমা খানম নাজনীন বলেন, ‘সাদের বয়স কম। সে এই আন্দোলন কিছুই বোঝে না। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ধোঁয়া দেখে বাসার



সাদ মাহমুদ



তুহিন আহমেদ

নিচে নামার পরই তাকে গুলি করে পুলিশ। গুলি করার পর দৌড় না দিলে আবারও গুলি করা হবে বলে পুলিশ ঈশিয়ারি দেয়। এ সময় আরও একজনকে গুলি করা হয়। তাঁদের সাহায্য করতে এক রিকশাচালক এগিয়ে এলে তাঁকেও গুলিতে হত্যা করে পুলিশ। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের সূষ্ঠ বিচার চাই।’ ধল্লা ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মাত্রাসাছাত্র সাদ নিহতের ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, ‘এ রকম মৃত্যু কারও কাম্য না। এটা আসলেই দুঃখজনক। আমি তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।’

অন্যদিকে নিহত তুহিন আহমেদের স্ত্রীর চাচাতো ভাই মো. সূজন শেখ জানান, নারায়ণগঞ্জে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন তার চাচাতো বোনজামাই তুহিন আহমেদ। ১৮ জুলাই বিকেলে কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে চিটাগং রোড ডাচ-বাংলা ব্যাংকের কাছে পেটে গুলিবিদ্ধ হন তুহিন। তাকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে তাঁকে সিংগাইরে স্বশ্রববাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

তুহিনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ১৯ জুলাই সাতারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে অস্ত্রোপচার শেষে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৩ জুলাই তিনি মারা যান।

ছেলের গ্রেপ্তারের খবরে বাবার হাট অ্যাটাকে মৃত্যু

ঢাকা অফিস

কোটা সংস্কার সহিংসতার মামলায় লক্ষ্মীপুরে সাইফ মোহাম্মদ আলী নামের এক



মোহাম্মদ আলী

কলেজছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার গভীর রাতে হঠাৎ বাসায় পুলিশের অভিযান ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করার কিছুক্ষণ পরেই সাইফের বাবা হাট অ্যাটাকে মারা যান। মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম সামছুল আলম মামুন (৫২)। তাঁর বাসা লক্ষ্মীপুর পৌরসভার কালু হাজী সড়কে। গ্রেপ্তার সাইফ কফিল উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সাইফকে নাশকতা ও বিক্ষোভক আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে লক্ষ্মীপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু সুফিয়ান মো. নোমানের আদালতে হাজির করে পুলিশ। এ সময় সাইফের জামিন আবেদন করেন তাঁর পক্ষের আইনজীবীরা। আদালত উভয় পক্ষের শুনানি শেষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সৈয়দ মোহাম্মদ সামছুল আলমের জিম্মায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত জানাজায় অংশ নিতে জামিন দেন। পরে পুলিশ তাঁকে কারাগারে পাঠায়।

আসামি পক্ষের আইনজীবী মহসিন কবির মুরাদ বলেন, সাইফ মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল না। তাঁকে পুলিশের নাশকতা ও বিক্ষোভক আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। মামলা বা ওয়ারেন্ট ছাড়াই তাঁকে বাসা থেকে ধরে আনা হয়।

সাইফের মা তাহমিনা আক্তার নাসরিন বলেন, ‘সাইফ কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল না।



নাশকতাকারীদের গ্রামে গ্রামে খোঁজার ঘোষণা এমপি একরামুলের

ঢাকা ডেস্ক

ঢাকায় নাশকতা চালিয়ে গ্রামে গ্রামে ফেরা নাশকতাকারীদের খোঁজার ঘোষণা দিয়েছেন নোয়াখালী-৪ আসনের সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরী। রোববার বিকেলে নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে এক সমাবেশে এই ঘোষণা দেন তিনি।

এ সময় এমপি একরামুল করিম চৌধুরী বলেন, ‘কোটা সংস্কার আন্দোলনে ভর করে বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা তাণ্ডব চালিয়ে দেশকে ধ্বংস করে দেওয়ার যড়যন্ত্র মেতেছে। ফিলিস্তিনের হত্যাকাণ্ডের ছবি বাংলাদেশের বলে প্রচার করে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের ধ্বংসযজ্ঞ এবং মিথ্যা-গুজব প্রতিরোধে নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’

একইসঙ্গে জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিও ঐক্যের আহ্বান জানান একরামুল করিম চৌধুরী।

এমপি বলেন, ‘ছাত্রলীগ, যুবলীগ তোমরা শেখ হাসিনার সৈনিক। যারা ঢাকাতে মারামারি করে বাড়িতে আসছে, দয়া করে তাদের লিষ্টটা আমাকে দিবা,

নইলে ওসিকে দিবা। তারা (আন্দোলনকারীরা) ঢাকা শহরে ঘরে ঘরে গিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা এবং পুলিশকে খুঁজছে। আমরাও এখন গ্রামে গ্রামে তাদেরকেও খোঁজ করব।’

একরামুল করিম চৌধুরী বলেন, ‘আমি নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলব, আমি কিন্তু কাদের ভাইয়ের নির্দেশ আজকের প্রোগ্রাম এবং আগামী দিনগুলোতেও করব। আজকে ব্যানারে লেখা আছে, শান্তি ও ঐক্যের সমাবেশ। আমি কাউকে মাইনাস করে কাজ করতে চাই না, আমি ঐক্যের জন্য কাজ করতেছি। কে আসবে কে আসবে না, তা আমি জানি না, কিন্তু আমি আমার কর্মীদের পাশে আসব।’

এমপি একরামুল আরও বলেন, ‘যেহেতু পুলিশ ও আওয়ামী লীগকে একসাথে খোঁজা হইছে, তাই আজকে থেকে আপনারা শপথ নিন, আপনারা এবং আমরা একই কাতারে থাকব। আমরা প্রমাণ করব এই নোয়াখালী শহরে আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের লোক। আমাদের রক্তে মুজিবের কণিকা আছে।’

এ সময় এমপি সবাইকে নিয়ে স্লোগান দেন, ‘জয় বাংলার স্লোগান গর্জে ওঠো আরেকবার; ধর ধর শিবির।’



বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কলকাতার ছাত্রছাত্রীদের ‘সংহতি’ প্রকাশ

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশের কোটা সংস্কার নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও অনেকের মৃত্যুতে সমবায়ী কলকাতার পড়ুয়াদের একাংশও। গত এক সপ্তাহে কলকাতায় শিক্ষার্থীদের অন্তত চারটি মিছিল বেরিয়েছিল বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলি চালানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও নানা কর্মসূচি হয়েছে বলে জানা গেছে।

২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার চারটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন কলকাতায় একটি মিছিলও করেছিল বাংলাদেশের ছাত্রদের প্রতি সংহতি জানিয়ে।

মূলত বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো এ নিয়ে মুখ খুললেও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও প্রতিবেশী দেশের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। তবে বড় বামপন্থী পাণ্ডিগুলো এবং অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে না দিয়েছে কোনো বিবৃতি, না করেছে কোনো মিছিল।

কলকাতার ছাত্রছাত্রীরা বলছে তাদের ক্ষোভের কারণ মূলত দুটি। প্রথমত, বাংলাদেশের আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সময়মতো আলোচনায় কেন বসল না সেদেশের সরকার।

দ্বিতীয়ত, যে পদ্ধতিতে আন্দোলন দমন করা হয়েছে, বিভিন্ন ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা বাহিনী, সেনাবাহিনী প্রবেশ করেছে, তা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। ক্যাম্পাসে পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর প্রবেশ সবসময়ই কলকাতার ছাত্রছাত্রীদের কাছে অতি স্পর্শকাতর বিষয়। এর আগে, ২০১৪ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ প্রবেশ করে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক মারধর করলে তার প্রতিবাদে ‘হোক কলরব’ নামের আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের অন্যান্য

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তা নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল।

বাংলাদেশের ছাত্র-মৃত্যু এবং তাদের ওপরে সহিংসতার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার যে চারটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন কলকাতায় মিছিল করেছে, সেগুলোরই অন্যতম অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বা আইসা।

সংগঠনটির রাজ্য সভাপতি স্বতম মাজি বলছিলেন, “এ ধরনের মিছিলগুলো আমরা করছি, কারণ আমরা মনে করি যে কোনও দেশে, বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর কোথাও যদি একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপরে এইভাবে রাষ্ট্রীয় বাহিনী আগ্রাসন চালায়, আক্রমণ চালায়, একের পর এক ছাত্র-যুব শহীদ হচ্ছেন, সেখানে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য তাদের প্রতি সংহতি জানানো এবং একটা কর্মসূচি নেওয়া।”

তিনি বলছিলেন, “বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলন ঠিক কী ভুল, সেটা নিয়ে আমরা এখান থেকে মন্তব্য করতে পারি না। ছাত্রদের এ নিয়ে দাবি তো সেই ২০১৮ সাল থেকে। কোনও দাবি উঠলে যে কোনও গণতান্ত্রিক, নির্বাচিত সরকারের তো এটাই যে প্রথম কাজ তা নিয়ে সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করা। তা না করে রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে ছাত্রদের আন্দোলনটাকে চূপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলো।”

সিপিআইএম দলের ছাত্র সংগঠন এসএফআই কেন্দ্রীয়ভাবে আগেই একটি বিবৃতি জারি করে ‘বাংলাদেশের আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপরে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের’ বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

সংগঠনটির কলকাতা জেলা সভানেত্রী বর্ণনা মুখার্জী বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, “বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে ঠিক-ভুলের বিচার পরে হবে কিন্তু একটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপরে

হস্তক্ষেপ কেন করা হলো? গণ জমায়েত করে, নিজের মত প্রকাশ করে কোনো বিষয়ে তার ভাব প্রকাশ করা, এটার মধ্যে তো কোনো অন্যায় নেই! কর্তৃস্বর রোধ যেভাবে করা হয়েছে সেখানে, এসএফআই তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।”



মেডিকেল অফিস

We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্রেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432

৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি

Board Certified Internal Medicine & Women Health Expert

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি

Board Certified Geriatrics & Internal Medicine

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি

আমাদের সেবা সমূহ:

- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টেরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

আমাদের সেবা সমূহ:

- PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
- হৃদযন্ত্রের সঞ্চালনের শারীরিক চেকআপ, রক্তচাপ, ইকজি, প্রোস্টেট টেস্ট
- বক্স ট্রেন্স, টিউব এবং যন্ত্র যন্ত্রীদের টিউব সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বাস্তবতা থেকে দূরে

ইকোনোমিস্টের বিশ্লেষণ

ঢাকা অফিস

চলতি মাসে বাংলাদেশে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে নজিরবিহীন ঘটনা। সরকারি চাকরিতে কোটার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে নামার জেরে এর সূত্রপাত হয়। তারা পুলিশ এবং ক্ষমতাসিন দলের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং রাজধানী ঢাকার রাস্তার নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়। তারা রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারকারী বিটিভি (বাংলাদেশ টেলিভিশন) -তেও হামলা করে, যখন সহিংসতা দেশের ৬৪টি জেলায় প্রায় অর্ধেক জায়গাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। জবাবে সরকার সশস্ত্র সৈন্য পাঠায় এবং ২০ জুলাই থেকে দেখামাত্রই গুলি করার নির্দেশের পাশাপাশি দেশব্যাপী কারফিউ জারি করে।

২৩ জুলাই আংশিক পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবাগুলোও বন্ধ করে দেয় সরকার। বিশ্ব থেকে দেশের ১৭১ মিলিয়ন মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ততক্ষণে সরকারের কর্তার পদক্ষেপগুলো ঢাকার বিক্ষোভকে অনেকটাই শান্ত করে এনেছে। প্রতিদিন দুই ঘণ্টার জন্য সাধারণ মানুষকে বাইরে বেরোনোর ছাড়পত্র দেয়া হয়েছিল প্রয়োজনীয় কাজ সারার জন্য। তবুও গত কয়েকদিনে প্রায় ২০০ জন বিক্ষোভকারী এবং তাদের সমর্থনকারী নিহত হয়েছে (সম্ভবত আরও বেশি) এবং হাজার হাজার আহত হয়েছে, হিসাবটা হয়তো এমন যা সামনে আনার মানসিকতা শেখ হাসিনার নেই।

১৫ বছরের নিরবচ্ছিন্ন শাসনের মধ্যে এটি তার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। সাম্প্রতিক দিনের সহিংসতার জন্য কর্তৃপক্ষ কমপক্ষে ৬১,০০০ জনকে অভিযুক্ত করেছে, যার মধ্যে অনেকেই বিরোধী দলের। যাদের শেখ হাসিনা সর্বদা দেশে যা কিছু ঘটে তার জন্য দায়ী করে এসেছেন। এমনকি আন্দোলনের উপর এই ক্র্যাকডাউন অর্থনীতিকে হুমকির মুখে ফেলেও, প্রধানমন্ত্রী বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত ‘অপরোধীদের’ বিরুদ্ধে কঠোরভাবে প্রতিশোধের আহ্বান জানিয়েছেন। সম্ভবতের মধ্যে তার প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং আপসহীন



প্রতিক্রিয়া জনগণের মধ্যে ভুল ধারণার জন্ম দেয়। ক্ষমতার উপর তার দখল নিয়ে প্রশ্নের উত্থ্রেক করে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগটি প্রথম সামনে আসে জুন মাসে, যখন হাইকোর্ট ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে লড়াই করা মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য সরকারি চাকরির ৩০% আলাদা করে রেখে দীর্ঘদিনের কোটা ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করতে সরকারকে নির্দেশ দেয়।

একবার বিবেচনা করুন যে, ক্ষমতাসিন দল আওয়ামী লীগের (আ.লীগ) শিকড় স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে প্রোথিত এবং শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (যিনি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার আগ পর্যন্ত নতুন দেশের নেতা ছিলেন) কন্যা হওয়ার জন্য অনেক কিছুই করেছেন।

এর অর্থ হলো কোটা আওয়ামী লীগের সদস্যদের সুবিধার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। যেখানে দুই-পঞ্চমাংশ তরুণ বাংলাদেশিদের নিয়মিত কর্মসংস্থান নেই, সেখানে এই কোটা ব্যবস্থা তাদের মায়াতে আঘাত করে। প্রায় ৪ লাখ

ম্নাতকদের ইতিমধ্যেই একটি অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের বাজারে মাত্র ৩০০০ সরকারি চাকরির জন্য প্রতি বছর প্রতিযোগিতা করতে হয়। অন্ততপক্ষে সরকার একটা ভালো কাজ করেছিল যে, তাড়াছড়ো করে দেশের শীর্ষ আদালতকে নিম্ন আদালতের রায়কে বাতিল করতে বলা। ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট কোটা কমিয়ে ৫% করেছে। তবে কোটা পদ্ধতির চেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ অনেক বেশি। একজন শিক্ষিত তরুণ বাংলাদেশির জন্য প্রায় প্রতিটি চাকরির সুযোগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে পুলিশ সদস্য থেকে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং পর্যন্ত, আওয়ামী লীগের মাধ্যমে চলে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং রাজপথে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ একটি পেটোয়া বাহিনী হিসেবে কাজ করছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে ম্নাতকদের কক্ষ বিতরণও তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। অনেকেই এই সংগঠনকে ভেঙে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু সেটি কখনো হবার নয়।

শেখ হাসিনার শাসনের স্থায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা নেই। বিগত ১৫ বছরে তিনি বড় ধরনের

অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছেন, কিন্তু একইসঙ্গে নির্বাচনে কারচুপি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুণ্ণ করা এবং আওয়ামী লীগ ও এর ব্যবসায়িক বন্ধুদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতির সভাপতিত্ব করার অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। এখন যারা তার শাসনের সমালোচনা করে তাদের প্রতি হাসিনার প্রতিক্রিয়া হলো, তাদের ‘রাজাকার’ হিসেবে অভিযুক্ত করা - ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সহযোগী। এটাই বোঝায় যে, ৭৬ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী বাস্তবতা থেকে কতটা দূরে রয়েছেন। এমনকি মিত্ররাও গোপনে স্বীকার করেছেন যে, তিনি ভুল করছেন। তারপরও কোনো মন্ত্রী তার মুখের ওপর কথা বলার সাহস পান না। এর অর্থ হলো ক্ষমতাসিন দলের অবক্ষয় টিয়ার গ্যাসের দুর্গন্ধের মতো তীব্র হচ্ছে। আ.লীগ আপাতত টিকে থাকবে, এমনকি সরকার-সংশ্লিষ্ট সহিংসতার রিপোর্ট বাড়ার পরেও। দলের একজন অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি বলেছেন, আ.লীগ ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ দেশের সেবা করা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছে। আর তাই আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনার জন্য সংকটের দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি বিপর্যয়কর প্রমাণিত হতে পারে।

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের পাশে দুই মার্কিন সিনেটর

কোটা সংস্কার আন্দোলন

নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশে চলমান ছাত্র বিক্ষোভে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ ও সহিংসতার জন্য আইন শৃংখলা বাহিনীর প্রতি নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দুই সিনেটর বেন কার্ডিন ও কোরি বুকার। বেন কার্ডিন বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান।

বিবৃতিতে তারা বলেন, এই ভয়ঙ্কর কাজে জড়িতদের মধ্যে এমন একটি আধাসামরিক বাহিনীর ইউনিট রয়েছে যার সদস্যরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য ইতিমধ্যেই মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে দেশে অর্থনৈতিক সুযোগের অভাবের প্রতিবাদে এবং বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মুক্তিযোদ্ধাদের বংশধরদের জন্য সংরক্ষিত সরকারি চাকরিতে সরকারের অসম কোটা ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে

হাজার হাজার শিক্ষার্থী রাস্তায় নেমেছে। বিক্ষোভকারীদের ন্যায্য অভিযোগে সাড়া দেবার পরিবর্তে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নসহ (র‍্যাব) বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনী নৃশংস বল প্রয়োগ করে শত শত বিক্ষোভকারীকে হত্যা করে এবং আরও হাজার হাজারকে গ্রেপ্তার ও আহত করে। শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ ও প্রতিবাদ করার অধিকার গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম ভিত্তি। আমরা নিরাপত্তা বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে অবিলম্বে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করার পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের অধিকারকে সম্মান এবং তাদের অভিযোগের সমাধান করার জন্য বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সাহসী ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়িয়েছে যারা তাদের মর্যাদার জন্য এবং একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম করছে। আমরা বাংলাদেশে মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলতে থাকব এবং এই ধরনের অপব্যবহারের সাথে জড়িতদের জবাবদিহি চাই।

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন (শাহীন-মইনুল) অব আমেরিকা’র সদস্য সংখ্যা ৩০৪৩

উত্তর আমেরিকা অফিস



৩০৪৩ জন শাহীন কামালী ও মইনুল ইসলামের

নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র সদস্য হয়েছেন। তাদের মধ্যে সাধারণ সদস্য ২ হাজার ৫৯০ জন এবং আজীবন সদস্য ৪৫৩ জন। জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র ১৪ জুলাই রোববার সংগ্রহ কার্যক্রম শেষ হয়।

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম জানান, সংগঠনের নিবারণ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সিলেট বিভাগবাসীকে সাধারণ সদস্য ও ভোটার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। ১৪ জুলাই রোববার পর্যন্ত জনপ্রতি ১৫ ডলার ফি দিয়ে ২ হাজার ৫৯০ জন সাধারণ ভোটার

হয়েছেন। এছাড়া আগে ও পরে মিলিয়ে ৪৫৩ জন আজীবন সদস্য হয়েছেন। ভবিষ্যতে সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম জোরদার করা হবে বলে জানান মইনুল ইসলাম।

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ ময়নুজ্জামান চৌধুরী জানান, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তরের পর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আগামী আগস্টে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

উল্লেখ্য, শাহীন কামালী ও মইনুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশনের কর্মকর্তারা হলেন-প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ কাইয়ুম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান সাবু, সৈয়দ শওকত আলী এবং প্রফেসর আমিনুল হক চুন্নু।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইল্যান্ট সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাব্দিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫, ৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

রূপসী চাঁদপুরের জমজমাট বনভোজন

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্কের বার্ষিক বনভোজন গত ২৮ জুলাই রোববার অনুষ্ঠিত হয় লং আইল্যান্ডের বেথপেজ স্টেট পার্কে। জমজমাট এই আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যান্ডিভিস্ট আক্তার হোসেন বাদল।

উপস্থিত ছিলেন রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা সারা বাংলাদেশের গৌরব চাঁদপুরের কৃতি সন্তান, কানেকটিকাট রাজ্যের সিনেটর মো. মাসুদুর রহমান, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ- সাবেক বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি নাগিস আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী, সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মোরশেদ আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মনিরুজ্জামান মজুমদার, মোহাম্মদ আলম, নূর আলী স্বপন, জসিম রাসেল, মোহাম্মদ ফারুক ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মনির হোসেন, সাবেক সভাপতি মামুন মিয়াজী, বারী হোম কেয়ারের মুনমুন হাসিনা বারী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সৈয়দা নিলুফার ইয়াসমিন মিতু, গ্রাফিক্স ডিজাইনের সিইও মনিরুল ইসলাম, স্বামী সদস্য মো. জামান, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান প্রমুখ।

বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাবেক সেক্রেটারি ও আসম নির্বাচনে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, বর্তমান কর্মকর্তা এবং আসম নির্বাচনের দুটি প্যানেলের

সভাপতি প্রার্থী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা তোফায়েল আহমেদ, মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, হোসেন মেডিকেলের কর্ণধার ডাক্তার মো. হোসেন, নবাম রেস্তোরাঁয়ের স্বত্বাধিকারী শিমুল, আরিফ হোসাইন, খামার বাড়ির কামরুজ্জামান কামরুল, আব্দুর রহমান বিশ্বাস, বারী হোম কেয়ারের কর্ণধার আসিফ বারী টুটুল, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ডাক্তার এনাযুল হক, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউনুস সরকার, সেক্রেটারি মো. এ সিদ্দিক পাটোয়ারী, সদস্য ইসমাইলসহ কার্যকরী কমিটির অধিকাংশ সদস্য, কুমিল্লা সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, কুমিল্লা সোসাইটি ইউএসএ ইনকের সেক্রেটারি তাসলিমা বেগম, মতলব সমিতির প্রতিষ্ঠাতা রতন, সভাপতি সেক্রেটারি-সহ কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ, উল্লাপাড়া সমিতির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার শামসুল ইসলাম, সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার শফিউল আলম ও সদস্য জহিরুল ইসলাম, শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, নরসিংদী সোসাইটির মুরাদ হোসাইন, কমিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বনভোজনে সহযোগিতায় ছিলেন- এমরেন হেলথ ইন্সুরেন্স, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক, হোসেন মেডিকেল কেয়ার- মোঃ হোসেন, খাবার বাড়ি, মো. কামরুজ্জামান কামরুল এবং আব্দুর রহমান বিশ্বাস, ব্রহ্মস

অটো রিয়ার ইনকের জুয়েল, আলমগীর হোসাইন, (বিশিষ্ট ব্যবসায়ী), ফরহাদ হোসাইন (বিশিষ্ট ব্যবসায়ী), ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক (বিশিষ্ট ব্যবসায়ী), শাহ জে. চৌধুরী (সিইও শাহ গ্রুপ), আবুল কাশেম (ক্রেডিট রিপেয়ার), ফাহাদ সোলাইমান (কমিউনিটি অ্যান্ডিভিস্ট), কুমিল্লা সোসাইটি ইউএসএ ইনক, মুরাদ হোসাইন (আন্তর্জাতিক সম্পাদক নরসিংদী জেলা সমিতি), গ্লোবার ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল (বিশিষ্ট উদ্ভিদ), মজিবুল আলম (মানন হালাল সুপার মার্কেট)।

রাফেল ড্র সহযোগিতায়- বারী হোম কেয়ার (আসিফ বাড়ি টুটুল ও মুনমুন হাসিনা বারী) (১০০০ ডলার), নবাম রেস্তোরাঁ (স্বর্ণের চেইন), মহিউদ্দিন দেওয়ান সিনিয়র সহ-সভাপতি বাংলাদেশ সোসাইটি (ল্যাপটপ), ওয়াশিম হোসাইন সেকত হোসাইন (ল্যাপটপ), মোঃ মাহাবুবুর রহমান, সহ-সভাপতি রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক (অ্যাপল আইপ্যাড), মোঃ রেজাউর রহমান রাজু, সহ-সভাপতি রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক (অ্যাপল আইপ্যাড), আব্দুস সামাদ টিটু, অন্যতম সদস্য, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক (আইপ্যাড), কাজী তোফায়েল ইসলাম এন্ড মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া (ল্যাপটপ), প্রবাসী মতলব সমিতি (ল্যাপটপ), মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ সোসাইটি (অ্যাপল আইপ্যাড), ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক (৬৫ ইঞ্চি টিভি), ইউএসএ

বাংলাদেশ ফ্রেন্ড সোসাইটি (৬৫ ইঞ্চি টিভি), শামসুন্নাহার নাহার নিম্মী, ফাতেমা ইন্সুরেন্স (আইপ্যাড), First Aid Home care (আইপ্যাড), বিসমিল্লাহ লাইভ পোল্ডি (গিফট কার্ড), আশরাফুল আলম (ল্যাপটপ), ফারজানা আহমেদ সোনিয়া, লাইফ মেম্বর (ডিনার সেট), রহমানিয়া ট্রাভেলস (ডিনার সেট), মোঃ মোবারক হোসাইন, সহ-সভাপতি (মাইক্রোওভেন), ইত্যাদি গ্রোসারি, জ্যাকসন হাইটস (টাওয়ার ফ্যান)।

সবশেষে সভাপতি মু. ফখরুল ইসলাম মাছুম উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বনভোজন আয়োজনে যারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করে বলেন, কমিউনিটিকে একতাবদ্ধ করার জন্য একেবারে কোন বিকল্প নাই। একেবারে ভিত্তিতে কাজ করলে যে কোন কিছু করা সম্ভব। আমাদের মাঝে কোন দ্বিধা-বিভক্তি নেই। আমাদের চাঁদপুরবাসীর একান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা সংগঠনকে শক্তভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। সাধারণ সম্পাদক নূর আলম মনির বলেন, আমরা প্রতিবছরই বড় ধরনের বনভোজন করে থাকি। এবারও আমরা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পেরে সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আগামীতে যেন আরো সুন্দরভাবে কমিউনিটির সেবা করতে পারি সেজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।



সেই ‘জ্যোতিষী’ অ্যামি ট্রিপ আমেরিকার ‘পরবর্তী প্রেসিডেন্টের’ নাম জানালেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেন আর লড়াই না বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি, সে কথা ফলেও গেছে অক্ষরে অক্ষরে। ‘ইন্টারনেটে ইতিহাসের কুখ্যাত এই জ্যোতিষী’ এবার নতুন ভবিষ্যদ্বাণী করলেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হতে পারেন তা নিয়ে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম বলেছেন তিনি।

গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর গণনার ভিত্তিতে ৪০ বছর বয়সী অ্যামি ট্রিপ এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বলে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের ২৭ জুলাই শনিবারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

অ্যামি বলেছেন, ‘ট্রাম্প এখন সাফল্যের চূড়ায় আছেন। যেহেতু এ মাসেই তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে, তাই তার জন্য আরও চরম কিছু আসতে পারে। তার ক্যারিয়ার এবং লক্ষ্য নিয়ে কিছু বলা যায় না।’ ঠিক কতদিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নির্বাচন থেকে



সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেবেন, তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন অ্যামি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ গত ১১ জুলাই তিনি বলেছিলেন, বাইডেন নির্বাচন থেকে সরার ঘোষণা দেবেন। তখন এক এক্স ব্যবহারকারী কमेंটে জানতে চান, ঠিক

কত তারিখে? অ্যামি লেখেন, ‘১১ জুলাই’।

ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়াই না বলেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন জ্যোতিষী অ্যামি। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ‘বাইডেনের বয়স অনেক।’ নিউ ইয়র্ক পোস্টকে অ্যামি বলেন, নিকট ভবিষ্যতে বাইডেনকে কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তার স্বাস্থ্য আরও খারাপের দিকে যাবে ক্রমেই।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আগস্ট মাস একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাস মন্তব্য করে তিনি বলেন, এ মাসে দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দিতে পারে।

গত ১১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রটিক পার্টির প্রার্থী হচ্ছেন না বলে ঘোষণা দেন জো বাইডেন। ওইদিন এক্সে পোস্টে এর পাশাপাশি তিনি নতুন প্রার্থী হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের প্রতি নিজের সমর্থন জানান। এখন দলীয় সিদ্ধান্ত একই হলে আগামী ৫ নভেম্বরে অনুষ্ঠে নির্বাচনে লড়াই না করে হ্যারিস।

৩৩০ ডলারের এককালীন চেক পাবে ১৭ বছরের মধ্যে থাকা শিশু-কিশোররা

এইচ বি রিতা

সামনের সপ্তাহ থেকে নিউইয়র্ক স্টেটের এক মিলিয়নেরও বেশি পরিবারকে প্রতি সপ্তাহের জন্য ৩৩০ ডলারের একটি সাপ্লিমেন্টাল চেক দেয়া হবে। ৩০ জুন, মঙ্গলবার গভর্নর ক্যাথি হোকুল এ ঘোষণা করেছেন। ১৭ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের যে কেউ নির্দিষ্ট আয়ের সীমার মধ্যে এই ক্রেডিট পাওয়ার জন্য যোগ্য। ট্যাক্স বিভাগ আগস্টের প্রথম সপ্তাহে মেইলিং চেক শুরু করবে।

এই এককালীন চেকটি পাওয়ার জন্য যোগ্য ট্যাক্সপেয়ারদের কিছু করার দরকার নেই। যে পরিবারগুলি ২০২৩ এর ট্যাক্সের জন্য ‘এস্পায়ার স্টেট চাইল্ড ক্রেডিট প্রোগ্রাম’ এর অধীনে ১০০ ডলার পেতে যোগ্য ছিলেন বা পেয়েছেন, তাদেরকে এককালীন এই চেক অটোম্যাটিকলি মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে।

এস্টোরিয়া পার্কে আটাবের বনভোজন অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

উৎসব মুখর পরিবেশে কুইন্সের এস্টোরিয়া পার্কে ২৮ জুলাই রোববার আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আটাব) বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সংগঠনের ৩৩টি ট্রাভেল এজেন্ট প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অংশ নেন। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাহমানিয়া ট্রাভেলস এর মোহাম্মদ কে রহমানকে আহবায়ক, নাবিলা এয়ার ট্রাভেলের মোহাম্মদ আজাদ কালাম কো-কনভেনর, ওয়ার্ল্ড টুরস এন্ড ট্রাভেলের শামসুদ্দিন বশীরকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তাদের সাথে সমন্বয়ে ছিলেন আটাবের সভাপতি, কর্ণফুলি ট্রাভেল এর কর্ণধার মোহাম্মদ সেলিম হারুন ও সাধারণ সম্পাদক, স্কাইল্যান্ড ট্রাভেল এর মাসুদ মোরশেদ।

বনভোজনে অংশগ্রহণকারি উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন বাংলা

ট্রাভেলস এর বেলায়েত হোসেন বেলাল, মেঘনা ট্রাভেলস এর মোহাম্মদ রহমান, জাম্বো ট্রাভেলস এর আলী আহমেদ চৌধুরী, ভয়োজান্ট এর বরকত আলী, এস্টোরিয়া ট্রাভেলস এর নজরুল ইসলাম, অ্যাংকর ট্রাভেল এর এএসএম উদ্দীন পিন্টু, সানম্যান এক্সপ্রেস মানিট্রান্সফারের মাসুদ রানা তপন, জমজম ট্রাভেলসের তৌহিদ মাহবুব মুন্না, এয়ার এক্সপ্রেস এর মোহাম্মদ জামান রঞ্জু ও আব্দুল খালেক।

বনভোজনের প্রধান আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশ কিংবা ইন্ডিয়া যাতায়াতের বিমান টিকেট। টিকেট ২টি স্পন্সর করেছিল এয়ার ইন্ডিয়া। আর লটারীতে তা জিতে নিয়েছেন এসএস বোকারেজ এর শ্যামল।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় এবং দেশে শান্তি বজায় থাকুক এই কামনা করা হয়।

Foot Specialist ALAM PODIATRY

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES

Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toenails
Fracture Management

Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Available

We Accept all Major insurance Plan

Dr. Sadi Alam, DPM

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com

Accepting New Patients

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL

আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।

- সুন্দর ও মানোন্নয়ন পরিবেশ।
- সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরি হালকা খাবার পরিবেশনা।
- ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।

**INDOOR & OUTDOOR
CATERING AVAILABLE**

**বুকিং ও বিস্তারিত জানতে
যোগাযোগ করুন**

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880



A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005



EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu



Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:



Certified Training Institute by:



If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবী দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.



SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে



পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসেস সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- প্রাইভেট ইনজুরি
- এম্বুলেন্সের একসিডেন্ট
- ভুল দায়াবিগিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ষিক ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- নিম্নলিখিত পড়ে গেলে
- লেভে পয়জনিং
- ভুল কামড়ালে
- জাহাজের ভুল ডিক্টিয়া

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সত্যতা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে ব্যয়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperetzlaw.com



Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

\$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা স্বশুভ-স্বাস্থ্য, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও / ৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162



বারী সুপার মার্কেট

WE CARE FOR YOUR NEEDS



বারী হোম কেয়ার

Your Health Our Care



পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে




BARI SUPERMARKET

WE ACCEPT EBT

আমরা ইথিটি ও ফুড ট্যাম গ্রহণ করি



Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিসিপি একটি নতুন সেবায় এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেলিড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনার সেবায়।

হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না।

কোয়ার্টারের অবকাশ ও অনুস্থতার জন্য শেইড লিভ পেয়ে থাকেন।

আমরা মেডিকেলিড/প্রাণ/ফুড স্টাম্পন নতুন করে অবেসন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581








Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th Fl.
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave.
2nd Fl.
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33-101 Ave.
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd Fl, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Brooklyn Office:
509 McDonald Ave.
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor.
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Buffalo Office:
59 Walden Ave.
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

Email: info@barihomecare.com Web: www.barihomecare.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরনের ইমিগ্রেশন সমস্যা

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে স্টেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্সুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল



KHAIRUL BASHAR, MBA, LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529




#KhairulBasharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়ল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট



Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748





- ✓ প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- ✓ পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ✓ ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- ✓ শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

MUNA CONVENTION

AUGUST 9TH - 11TH, 2024

ISLAM

PEACE & JUSTICE FOR HUMANITY

Join us this Summer

with families & friends

25,000+ Attendees from across the country

40+ World-Renowned Scholars

SCAN ME TO REGISTER

INQUIRIES? EMAIL US
CON.INFO@MUNA.US

DR. YASIR QADHI

DR. OMAR SULEIMAN

IMAM SIRAJ WAHHAJ

HARUN O RASHID

SHAUN KING

SHAYKH ABDUL NASIR JANGDA

DR. ABUL KALAM AZAD BASHAR

MUFTI HUSSAIN KAMANI

USTADHA TAIMIYYAH ZUBAIR

DR. ALTAH HUSAIN

CONVENTION HIGHLIGHTS

Separate Youth Conferences

Children's Learn & Fun

Lecture Series

Parallel Sessions

Young Sisters Programs

Separate women's cultural event

Sisters Programs

Matrimonial Services

Health Clinic

Cultural Events

Bazaar and Expo

Halal Food Counter

Discounted Hotels

PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER

119 North Broad Street, Philadelphia, PA 19107

FOR BAZAAR BOOKING

MUNACONVENTION.COM

BAZAAR@MUNA.US

+1 (888) 824-MUNA



জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক্ Jalalabad Association of America, Inc.

নির্বাচন কমিশন ২০২৪ কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনী তফসিল

১। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক্ এর আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে নিম্নলিখিত পদসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি পদের জন্য প্রয়োজ্য মনোনয়ন ফি পদসমূহের পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে পদস্থ হলো:

নং	পদের নাম	সংখ্যা	ধার্যকৃত মনোনয়ন ফি (জন প্রতি)
০১.	সভাপতি	১ জন	১০০০ ডলার
০২.	সহ সভাপতি (প্রত্যেক জেলা থেকে ১জন করে) সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ	৪ জন	৮০০ ডলার (প্রতি সদস্য)
০৩.	সাধারণ সম্পাদক	১ জন	৮০০ ডলার
০৪.	সহ-সাধারণ সম্পাদক	১ জন	৭০০ ডলার
০৫.	কোষাধ্যক্ষ	১ জন	৭০০ ডলার
০৬.	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
০৭.	সাদস্যিক সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
০৮.	প্রচার সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
০৯.	দপ্তর সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
১০.	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
১১.	ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
১২.	আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
১৩.	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
১৪.	মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
১৫.	কার্যকরী সদস্য (প্রত্যেক জেলা থেকে ২ জন করে) সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ	৮ জন	৩০০ ডলার (প্রতি সদস্য)

* উল্লেখ্য যে, মনোনয়ন পত্রের সাথে উপরোক্ত মনোনয়ন ফি নির্বাচন কমিশনের নিকট নগদ জমা দেতে হবে- যাচা সর্ববছর অফেরতযোগ্য।

- ২। যুক্তরাষ্ট্র বসবাসরত জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক্-এর তালিকাভুক্ত সদস্যগণ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া ও ভোট দিতে পারবেন। এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে যুক্তরাষ্ট্রের (৭৫৩৬২২২ অক্ষুণ্ণ-৬, হায়া-১২) বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। এসব প্রার্থীদেরকে বৈধ ও স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণ নির্বাচন কমিশনের কাছে অবশ্যই মনোনয়ন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে। অন্যথায় পদে এসোসিয়েশনের তালিকাভুক্ত যে কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
- ৩। নির্বাচনে যে কোন সদস্য একত্রিত পদে মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে পারবেন, তবে একত্রিত পদে প্রতিযোগিতা করতে পারবেন না। নির্বাচিত লক্ষ্যের মধ্যে একত্রিত অধিক মনোনয়ন পত্রওপি প্রত্যাখ্যাত না করলে দাখিলকৃত সকল মনোনয়ন পত্র স্বত্বাধীন বলে গণ্য হবে।
- ৪। প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থনকারীদেরকে অবশ্যই এসোসিয়েশনের বৈধ সদস্য হতে হবে।
- ৫। প্রত্যেক প্রার্থী নিজে অথবা প্রতিনিমি মারফত ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো (ফটোর পেছনে স্পষ্টভাবে নাম লিখতে হবে) ও মনোনয়নপত্র স্পষ্টভাবে ভোটার ভূমিকার নাম ও নম্বর অনুযায়ী পূরণ করে জমা দিতে পারবেন। প্রার্থী, প্রার্থীর প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী দ্বারা নিজে নিজে মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের দিন উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে কক্ষের দরজা থেকে সশ্রদ্ধ হলে কিংবা আপত্তি উপস্থিত হলে, এই ব্যক্তি উপস্থিত ভবিষ্যৎ পরিচালনা সহস্রকে কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে দরজাখোলা সত্তা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় প্রার্থীর মনোনয়নপত্র স্বত্বাধীন বলিয়া গণ্য হবে।
- ৬। প্রার্থীকে শুধু নির্বাচন কমিশনের সীলমোহরকৃত মনোনয়ন পত্র দ্বারা অগ্রহণ করতে হবে।
- ৭। নির্বাচন কেন্দ্রে ১০০ ঘণ্টার মধ্যে কোন প্রকার প্রচার পোস্টার লাগানো বা লিফলেট বিতরণ করা যাবে না। নির্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রকার মাইক, রেডিও অথবা শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নির্বাচন কেন্দ্রে সংগঠিত চারদিনের মতনাতকাল নির্বাচন কেন্দ্রে হিঙ্গায়ে গণ্য করা হবে।
- ৮। প্রত্যেক প্রার্থী ভোট কেন্দ্রে পালকভাবে একজন করে একজন বিয়োগ করতে পারবেন, তবে দুই জনের বেশী একজন মনোনীত করিতে পারবেন না। নির্বাচনের ৩ দিন পূর্বে বিকাল ৫টা পূর্বে প্রত্যেক প্রার্থী তাঁর একজনগণের দুই কপি কর পাসপোর্ট সাইজ ফটো সহ বিয়োগপত্র দাখিল করায় নির্বাচন কমিশনের নিকট জমা দিতে হবে। অথবা ৩ স্থল নির্বাচনের পূর্বে
- ৯। ভোট প্রদানকালে ভোটারকে পরিচালনা কেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না। প্রার্থীকে নাইসেন্স, স্টেট আইডি, পাসপোর্ট (বাল্যবয়স/আমেরিকান), গ্রিনকার্ড, ওয়ার্ড অথরাইজেশন কার্ড ইত্যাদির যে কোন একটি নির্বাচন কমিশনের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। উল্লিখিত পরিচালনাভূতপত্রের যে কোন একটি হারা কোন অবস্থাতেই ভোট ভেটি প্রদান করতে পারবেন না।
- ১০। স্বত্বাধীন কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোটার তালিকার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে কোন আপত্তি করা যাবে না।
- ১১। ভোটার ভোট: যদি কোন কারণে কোন ভোটারের ভোট প্রদান করা হয়নি তবে বসিয়া প্রত্যাখ্যাত হয় এবং পরবর্তীতে মূল ভোটার তালিকা ভাঙা ভোট অনুসন্ধান করেন, তবে এই ভোটারের কাগজ পর যাচাই বাছাই করিয়া সঠিক প্রদান হইলে তাহাকে ভোট সেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইবে। তাহান এই ভোট টেকার ভোট হিসেবে গণ্য করা হইবে। প্রতিবন্ধী নই বা তরোদিক প্রার্থীর প্রাচ ভোট সংখ্যা সনান হইলে সে কেন্দ্রে টেকার ভোট দ্বারা ফলাফল নির্ধারণ করা হইবে।
- ১২। ভোট দানে অকাল বা নিজস্ব স্বাক্ষর কেন্দ্রে সাহায্য করা বা ভোটারের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগ্ন, ভাই-বোন এই মণ্ডলের নিম্নতম আত্মীয়ের মধ্যে ভোটার যে কোন একজনকে মনোনীত করতে পারবেন। মনোনীত ব্যক্তি ভোট দানের ভোট ও যাতে সাহায্য করতে হবে, এই দুই ভোট প্রতিটি অব কাউকে সাহায্য করতে পারবেন না।
- ১৩। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে বেসরকারীভাবে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযোগের পত্র উপস্থাপন করা যাবে। নির্বাচন কমিশনের নিকট দুই হাজার (২০০০) ডলার প্রদান সহ অগ্রহণ করতে হবে। অভিযোগ প্রাপ্তির পর কমিশনের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রদানকৃত দুই হাজার (২০০০) ডলার ফেরত প্রদান করা হবে। অন্যথায় তা ফেরত দেওয়া হবে না।
- ১৪। নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট ভোটারের অতিরিক্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলে মূল নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কমিশন স্থায়ী আইনকর্তাকারী সংস্থার আশ্রয় নিতে পারবে।
- ১৫। প্রতিবন্ধী নই বা তরোদিক প্রার্থীর প্রাচ ভোটের সংখ্যা সনান হলে সে কেন্দ্রে ভোটারের মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে।
- ১৬। মনোনয়ন পত্রের নির্বাচনী বিধিমালা লম্বিত প্যাকেজ ১০০ ডলার (অফেরতযোগ্য) নগদ প্রদান করে প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশনের নিকট থেকে আর্থারী ৩১ জুলাই - ২ আগষ্ট বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারবেন। SNS Accounting (35-42 31st Astoria, NY 11106)
- ১৭। নির্বাচনে অংশগ্রহণ ইচ্ছুক প্রার্থীগণ আগামী ৮-৪-২০২৪ তারিখ নিজ নিজ মনোনয়নপত্র সঠিকভাবে পূরণ করে নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্বাচিত লখন কিসে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে পারবেন। (স্থান ও ঠিকানা: জালালাবাদ ভবন - 36-07 31st Astoria, NY 11106) উল্লেখ্য যে, মনোনয়ন পত্র কোন স্থল ভোটার তালিকার দিশিষ্ট নাম, ঠিকানা ও জন্ম তারিখ অথবা অসম্পূর্ণ হইলে স্বত্বাধীন বলে গণ্য করা হবে। নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যাচাই সম্পন্ন করে গৃহীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করবেন।
- ১৮। প্রার্থীগণ আগামী ৮/৬/২০২৪, বুধবার সন্ধ্যায় উপস্থিত থেকে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে তাদের নিজ নিজ প্রার্থীতা প্রত্যাখ্যাত করতে পারবেন। (স্থান ও ঠিকানা: জালালাবাদ ভবন - 36-07 31st Astoria, NY 11106)

আগামী ২৬ আগস্ট ২০২৪, রবিবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সময়: সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা

ভোট কেন্দ্রসমূহ

- ১) জালালাবাদ ভবন - 36-07 31st Astoria, NY 11106
- ২) আশুতোষ সেণ্টার - 74-02 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11416
- ৩) মাদ্রাসা টিউটোরিয়াল - 1504 Olmstead Ave, Bronx, NY 10462

মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার

মো: আজিজুর রহমান
নির্বাচন কমিশনার

মো: আনিবুল হক চুন্নু
নির্বাচন কমিশনার

মোবাহির হোসেন চৌধুরী
নির্বাচন কমিশনার

সৈয়দ শওকত আলী
নির্বাচন কমিশনার

জ্যামাইকার আল মাদিনা

হালাল লাইভ পোল্টিতে

বিশাল
মূল্যছাড়!



বড় সাদা চিকেনের
দাম \$১.৩৫/এলবি

Halal Live Chicken

যে কোন ধরনের

১০ টি চিকেন কিনলে ৫ টি ফ্রি!

Buy 10 Chicken get 5 Free

৫ টি চিকেন কিনলে ২ টি ফ্রি!

Buy 5 Chicken get 2 Free

৩ টি চিকেন কিনলে ১ টি ফ্রি!

Buy 3 Chicken get 1 Free

যেকোন চিকেন/ডাক \$২.৯৯/এলবি

Any Chicken/Duck \$2.99/Lb

পত্রিকায় প্রকাশিত পেপার কার্টিং এর ছবি তুলে আনলে আরো একটি চিকেন এক্সট্রা ফ্রি!

এই অফারটি ১ সপ্তাহ ধরে চলবে আল মাদিনাতে

জুলাই ২০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত

শর্ত: বিজ্ঞাপনটির ছবি বা পেপার কার্টিং সস্টে আনতে হবে

Please bring Ad copy or Ad short screen picture.

151-24 Beaver Rd
Jamaica, NY 11433
(Near liberty & 157 St.)

WE DELIVER

MON-SAT (8am-6pm),
SUN (8am-4PM)

Tel: 718-526-3333



হজ্ব পালন শেষে হাজীদেরকে সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

পবিত্র হজ্ব পালন শেষে ফেরত আসা হাজীদেরকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। ২৭ জুলাই শনিবার বিকেলে ব্রংকসের আল আকসা পার্টি হলে এই সংবর্ধনার আয়োজন করেন সিপিএ জাকির চৌধুরী ও আইনজীবী এন মজুমদার।

মুসলমানদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুসঙ্গ হচ্ছে হজ্ব পালন করা। হজ্ব পালন শেষে হাজীরা সাধারণ মানুষের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তারা বলেন, যত দ্রুত সম্ভব সব ধর্মপ্রাণ মুসলমানের প্রতিটি হজ্ব পালন করা। সিপিএ জাকির চৌধুরী ও কমিউনিটি এগ্জিভিউ মামুন ইসলাম বলেন, হাজীদেরকে সম্মানিত করতে পেরে তারা নিজেদেরকে সম্মানিত বোধ করছেন। আগামীদিনেও এই ধরনের আয়োজনে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখবেন বলেও তারা জানান। কমিউনিটি লিডার এন মজুমদার বলেন, দেশের রাজনীতিতে মুসলমানদের অধিকার আদায়ে সবার সম্পৃক্ত হওয়া জরুরী।

মাদুরোকে গাধার পিঠে ঘোরানোর প্রতিশ্রুতি মাস্কের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো টেক বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্ককে তার সঙ্গে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছিলেন। মাস্ক সেই আহ্বান গ্রহণ করেছেন মাস্ক। একই সঙ্গে মাদুরোকে গাধার পিঠে ঘোরানোর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শেয়ার করা এক টুইটে মাস্ক এই লড়াইয়ের আহ্বান গ্রহণের বিষয়টি জানান।

অংশীদারিত্ব চুক্তির আলোচনা স্থগিত করেছে ইইউ

ছাত্র আন্দোলনে সহিংসতা

আগামী সেপ্টেম্বরে ঢাকায়
এই আলোচনা হওয়ার
কথা ছিল।

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ‘অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি-পিসিএ’ নিয়ে পরবর্তী আলোচনা স্থগিত করেছে ২৭ রাষ্ট্রের ওই জোট। বাংলাদেশের বিরাজমান অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আলোচনাটি স্থগিত করা হয় বলে ইইউ’র একজন মুখপাত্র মানবজমিনকে নিশ্চিত করেছেন। আগামী সেপ্টেম্বরে ঢাকায় সেই আলোচনা হওয়ার শিডিউল ছিল। ইইউ’র মুখপাত্র বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে ইইউ’র অবস্থান জানতে ৩০ জুলাই হাই-রিজেনেসেন্স জোসেপ বোরেলের বিবৃতিতে রেফার করেন। স্মরণ করা যায়, ইইউ-বাংলাদেশ সম্পর্কের মৌলিক বিষয়গুলো অর্থাৎ গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের এই কঠিন সংকটে সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘনিষ্ঠভাবে নজরদারিতে রাখবে বলে বিবৃতিতে স্পষ্ট করেছিলেন ইইউ’র উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) জোসেপ বোরেল। বিবৃতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের तरফে এই প্রত্যাশাও ব্যক্ত করা হয়েছিল যে বাংলাদেশ সরকার তার প্রতিটি পদক্ষেপে মানবাধিকারের প্রতি সম্পূর্ণভাবে সম্মান প্রদর্শন করবে। সেগুনবাগিচা এবং ব্রাসেলসের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত বছরের অক্টোবরে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভনডার লেইন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে পিসিএ সই হয়েছিল। যার আওতায় প্রথম স্লটেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে বাংলাদেশের ন্যূনতম ৪৭০ মিলিয়ন ইউরো সহযোগিতা পাওয়ার কথা ছিল। তাছাড়া এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার পথকে আরও প্রশস্ত করতো। অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা চুক্তিটি ঢাকা ও ব্রাসেলসের মধ্যে সই হলেও জোটের সব সদস্যের জন্য এটি মেনে চলার আইনগতভাবে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গোটা ইউরোপের সমর্থন সহযোগিতা পেতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি।

সেই চুক্তির পরবর্তী আলোচনা স্থগিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে সেগুনবাগিচা এটা স্বীকার করেছে যে, বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে খুবই সমালোচনামুখর রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ মানবাধিকার সংবেদনশীল পশ্চিমা বিশ্ব। চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে সৃষ্ট উত্তেজক পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে কোনো রকম বিবৃতি না দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরোধ করেছিল বাংলাদেশ সরকার। আন্দোলনের শুরুর দিকে তারা এ নিয়ে কোনো বিবৃতি না দিলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর तरফে বেপরোয়া গুলি বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের লাশ পড়ে যাওয়ার পর থেকে কাছের এবং দূরের প্রায় সব রাষ্ট্রই প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ইউরোপের দেশগুলো জোটবদ্ধভাবে এবং ঢাকায় থাকা দেশগুলোর প্রতিনিধিরা পশ্চিমা অন্য রাষ্ট্র, জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থা-সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলে দফায় দফায় এ নিয়ে উদ্বেগ ব্যক্ত করে চলেছেন।

কোটা আন্দোলন: আন্তর্জাতিক মহলের প্রতিক্রিয়া ও তৎপরতা

ঢাকা ডেস্ক

ঢাকার রাজপথে রক্তাক্ততা, শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ঠেকাতে পুলিশের গুলিতে দুই শতাধিক মানুষের প্রাণহানি, কয়েক শত শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ, কয়েক হাজার মানুষ আহত, অগ্নি সংযোগ, দেশব্যাপী ব্লক রেইড দিয়ে গণগ্রোহের তার ও সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে তোলপাড় চলছে। ইন্টারনেট বন্ধ এবং দেশের গণমাধ্যমগুলোতে বাংলাদেশের সংঘাত-সংঘর্ষ ও হত্যা-নিপীড়নের প্রকৃত চিত্র না এলেও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে ভয়াবহ সচিত্র খবর প্রচার হচ্ছে। বাংলাদেশে কারফিউর মধ্যেই আন্দোলনসহ চলমান পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জার্মানি, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশ। এ ছাড়া জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন নজরদারির মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। জাতিসংঘ জানিয়েছে, বাংলাদেশে চলমান ছাত্র আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশ্বাসযোগ্য তথ্যপ্রমাণ পেয়েছে। মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরার মুখপাত্র স্টিফেন ডুজাররিক সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে জাতিসংঘ মহাসচিব তার ম্যান্ডেট অনুসারে বাংলাদেশের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। কোটা আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, নিরস্ত্র মানুষকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সরাসরি গুলি, কারফিউয়ে সেনাবাহিনীর টহলে জাতিসংঘের লোগোযুক্ত যানবাহন ব্যবহারসহ বিভিন্ন কারণে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নজরদারি বাড়িয়েছে।

চলমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজরদারী প্রসঙ্গে বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ও সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলেছেন, ‘আন্দোলনের সময়কার পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, সেগুলোকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক পরিসরে চাপ বাড়ছে। এর কারণ, সরকার যেভাবে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তা নিচ্ছে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে অভিযোগগুলো তুলছে, তার সপক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ এরই মধ্যে তারা সংগ্রহ করেছে। সরকারের উচিত সবকিছু চালাওভাবে অস্বীকার করার অবস্থান থেকে সরে আসা। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে যদি বিষয়টি ওঠে, আলোচনা হয়, এই কাউন্সিল যদি বাংলাদেশ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিশন গঠন করে, আর জাতিসংঘ যদি বিষয়গুলোর ওপর নজরদারির জন্য



বিশেষজ্ঞ (র‍্যাপোর্টার) নিযুক্ত করলে সেটা সরকারের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না।’

জানা গেছে, গত কয়েকদিনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, সউদী আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জার্মানি, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের অর্ধশতাধিক দেশে বাংলাদেশিরা কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমর্থনে বিক্ষোভ করেছেন। এমনকি সউদী আরবে কয়েক হাজার প্রবাসী শ্রমিক সমবেত হয়ে বর্তমান সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স না পাঠানোর শপথ পাঠ করেছেন। আরো অনেক দেশের প্রবাসী শ্রমিক ও বাংলাদেশ নাগরিকরা বাংলাদেশে রেমিট্যান্স না পাঠানোর প্রচারণা চালাচ্ছেন। এসব প্রচারণা ও বিক্ষোভ কারা করছে, সে বিষয়ে তথ্য চেয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে চিঠি দিতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় বিশেষজ্ঞরা বলেন, এখনই সতর্ক না হলে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে ভবিষ্যতে চাপ আরো বাড়তে পারে। তারা বলেছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, নিরস্ত্র মানুষকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলি, দেশের ভেতরকার অভিযানে জাতিসংঘের লোগোযুক্ত যানবাহন ব্যবহারসহ বিভিন্ন কারণে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নজরদারি বাড়িয়েছে। আর সরকার স্বীকার না করলেও শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের গুলি ও হেলিকপ্টার থেকে গুলি ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাসছে। এগুলো জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মহলের কাছে গেছে।

জাতিসংঘ বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রমাণ পেয়েছে : জাতিসংঘের মহাসচিবের অ্যান্টোনিও গুতেরার মুখপাত্র স্টিফেন ডুজাররিক গত সোমবার সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিবিড় নজর রাখছে জাতিসংঘ। মহাসচিব

অ্যান্টোনিও গুতেরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশ্বাসযোগ্য তথ্যপ্রমাণ পেয়েছেন। তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে জাতিসংঘ মহাসচিব তার ম্যান্ডেট অনুসারে পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। সংবাদ সম্মেলনে স্টিফেন ডুজাররিক প্রথমে বাংলাদেশ ইস্যুতে একটি বিবৃতি পাঠ করেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করেন। শুরুতেই বিবৃতিতে তিনি সব রকম সহিংসতার দ্রুত, স্বচ্ছ এবং পক্ষপাতিত্বহীন তদন্তের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং এর জন্য যারা দায়ী তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

ডুজাররিক বলেন, বাংলাদেশ ইস্যুতে আমরা কাছে আপডেট আছে। আমি আপনাদের বলতে পারি যে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব গভীরভাবে উদ্বেগ। তিনি নতুন করে ছাত্র আন্দোলন শুরু হওয়ার বিষয়ে অবহিত এবং তিনি শান্ত ও সহিংসতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে হাজারো তরুণ এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের গণগ্রোহের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব। মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। এ সময় ডুজাররিক বলেন, নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশ্বাসযোগ্য তথ্যপ্রমাণ পাওয়ার পর উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরা রাজধানী ঢাকায় এবং নিউ ইয়র্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে সেনা পাঠানো শীর্ষস্থানীয় একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি আমরা মানবাধিকারের প্রতি সম্মান ও সমুন্নত রাখার আহ্বান জানাই।

নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender

আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
- ★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
- ★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেস্ট রেট কম
- ইনভেস্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাস্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain

Change of Visa Status (CoS)

Stay long in the USA

FROM B1/B2/A3/I/H4 TO F1 (Study Visa)

PREMIUM SERVICES AVAILABLE

CoS Approval WITHIN 25 DAYS

Hot Line
+1 347 507 1209
+1 347 279 8366
+1 347 476 7522

Per Person \$1000 Only
(Principal applicant only. Dependents price will be negotiated)
Give us your file and be relaxed, CIVA Team will do everything for you
(Sponsorship documents need to be provided)

IN ADDITION

- * Non-Immigration Visa Extension (Up To 240 Days)
- * Asylum Filing Within 10 Days With All Supporting
- * Reentry permit / Travel documents (From In / Out side of the USA)
- * Canada / Mexico Visa With All Support (Within 30 days)
- * EB3 (Unskilled) Application Process (AoS / NVC), Within \$18K
- * F1 (Student) School Transfer within 02 business days

USA Office:
3702, 73rd Street, Suite 410
Jackson Heights, NY 11372
Mr. Riaz +1 347 476 7522
Mr. Touhid +1 347 279 8366
Mr. Akbar +1 347 476 7522
Mr. Raza +1 347 476 7522
Mr. Moin +1 347 476 7522 (Bangladesh)

CIVA Bangladesh Chapter:
87 New Century Road (1st floor) Moulvibagh, Dhaka-1217
Office Coordinator: +88 01905 438 251
Mr. Zahid: +88 01682 447 743 (Chattogram)
Mr. Babar: +88 01911 982 288 (Chittagong)
Mr. Moin: +88 01725 686 213 (Dhaka)
Mr. Moina: +88 01714 438 562 (Dhaka)

write2civa

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাহিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অকসেসেই রক্ত, প্রসাব পরীক্ষা ও ইকোলি ব্যাবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্জসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, ডুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যাবস্থা।
- যাদের হেলথ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় :
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার : বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার : বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাহিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

SARAH CARE USA

CDPAP & HOME CARE SERVICES

CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit

We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole

Dr. Gee Cee pat
Vice President

Dr. Shajadi Parvin
CEO/President

WITH Best income Up to \$85,000 Annually

LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply

WORK AT HOME

NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949

আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বেতন দিয়ে থাকি

FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP

Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301,
Jackson Height, NY 11372

Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432

Brooklyn Office:
2033 Bath Ave,
Brooklyn NY 11214

Bronx Office:
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10482

Buffalo Office:
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215

We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country

cdpap@sarahcareusa.com | Fax: 201-489-8035
Phone: 917-745-0949, 929-468-6102 | www.sarahcareusa.com

৬ সমন্বয়ককে ডিবি কার্যালয়ে নির্যাতনের অভিযোগ

টানা ৩২ ঘণ্টা অনশন

ঢাকা অফিস

অবশেষে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) কার্যালয় থেকে ছাড়া পেয়েছেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ক। তারা হলেন-নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলম, হাসনাত আব্দুল্লাহ, আবু বাকের মজুমদার, আসিফ মাহমুদ ও নুসরাত তাবাসসুম। ছাড়া পাওয়ার পর সমন্বয়ক ও পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ডিবি কার্যালয়ে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। নির্যাতনের মুখেই তারা ২৮ জুলাই তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

পরে তারা টানা ৩২ ঘণ্টা অনশনে যান। অনশনরত অবস্থায় বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ছেড়ে দেওয়ার আগে তাদের পরিবারের সদস্যদের ডেকে নেওয়া হয় ডিবি কার্যালয়ে। পরে ছয় পরিবারের সদস্যদের জন্য পৃথক ছয়টি গাড়ির ব্যবস্থা করে ডিবি। ওইসব গাড়িতে সমন্বয়কদের বাসাবাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

সমন্বয়কদের মধ্যে নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ ও আবু বাকেরকে শুক্রবার বিকালে ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল থেকে তুলে আনা হয়। তাদের মধ্যে নাহিদ ও আসিফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আর বাকের ছিলেন তাদের সঙ্গে। পরদিন শনিবার সন্ধ্যায় সায়েন্স ল্যাব এলাকা থেকে সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহকে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়। রোববার ভোরে মিরপুরের এক আত্মীয়ের বাসা থেকে তুলে নেওয়া হয় নুসরাত তাবাসসুমকে। এরপর থেকে তারা মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয়েই ছিলেন। এর আগে ১৯ জুলাই মধ্যরাতে খিলগাঁওয়ের



মিশিগানে বেঙ্গলি সামার ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির কালীবাড়ীতে গত ২৭ জুলাই শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বেঙ্গলি সামার ফেস্টিভ্যাল। এতে ছিল গান, নৃত্য, নাটিকা,কবিতা আবৃতিসহ বিভিন্ন আয়োজন। মন্দিরের পার্কিং লটে বসে ছিল অধিকাংশ বক্তা। এখানে বেড়ে ওঠা প্রজন্মকে বাংলা ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এ আয়োজন। এখানের বেড়ে ওঠা শিশু, কিশোর, কিশোরীরা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে অংশ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

ওয়ারেন সিটির মেয়র লরি এম স্টোনসহ সিটির কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রবাসে বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতি, বাংলাদেশকে কিভাবে পরিচয় করা বা নবীন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা যায় এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সিফনি ক্লাব অব মিশিগানের সভাপতি বিজিত ধর মনি বলেন, এ ধরণের অনুষ্ঠান বেশী বেশী করতে হবে, এই প্রজন্মের কাছে দিতে হবে, আজ থেকে কয়েক বছর আগে সিফনি ক্লাব অব মিশিগানের উদ্যোগে এখানে 'বর্ষা মঙ্গল' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এ ধরণের কার্যক্রম শুরু করেছিলাম এবং পরপর বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান করে নবীন প্রজন্মের ব্যাপক সাড়া পেয়েছিলাম।



বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থী নিপীড়ন ও নিরপরাধ মানুষ হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিক্ষোভ মিছিল

রাতে শিক্ষকদের বাড়িতে হামলা

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে সমর্থন করায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকের বাড়িতে হামলা হয়েছে।

ঢাকা অফিস

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার ও হয়রানির প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। গতকাল বুধবার তাঁরা এ ঘটনায় উদ্বেগের পাশাপাশি হতাহতের ঘটনায় দোষীদের বিচারেরও দাবি জানান। এদিকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে সমর্থন করায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকের বাড়িতে হামলার খবর পাওয়া গেছে।

গতকাল দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা হাইকোর্ট অভিমুখে রওনা দিলে শিশু একাডেমির কাছে তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। এ সময় দুই পক্ষের কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সেন হলের শিক্ষার্থী নাহিদ ও আরিফকে আটক করে পুলিশ। পরে শিক্ষকেরা তাঁদের ছাড়িয়ে আনেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার ও হয়রানির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। বুধবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে

বগুড়া সোসাইটির ভুলকাভাত অনুষ্ঠিত

ডেক্স রিপোর্ট

২১ জুলাই রোববার বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ'র ভুলকাভাত অনুষ্ঠিত হয়েছে কুন্সের ফ্লাসিং মেডােস করনা পার্ক। সেখানে অসংখ্য বগুড়াবাসী সহ প্রবাসের বিভিন্ন পেশাজীবী, ব্যবসায়ী এবং কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণীর নেত্রীবৃন্দ উপস্থত ছিলেন। সভাপতি মহক্বত আলী আকন্দের ঘোষণায় এ বছরের ভুলকাভাতে কর্মসূচীর মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের জন্য গান বাজনার পরিবর্তে সবাই দু'হাত তুলে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি এবং বালাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টিবোর্ডের মেম্বর আতোয়ারুল আলম।

উপস্থিত ছিলেন বারী গ্রুপের সিইও এবং রপ্তার জেলা সমিতির সভাপতি আসিফ বারী। বগুড়া সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলামের পরিচালনায় লাল ফিতা কেটে উল্লোখন করেন সোসাইটির উপদেষ্টা আব্দুল মামান। সকালের নাস্তা আর দুপুরের খাবার ছিলো ভুলকাভাতের অন্যতম। মুড়ি মাথা, তরমুজ, আর খিলি পান নিয়ে মেতে ছিল সবাই। ছোট বাচ্চাদের দৌড় প্রতিযোগীতা, মহিলাদের পিলো পাস সহ পুরুষদের জন্য ছিল বল মেরে গোল করা। খেলাধুলা পরিচালনায় ছিলেন একেএম আব্দুর রশিদ। এই আয়োজনে গ্র্যান্ড স্পন্সার ছিলেন আদেলবিন রিয়ালটি, এবং গোস্ঠেন স্পনসার ছিল নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশন।

আহবায়কের দায়িত্বে ছিলেন ফারুক হোসেন মিঠু, সদস্য সচিবের দায়িত্বে ছিলেন গোলাম রব্বানী রাজু এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন জুয়েল আহমেদ, চেয়ারম্যান তালুকদার সামীম সবুজ, যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন মোহাম্মাদ আলী, জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মাদ হেলাল উদ্দিন, রাশেদ আল হেলাল রতন। যুগ্ম



সদস্য সচিব মুরাদ মোরশেদ হায়দার বিপ্লব, নাকিউস সাদিক, আবু রাবিক খান আরিফ, এএসএম পারভেজ শাহী, আপ্যায়নে ছিলেন কামরুজ্জামান লালু, রফিকুল ইসলাম রফিক, এনামুল হক, এমডি আনছার শেখ, গোলাম মোস্তফা নাজাত, পুষ্টপোষকতা দিয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা বাবু পাইকার, প্রধান সমন্বয়কারী বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী সৈয়দ চিপু, সমন্বয়কারী জহুরুল ইসলাম তালুকদার লিটন, সার্বিক তত্ত্বাবধানে মোঃ রোকুনুজ্জামান নয়ন, সার্বিক দিক নির্দেশনায় মোঃ সাইফুল ইসলাম (কুইন্স), উপদেষ্টা মন্ডলী নুরুল ইসলাম সাজু, সার্বিক সহযোগীতা করেছেন বগুড়া সদরের সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুর রহমান ভান্ডারী রাজ, অধ্যক্ষ আইজুল হক মুন্না, সাইফুল ইলাম মামা, সাজেদা আলম সেলী, শফিক দওয়ান, বিলকিস বানু, মাসুদ বেলাল, মর্তুজা আলী বুলবুল, মোস্তফা আলমগীর, আবু তাহের এম আলম, জাকি উল্লা আপেল, মোঃ হাসান মাহমুদ, ডঃ জাকিরুল ইসলাম, বজলুর রহমান আকন্দ, কামরুল হাসান, ইসমাইল হোসেন ইমন, শাহ আলী রেজা। উপস্থিত ছিলেন বগুড়া সোসাইটির

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলি-মদের ওপর হামলা ও বৈষম্য বেড়েছে ৭০ শতাংশ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের ওপর হামলা ও বৈষম্যের ঘটনা আগের তুলনায় বেড়েছে। চলতি বছরের প্রথমার্ধে এ ধরনের ঘটনা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ বেড়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন মুসলমানদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন কাউন্সিল অন আমেরিকান—ইসলামিক রিলেশনস (সিএআইআর)।

সিএআইআর—এর বরাত দিয়ে গতকাল মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। সিএআইআর—এ মনে করে, গাজার ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিদ্বেষ বেড়েছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের গাজার ইসরায়েল সর্বাঙ্গক যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে নির্বিচারে হামলা চালিয়ে এখন পর্যন্ত ৩৯ হাজার ৪০০ ফিলিস্তিনিকে মেরে ফেলে ফেলেছে।

সিএআইআর জানিয়েছে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে তাদের কাছে মুসলিম ও ফিলিস্তিনিবিরোধী ঘটনাসংক্রান্ত ৪ হাজার ৯৫১টি অভিযোগ এসেছে। গত বছরে একই সময়ে এ ধরনের অভিযোগ এসেছিল ৮ হাজার ৬১টি। ফলে হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, চলতি বছরে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিদ্বেষ বেড়েছে ৭০ শতাংশ।

গত অক্টোবরে ইলিনয়ে ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত ছয় বছরের এক মার্কিন শিশুকে ছুরিকাঘাত, নভেম্বরে ভারমন্টে ফিলিস্তিনি তিন ছাত্রকে গুলি, গত ফেব্রুয়ারিতে টেক্সাসে ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত এবং মে মাসে ভারমন্টে ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত তিন বছরের এক শিশুকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যাচেষ্টার মতো ঘটনা।

পরিবারের সদস্যরা যখন এসেছিল তখনও আমাদের একসঙ্গে করা হয়।

সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামের বাবা বদরুল ইসলাম বলেন, ডিবি কার্যালয়ের নির্যাতন ও ৩২ ঘণ্টার অনশনে খুব দুর্বল অবস্থা আছে। এই মুহূর্তে কথা বলার মতো অবস্থায় নেই। কথা বলার মতো পরিস্থিতি হলে সে সবই জানাবে। তিনি বলেন, বাসায় ফেরার জন্য ডিবির পক্ষ থেকে সবাইকে (কোটা সংস্কার আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ক) কালো গ্লাসের গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়। ডিবির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আমরা যেন কারও সঙ্গে কথা না বলি।

নাহিদ ইসলাম বলেন, এই মুহূর্তে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো নয়। বাসায় ফিরেই স্যালাইন নিয়েছি। একটু সুস্থ হলে ছয়জন মিলে বসে সব কথা ক্লিয়ার করে বলব।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে সারজিস আলম লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, কথা দিয়েছিলেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের থেকে বলাই হয়েছে, আমরা যেন কারও না, মামলা দিয়ে হয়রানি করবেন না। আপনারা কথা রাখেননি।

মিশিগানে বিয়ানী-বাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির পিকনিক অনুষ্ঠিত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির হলমিচ পার্কে গত ২৮ জুলাই রোববার ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইনক মিশিগানের পিকনিক। এতে ছিল খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাফেল ড্র, জমজমাট আড্ডা। মিশিগানের বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইনক এর বনভোজন ও মিলন মেলায় বেঙ্গুন ডি়য়ে বনভোজনের শুভ উল্লোখন করেন সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ উপদেষ্টাবৃন্দ। সংগঠনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান সংগঠনের সভাপতি আজমল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক বাসির আহমদ সহ কমিটির নেতৃবৃন্দ। পিকনিকে উপস্থিত ছিলেন মিশিগানের বিভিন্ন সিটির কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকসহ গন্যমান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ। কয়েক হাজার মানুষের অংশ গ্রহণে এ পিকনিক হয়ে উঠেছিল মিলন মেলায়। মধ্যাহ্নভোজে পরিবেশন করা হয় বিভিন্ন স্বাদের রকমারি অাইটেম। সবশেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও রাফেল ড্র বিজয়ীদের মধ্যে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়, প্রথম পুরস্কার ছিল একটি বিএমডব্লিউ গাড়ী। সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে পিকনিকে অংশ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পিকনিকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো থ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ’র বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন থ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ’র বার্ষিক বনভোজন। ২১ জুলাই রোববার ছায়া লংআইল্যান্ডের আইজেনহাওয়ার পার্কের ডগউড পিকনিক শেল্টার প্যাভিলিয়নে অনুষ্ঠিত হয় থ্রেটার খুলনাবাসীর এ মিলন মেলা। চমৎকার আবহাওয়ায় ভিন্ন আমেজে জমে ওঠেছিল এ বনভোজন। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বৃহত্তর খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ’র সদস্য ও তাদের বন্ধু-স্বজনরা দিনব্যাপি পার্কের খেলা মাঠে খেলাধুলা, সুস্বাদু খাবার-দাবার, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন। থ্রেটার খুলনা প্রবাসীরা সপরিবারে অংশ নিয়ে বনভোজনকে পরিণত করেছিলেন তাদের মিলনমেলায়। অংশগ্রহণকারীরা পুরো দিন ভিন্ন এক উৎসবে মেতে ছিলেন।

সংগঠনের কর্মকর্তারা জানান, এদিন সকাল সাড়ে ১০ টায় সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. খন্দকার মাসুদুর রহমান, সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন সোসাইটির কর্মকর্তা ও অতিথিদের সাথে নিয়ে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এসময় আয়োজক সংগঠনের উপদেষ্টা নিউইয়র্ক পুলিশের ক্যাপ্টেন সৈয়দ এনায়েত আলীও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরো ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, কার্যকরী সদস্য আকতার বাবুল, সাবেক সমাজ কল্যাণ সম্পাদক কাজী তোফায়েল ইসলাম, সাবেক প্রচার সম্পাদক মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমী, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মির্জা আজম, আসাদুজ্জামান প্রমুখ।

বিশপ সুরত বনিফাস গমেজ ও সিস্টার শিখা গমেজ’কে মেরিল্যান্ডে সংবর্ধনা

সুবীর কান্মীর পেরেরা

বাংলাদেশ থেকে আগত ঢাকা মহা ধর্মপ্রদেশের নতুন সহকারী বিশপ সুরত বনিফাস গমেজ’কে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। সেন্ট ক্যামিলাস বাংলা চার্চ কমিটি, বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন, ইনক, মেরিল্যান্ড, বাঙালি-আমেরিকান খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন ও ইছামতি সংঘটনের পক্ষ থেকে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। একই সাথে আগত হলিক্রস কলেজের অধ্যক্ষা সিস্টার শিখা গমেজ, সিএসসি, ফাদার শীতল হিউবার্ট রোজারিও, সিএসসি ও আমেরিকা ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত ফাদার তিয়াস গমেজ, সিএসসি কেও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

ইতোপূর্বে বিশপ সুরত বনিফাস গমেজ আমেরিকায় একজন যাজক হিসেবে বেশ কয়েকবার পালকীয় সফর করলেও এই বিশপ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আমেরিকা সফরে আসেন।

২৮ জুলাই রোববার সেন্ট ক্যামিলাস ক্যাথলিক চার্চে সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় বিশপ সুরত বনিফাস গমেজ এক বিশেষ খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করেন। বিশপের সাথে খ্রীষ্টযাগে পৌরোহিত্য করেন ফাদার শীতল হিউবার্ট রোজারিও, সিএসসি ও ফাদার তিয়াস গমেজ, সিএসসি। খ্রীষ্টযাবে স্থানীয় খ্রিষ্টান প্রবাসীগণ অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় গানের দলের ভক্রেপূর্ণ গায় ফেন খ্রীষ্টযাগের পবিত্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে। গান পরিচালনা করেন কান্না রিবেক।

পবিত্র খ্রীষ্টযাগের পর পর রক্সো আর নিম্ন এলিমেন্টারি স্কুল অডিটোরিয়ামে বিশপ, ফাদার ও সিস্টারকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। শুরুতে ছিল ইছামতি শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর শব্দীত পরিবেশনা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন, ইনক, মেরিল্যান্ড এর সভাপতি শ্যামল ডিক্তা, বাঙালি-আমেরিকান খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট ডমিনিক রেগো ও ইছামতি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট খ্রীষ্টফার তাপস গোমেজ। বিশপ সুরত বনিফাস গমেজ ধন্যবাদ বক্তব্যে স্থানীয় বাঙালিদের আপ্যায়ন এবং বাংলা চার্চকে ধরে রাখার জন্য উপস্থিত সবাইকে সাধুবাদ জানান। হলিক্রস কলেজের অধ্যক্ষ সিস্টার শিখা গমেজ, সিএসসি বলেন, আমি আনন্দিত ও আল্লাহ। এমন সুন্দর আয়োজন ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

তিন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শ্যামল ডিক্তা, ডমিনিক রেগো, খ্রীষ্টফার তাপস গোমেজ, প্রভাতী সিসিলিয়া রোজারিও এবং ক্লারা মলি রোজারিও উপস্থিত আগত অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এই সময় একটি কেক কাটা হয়।

সৃষ্টি নৃত্যদ্বন্দ্ব ও মঞ্জুরী নৃত্যালয়ের শিশু শিল্পীরা দুটি নাচ পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান সম্বলনে ছিলেন বিপুল এলিট গনচালভেস ও রিচ এসেনসন।



সর্বকালের ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে ক্যালিফোর্নিয়া

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ এক দাবানল। প্রতি ঘণ্টায় এটি ছড়িয়ে পড়ছে পাঁচ হাজার একর বা আট বর্গমাইল এলাকায়। দ্য পার্ক ফায়ার নামের বৃধবীর শুরু হওয়া এ দাবানলে চিকোর উত্তর-পূর্বে তিন লাখ ৪৮ হাজারের বেশি এলাকা পুড়েছে। অন্ধরাজের অগ্নিনির্বাপণের দায়িত্বে থাকা ক্যাল ফায়ার জানিয়েছে শনিবার পর্যন্ত এর নিয়ন্ত্রণের হার শূন্য শতাংশ।

আড়াই হাজারের মতো ফায়ার ফাইটার আগুনের শিখা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন। এই এলাকার পার্বত্য ভূমি ও ঝড়ো বাতাস পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে।

এদিকে এ ঘটনায় ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার ৪২ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিউট কাউন্টির অ্যালিগেটর হলের কাছের একটি গিরিখাদে জ্বলন্ত একটি গাড়ি গড়িয়ে ফেলে তিনি দাবানলের সূচনা করেছেন বলে সন্দেহ করছে পুলিশ।

অন্ধরাজ্যটি সৃষ্টি হওয়া এ বছরের সবচেয়ে বড় দাবানল এটি। ক্যাল ফায়ারের কমান্ডার বিলি সি বলেন, দাবানলটি ঘণ্টায় পাঁচ হাজার একর জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে।

সি এক বিবৃতিতে বলেন, ২৬ জুলাই গ্রেপ্তারের তুলনায় প্রায় তিন গুণ লোক আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছেন শনিবার। তারপরও সংখ্যাটা যথেষ্ট নয়।

ক্যাল ফায়ারের আগুনের চরিত্র ও গতি প্রকৃতি বিশেষজ্ঞ স্কট উইজ জানান, এলাকাটায় প্রচুর ঘাস থাকায় আগুন প্রচুর জ্বালানি পাচ্ছে। শুক্রবার এক লাখ ৫০ হাজার একরের মতো এলাকা দাবানলে পুড়েছে।

তবে কর্তৃপক্ষ আশাবাদী শনিবার



আবহাওয়ার পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ায় এটা ব্যবহার করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবেন তারা। শনিবার বাতাসের গতি এবং তাপমাত্রা কমেছে আগের তুলনায়।

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসন পার্ক ফায়ার দাবানলের কারণে শুক্রবার বিউট এবং টেহামা কাউন্টিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

‘জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য নাগালের মধ্যে থাকা প্রতিটি সরঞ্জাম আমরা ব্যবহার করছি। আমাদের অগ্নিনির্বাপণ এবং জরুরি প্রতিক্রিয়া দলগুলি এই দাবানল মোকাবিলায় চর্কিত ঘণ্টা কাজ করে যাচ্ছে।’ এক বিবৃতিতে বলেন তিনি।

অন্তত ১৬টি হেলিকপ্টার আগুনের শিখা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। সুযোগ বুঝে সামরিক উড়োজাহাজ থেকেও পানি ঢালা হচ্ছে আগুনে। দাবানল থেকে রক্ষা করার জন্য বিউটের কিছু বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক দাবানল ক্যাম্প ফায়ারে ২০১৮ সালে এই

কাউন্টির অন্তত ৮০ জন মানুষের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে বিউট কাউন্টির কোহাসেট শহরের ৪০০ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ক্যাল ফায়ার জানিয়েছে ইতিমধ্যে ১৩৪টি ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে। আরও চার হাজার ২০০ ভবন ঝুঁকিতে আছে।

পার্ক ফায়ার বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা জুড়ে যেসব দাবানল হচ্ছে তার একটি। দ্য ন্যাশনাল ইন্টারএজেন্সি ফায়ার সেন্টার জানিয়েছে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০২টি বড় দাবানল পর্যবেক্ষণ করছে। এর বেশিরভাগই পশ্চিম উপকূলের রাজ্যগুলিতে। ওরগনে ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার রাতে একটি ট্যাংকার বিমান দুর্ঘটনায় একজন অগ্নিনির্বাপক পাইলট নিহত হয়েছেন।

এদিকে কানাডার জেসপার ন্যাশনাল পার্কে একটি বড় দাবানলে জেসপার শহরের শত শত ভবন ধ্বংস করেছে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। বৃষ্টি এবং শীতল তাপমাত্রা ঐতিহাসিক পর্যটন শহরটির বাকি অংশকে রক্ষার প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছে।

JOY TECH

ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।

Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।

GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra

h2o

T-Mobile

univision mobile

Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্টার্ড কাজী

MATRIMONIAL SERVICE

NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম

খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM

Khatib Masjid AR-Raiyyan

I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com

Phone: 347-251-2937

196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

আপনার প্রয়োজনে ব্যবসার জন্য এখনি লোন নিতে পারেন

GET THE MONEY YOU NEED FOR YOUR BUSINESS NOW

- Quick and Easy
- No Credit Check
- No hidden Fee
- \$4,000-\$100,000
- 90% Approved in 24 hours

Special Promotion Start From \$49 Only a day

For More Info Call Now

- MOHAMMAD: 516-940-7363
- khanm@qmadvance.com
- Executive Office Center 61-43 186th St. Fresh Meadows, NY 11365

QMA Advance
Quick Money in Advance



Mohammad

গ্যাস স্টেশন বিক্রি

চলু অবস্থায় কানেকটিকাটে একটি লাভজনক গ্যাস স্টেশন বিক্রি হবে।
অগ্রহীদের দ্রুত যোগাযোগ করার অনুরোধ করছি।

A branded gas station, with a large convenience store for sale, is located in the busy neighborhood in Wallingford, CT. The store is equipped with lotto, cigarettes, ATM, EBT, Bitcoin Machine, a complete coffee & breakfast, etc. The gas station pumps over 48,000 gallons a month, with commission of .05 cents on a gallon. Landlord is liable of any repairs of the pumps. The store makes \$49,000 in gross sales a month; lotto earns \$6000 a month in commission. The seller is moving out of state. Monthly rent \$6000 property tax not included. The seller's net cash flow, after deducting all the expenses, is over \$6,500 a month.

Wallingford, CT

Please Call
Ali : 203-8094433

ন্যানী আবশ্যিক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (প রিট্রার - প রিচ্ছন্নত) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যিক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন \$1,500 ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে দুইজন নামাজী, কর্মজীবী এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যিক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৩১৪-৭৯১৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়াকিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্কিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সার্টফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দূরত্বে ট্রেন ও বাস ১ ব্লক দূরত্বে নতুন রেনুভেটেড দুই বেড, লিভিং ১ বাথ কিচেন ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি স্কুল নিকটে। ভাড়া ২৩৫০ ডলার। ফোন 646-645-9830

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার সার্টফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দূরত্বে ট্রেন ও বাস সংলগ্ন বাস লাইন বেসমেন্ট, ১ বেড, ১ বাথ, কিচেন নতুন রেনুভেটেড ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল নিকটে। ভাড়া ১৩৫০ ডলার। স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার। ফোন 646-645-9830

আবশ্যিক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানিতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যিক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরোধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সার্টফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে, সা-বওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্বে, একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যিক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যিক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাগুই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যিক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell : 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যিক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email : jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যিক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যিক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষিতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানায়ে; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যিক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills. Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যিক

কুইন্সের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যিক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমে ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যিক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যিক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া (sub let)

South Richmond hill এ নিরিবিলি পরিবেশে ১ লা জুলাই/২০২৪ থেকে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে (850 \$). স্বামী-স্ত্রী অগ্রগন্য! যোগাযোগ=347 653 6748

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যিক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যিক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনাল গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmrshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

মাদুরোকে জয়ী ঘোষণা, প্রতিবাদে উত্তপ্ত ভেনেজুয়েলা

বিতর্কিত নির্বাচন

বিরোধী দলগুলোর দাবি, জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে নির্বাচনে জয় পেয়েছেন মাদুরো।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভেনেজুয়েলায় বিতর্কিত নির্বাচনে নিকোলাস মাদুরোর জয়ের দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের দিকে যাচ্ছেন হাজারো বিক্ষোভকারী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বিক্ষোভকারীদের দমাতে কারাকাসে প্রেসিডেন্ট ভবন ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েছে পুলিশ।

এদিকে বিরোধী দলগুলোর দাবি, জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে নির্বাচনে জয় পেয়েছেন মাদুরো।

এর আগে, ভেনেজুয়েলার ভোটার

ফল নিয়ে উদ্বেগ জানান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনেন। তিনি বলেন, ভোটে দেশটির জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেনি। ১১ বছর ধরে ভেনেজুয়েলার ক্ষমতায় আছেন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। এই সময়ে দেশটির অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে জনমনে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

গতকাল সোমবার (২৯ জুলাই) বিবিসি জানায়, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন নিকোলাস মাদুরো। আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা এবং দেশের চলমান অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক চাপে থাকা মাদুরো টানা তৃতীয় মেয়াদে দেশটির প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১১ বছর ধরে ভেনেজুয়েলার ক্ষমতায় আছেন নিকোলাস মাদুরো। এই নির্বাচনকে মাদুরোর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ দেশটিতে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকট ও মাদুরো সরকারের রাজনৈতিক দমনপীড়নে ক্ষুব্ধ জনগণ। এর পাশাপাশি আমেরিকান চাপ তো রয়েছেই।

কে হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট, উৎকর্ষায়

ভেনেজুয়েলাবাসীকে হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট, উৎকর্ষায় ভেনেজুয়েলাবাসী

তবে মাদুরো তার সমর্থকদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, যেভাবেই হোক নির্বাচনে জিতবেন তিনি। এতে ফলাফল কারচুপির বিষয়ে শঙ্কা দেখা দেয়। দেশটিতে ভোট পর্যবেক্ষণে খুবই সীমিত সংখ্যক স্বাধীন নির্বাচন পর্যবেক্ষক সুযোগ পেয়েছেন। জাতিসংঘের চার জন এবং একটি টেকনিক্যাল টিম পর্যবেক্ষণে ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি থাকতে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তা প্রত্যাখ্যান করেন নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের প্রধান।

এদিকে ভোট গণনায় জালিয়াতির অভিযোগ এনে ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করার কথা জানিয়েছে মাদুরোর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী এডমাভো গুঞ্জালেজ। এ ছাড়া অনেক নাগরিকের দাবি, দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকার সুযোগে নির্বাহী বিভাগের পাশাপাশি আইন ও বিচার বিভাগের ওপর অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছে মাদুরোর দল। সেই প্রভাব মাদুরো নির্বাচনেও কাজে লাগিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।



রকল্যান্ড রিট্রিট ও বাংলা বইমেলা

বনের মাঝে লেখার খোঁজে

বিশেষ প্রতিনিধি

উৎকৃষ্টের জন্য বোধ ও বোধির মাত্রাকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্রমাগত চেষ্টা করে আসছে মানব সমাজ। এ চেষ্টা কখনো ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্বাস থেকে, কখনো প্রকৃতি থেকে ধারণ করে মানব সমাজ সে প্রয়াস চালিয়ে আসছে। বৃহত্তর কল্যাণের জন্য মানব সভ্যতার ক্রমাগত এ প্রয়াস চর্চিত হয়ে আসছে নানা রূপে। সাহিত্য এরই একটি অনন্য ক্ষেত্র। প্রকৃতির কাছাকাছি সাহিত্যের অনন্য ধারা বেগবান হয়ে উঠে। মানব মনের অনেক জিজ্ঞাসার সন্ধান মানুষ প্রকৃতির কাজেই খুঁজে নিতে চায়।

বেংগলি ইন্টারনেশনাল লিটারারি সোসাইটি আয়োজিত ২য় রকল্যান্ড রিট্রিট এন্ড বুক ফেয়ার আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তরা এসব কথা বলেছেন। ২৭ জুলাই নিউইয়র্ক নগরকেন্দ্রের অদূরে বাংলা ভাষার লেখক, সংস্কৃতিসেবী ও অগ্রসরজনদের নিয়ে দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়।

নিউইয়র্কের একদম কাছেই রকল্যান্ড কাউন্টিতে চেষ্টনাট রিজ নামের এক গ্রাম। পাহাড়, টিলা আর সবুজ অরণ্যের এ গ্রামের লোকজন বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান দার্শনিক রুডলফ স্টেইনারের জীবনাদর্শে উজ্জীবিত। আমেরিকার বাইরের জগৎ থেকে ভিন্ন তাদের জীবনধারা। ব্যক্তিগত বিশ্বাস, অবিশ্বাস, প্রকৃতি, সাহিত্য, বোধ ও বোধির ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভিন্ন চিন্তা ও চর্চাকে প্রাধান্য দিয়ে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য এ গ্রামের লোকজন নিবেদিত।

আমেরিকার এ গ্রামে গিয়ে দেখতে পাওয়া যায় অনেকটা গ্রাম বাংলার রূপ। ঘোড়া গরু চরানো মাঠ কিয়ামীর নির্মল হাসি। বৃক্ষরাজি আর টিলার মাঝ দিয়ে বয়ে চলা বরনার বিরবিারে জলরাশি।

হরিণ শাবকের দৌড় বাঁপ। গ্রামের প্রতিটি মানুষ ভাবদর্শে ও নিত্য দিনের চর্চায় একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। সকলের তরে যেন সকলে সবাই। এ গ্রামে বসবাস করেন ড. ধনঞ্জয় সাহা। ডিসি সাহা নামের বাংলাদেশি এ বিজ্ঞানি ও কবি এবং তার স্ত্রী ডাঃ অনিমিতা সাহা চেষ্টনাট রিজ গ্রামের বহুজাতিক এ গ্রামের সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাদেরই উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় গত বছর থেকে এ গ্রামে বেংগলি ইন্টারনেশনাল লিটারারি সোসাইটি বাংলা বইমেলা ও লেখকদের নিয়ে চমৎকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে।

'বানের মাঝে- লেখার খোঁজে' শিরোনামে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা কার্য শুরু হয়ে যায় শুক্রবার রাত থেকেই। অনেক লেখক ও সংস্কৃতিজন শুক্রবার রাতেই পাড়ি দেন ব্রিফেন্ড কমিউনিটি সেন্টারের আবাসন আয়োজনে। সার্বজনীন অধিতিশালায় রাত যাপনের অধিতি এবং স্থানীয় বহুজাতিক বাছাই করা লোকজনকে নৈশ ভোজের আমন্ত্রণ জানান সাহা দম্পতি। এ আমন্ত্রণে যোগ দেয়া যায়, উপস্থিত হয়েছেন স্থানীয় পাদ্রি থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্টজন। সম্পূর্ণ জৈব খাবারের বাঁপিয়ে পড়ছেন অভ্যাগতরা। আলাপ হচ্ছে শেক্সপিয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ও ভাবদর্শ নিয়ে।

শনিবার সকালেই ব্রেকফাস্টের পরই গণশরীরচর্চায় যোগ দিলেন সবাই। নিয়ম মেনে হালকা ব্যায়াম করে শরীরকে কেমন করে দিনের জন্য প্রস্তুত জরতে হয়, তার একটা অনুশীলন দিয়ে দিনের শুরু হয়। এরপরই ছিল পাহাড় জঙ্গল দিয়ে মাইল খানেক হেঁটে যাওয়া, সবুজ মাঠে বসে ইয়োগা অনুশীলনের আসর। দল বেধে খামার দর্শন, গরু ঘোড়া, হাস

মোরগের খামার দেখে অভ্যাগতরা স্থানীয়দের সাথে প্রাকৃতিক ছড়াউ সাঁতার কাটতে নামেন।

রিকেল ৩ টায় সুসজ্জিত মঞ্চ থেকে সবাইকে অনুষ্ঠানমালায় আনুষ্ঠানিক স্বাগত জানান ড. ধনঞ্জয় সাহা। কথা বলেন ২য় বারের মতো এ আয়োজনের আত্মায়ক তরুণ সংগঠক গৌতম সাহা। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত যোগ দেয়া প্রধান অতিথি নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশের কঙ্গাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা বলেন, বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই বহু জাতী, বহু বিশ্বাসের নিয়ামক বিষয়গুলোর সমৃদ্ধ সবস্থান রয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আন্তর্জাতিক বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাসীরা অনন্য যে কাজ করছেন, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ রকল্যান্ডের এ বাংলা বইমেলা বলে তিনি উল্লেখ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রেভারেন্ড পল নিউম্যান, ড শান্তনু দাস, জেনেথ রট্রিগার্স প্রমুখ। ব্রিটিশ আমেরিকান পলি পল নিউম্যান বলেন তারা বাবা অক্সফোর্ডের শিক্ষক ছিলেন। ছেলে পলকে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী উপহার দিতে। সে থেকে তার রবীন্দ্রনাথকে জানা।

জেনেথ রট্রিগার্স এছোপ্রসি নামের ভাবদর্শ এবং বিশেষায়িত মানুষদের নিয়ে কথা বলেন। উল্লেখ্য, একটি ভিন্ন ধর্মী বিশেষায়িত স্কুল পরিচালিত হয় এ গ্রামে। যেখানে বিশেষায়িত শিশু ও মানুষদের নিয়ে জীবনব্যাপী দেখভালের কাজ করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লেখকদের উত্তরীয় পরিবেশ সম্মাননা জানানো হয়। লেখকদের মধ্যে কবি ফকির ইলিয়াস, শহীদ রাজু, ফারহানা ইলিয়াস তুলি, জামাতুল ফেরদৌস, মিজানুর রহমান, ড্যানিয়েল কার্টার, শেখর কর্মকার, দীপা নাথ, দিলীপ নাথ, অমিয় দাশ, ইব্রাহীম চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রে থেকে হঠাৎ বহিস্কারের খবরে চিন্তিত হয়ে পড়ছেন বৈধ অভিবাসীদের প্রায় আড়াই লাখ সন্তান। এই সন্তানরা বাবা-মায়ের সঙ্গে ছোট শিশু হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। তাদের বয়স এখন ২১ বছর। তারা সবাই এখন তাঁদের বাবা-মায়ের দেশে ফেরত পাঠানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন, যে দেশের কাউকে তারা চেনেন না। এদের ভাগ্য নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের করণার ওপর। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয়-আমেরিকান। এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ অভিবাসীদের এ রকম প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার সন্তান রয়েছে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই ভারতীয়। ২৬ জুলাই বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউস এই আইন প্রণয়নের জন্য রিপাবলিকানদেরই দায়ী করেছে।

এদিন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জর্জ পিয়ের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বলেন, আমি সিনেটে দ্বি-দলীয় সমঝোতার কথা বলেছি, যেখানে তথাকথিত 'ডকুমেন্টেড ড্রিমার্স'দের সহায়তার করার জন্য একটি প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছে। দুইয়ের



বিষয়, রিপাবলিকানরা পরপর দুইবারই এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।

গত মাসে অভিবাসন, নাগরিকত্ব এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বিষয়ক সিনেট বিচার বিভাগীয় উপকমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর অ্যালেক্স প্যাডিলার নেতৃত্বে এবং রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেবোরা রসসহ ৪৩ জন আইন প্রণেতার একটি দ্বি-দলীয় দল বাইডেন প্রশাসনকে আড়াই লাখের বেশি 'ডকুমেন্টেড ড্রিমার্স'কে রক্ষা করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। দীর্ঘমেয়াদি ভিসাধারীদের সন্তান-যারা পরিবারের 'নির্ভরশীল'

সদস্য হিসেবে আছেন, তাঁদের বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ায় স্ব-নির্বাসনে বাধ্য হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন।

গত ১৩ জুন কমিটি এক চিঠিতে বাইডেন প্রশাসনকে বলে, এই তরুণেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে উঠেছেন, আমেরিকান স্কুল সিস্টেমে তাঁদের শিক্ষা শেষ করেছেন এবং আমেরিকান প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি নিয়ে স্নাতক হয়েছেন। কিন্তু গ্রিনকার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ জটিলতার কারণে পরিবারগুলোকে প্রায়ই স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পাওয়ার জন্য কয়েক দশক অপেক্ষায় থাকতে হয়।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন



কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।

আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপায়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

হত্যাচেষ্টার ঘটনায় এফবিআইকে সাক্ষাৎকার দেবেন ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প



ডোনাল্ড ট্রাম্প

তাকে হত্যা চেষ্টার বিষয়ে এফবিআইকে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়েছেন। ওই ঘটনায় তদন্তের অংশ হিসেবে আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) ট্রাম্পের

সাক্ষাৎকার নেবে। খবর বিবিসির।

গত ১৩ জুলাই সভায় আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ায় নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে গুলিবিদ্ধ হন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। অস্ত্রের জন্য প্রাণে রক্ষা পান তিনি। ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টার তদন্তের দায়ভার পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের ওপর। এরই ধারাবাহিকতায় তদন্তের অংশ হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এফবিআই। তবে এখনো

সাক্ষাৎকারের তারিখ ঠিক হয়নি।

এফবিআই বলেছে, 'আমরা যেখানে অপরাধের ঘটনায় অন্য ভুক্তভোগীদের ক্ষেত্রে যা করি, এটি তেমনই এক সাক্ষাৎকার হবে।' এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট কেভিন রোজেজ বলেছেন, 'তিনি (ডোনাল্ড ট্রাম্প) যা পর্যবেক্ষণ করেছেন সে ব্যাপারে আমরা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।'

প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও টমাস ম্যাথিউ জ্রুসক কেন ১৩ জুলাই গুলি চালিয়েছিলেন, তা ব্যাখ্যা করার জন্য তদন্তকারীরা এখনও একটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারেনি।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাস্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনারদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (মাধ্যম, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাত্ক্ষাঙ্ক প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিয়ংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

অগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ আমান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)

সাকসেস মাস্টিপারপাস এন্ড কারিয়ার কনসাল্টিং ফর্ম (প্রতিরূপতা)

সার্টিফাইড বিজনেস কারিয়ার স্কল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)

প্রাক্তন সবার্ভাইভিং টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং

লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইপ

বাংলাদেশী-আমেরিকান ফেস্টিভ্যাল নিয়ে বাম-এর সাংবাদিক সম্মেলন

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির একটি রেস্টুরেন্টে গত ২৮ জুলাই রোববার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ মিশিগান (বাম) এর উদ্যোগে ১৫তম 'বাংলাদেশী আমেরিকান ফেস্টিভ্যাল' নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি জাবেদ চৌধুরী।

তিনি আগামী ৩ ও ৪ আগস্ট শনি ও রোববার ওয়ারেন সিটি স্কয়ারে অনুষ্ঠিতব্য 'বাংলাদেশী আমেরিকান ফেস্টিভ্যাল' নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মেলার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন দুই দিনের মেলায় ৩০/৩৫ হাজার লোক সমাগম হবে, বাংলাদেশ থেকে ও উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীরা মেলায় অংশ গ্রহণ করবেন, মেলায় সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান, বাউল সন্ধ্যা, ব্যান্ড শো, ফ্যাশন শো, ট্যালেন্ট শো, ইয়থ ফোরাম, নৃত্য, রাফেল ড্র, দেশীয় আড্ডা, ৫০টিরও বেশী স্টল যাতে থাকবে বাংলাদেশি কাপড়, খেলনা, ঘর সাজানোর জিনিস ও রকমারি খাবারের দোকান। সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকসহ ওয়ারেন পুলিশ মেলার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন বলে তিনি জানান। আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিবিদ, সিটি অফিসিয়ালসহ অনেকে এ মেলায়

আসবেন বলে জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মতিন চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার আহাদ আহমেদ, লুৎফর বারী নিয়ন, মোঃ লুৎফর রহমান, বিজিত ধর মনি, সুমন কবির, কামাল উদ্দিন, সৈয়দ মঈন দীপুসহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ খালেদ।

মেলায় সঙ্গীত পরিবেশন করবেন চির সবুজ গায়ক কুমার বিশ্বজিত, বাউল কালা মিয়া, তানভীর শাহীন, ওয়াহিদ, তেসিবা, টেন এন্ড হাফ মাইলসহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় থাকবেন নিউইয়র্ক থেকে আগত টনি ডায়েস ও প্রিয়া ডায়েস। রাফেল ড্র'তে থাকবে একটি গাড়ীসহ আকর্ষণীয় পুরস্কার।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সংগঠনের সভাপতি জাবেদ চৌধুরী। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ মিশিগান (বাম) এর কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দসহ মিশিগানের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মেলা সার্থক ও সুন্দর করতে উপস্থিত সবার সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। সাংবাদিক সম্মেলন শেষে সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

গাজা যুদ্ধ নিয়ে কমলা হ্যারিসের সুর বদল

উত্তর আমেরিকা
অফিস



প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এতে ডেমোক্রটিক পার্টি বড় ধাক্কা খেলেও কপাল খুলে যায় ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের। আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে তিনিই ক্ষমতাসীন এই দলের হাল ধরতে চলেছেন। তাই নির্বাচনে মুসলিম ভোটার টানতে এরই মধ্যে গাজা যুদ্ধ নিয়ে সুর বদল করেছেন কমলা হ্যারিস। যদিও মার্কিন অধিকারকর্মীরা বলছেন, কমলার কাছ থেকে শুধু সহানুভূতিমূলক কথা নয়, আরও বেশি কিছু চান ভোটাররা।

আলজাজিরার খবর অনুযায়ী, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে। প্রতিদিনই ইসরায়েলি হামলায় বহু ফিলিস্তিনি হতাহত হচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বলেছেন, ফিলিস্তিনদের দুর্দশা দেখে তিনি চুপ থাকবেন না।

২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাতে গাজায় ফিলিস্তিনদের দুর্দশার ওপর জোর দিয়েছেন কমলা। তবে একই মুখে ইসরায়েলের জন্য অব্যাহত সমর্থনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

মার্কিন অধিকারকর্মীরা বলছেন, গত অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েলকে নিঃশর্ত সামরিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে আসছে বাইডেন সরকার। এই কারণে অনেক ভোটার ডেমোক্রটিক পার্টির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাই যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েল নীতিতে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন না করে শুধু শুধু ফিলিস্তিনদের প্রতি সহানুভূতি দেখালে কমলা হ্যারিস ভোটার টানতে পারবেন না।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানী ইমান আবদেলহাদি বলেছেন, গাজার শিশুদের হত্যা বন্ধ করার প্রকৃত প্রতিশ্রুতি ছাড়া তাদের প্রতি তার (কমলা) সহানুভূতি নিয়ে আমি খুব একটা আত্মবিশ্বাস রাখি না।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

ছুরি হামলায় দুই শিশু নিহত

ইংল্যান্ড

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইংল্যান্ডের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একটি নাচের কর্মশালায় ছুরি হামলায় দুই শিশু নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ৯ জন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। সোমবার লিভারপুলের কাছে সাউথপোর্ট শহরের হার্ট স্ট্রিটে এ হামলা হয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, হামলায় জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেন এই হামলা চালানো হয়েছে স্পষ্ট নয়। তবে এ

ঘটনাকে সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে দেখা হচ্ছে না। এমনকি ওই এলাকায় জনসাধারণের জন্য বড় পরিসরের কোনো হুমকি নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ। সাউথপোর্টের মার্সিসাইড পুলিশ বলেছে, স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ৪৭ মিনিটের দিকে ফোন করে সাউথপোর্টের হার্ট স্ট্রিটের একটি প্রোপার্টিতে হামলার এই তথ্য জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যান পুলিশ সদস্যরা।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ছুরিকাঘাতে আহতদের অ্যাইনট্রি ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল, সাউথপোর্ট হাসপাতাল ও ফরমি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

**Save Yourself
This Tax Season**

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax Immigration Real Estate

Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.

Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...

Member of

184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার

আপনার আত্মীয়
স্বজন, আপনজন
ও অন্যান্যদের
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

এতে কোন
প্রশিক্ষণের
প্রয়োজন নেই।
এবং আমরা কোন
ফি চার্জ করি না।

বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট
পাবার জন্য আজই কল করুন

Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914

**PROHEALTH
HOMECARE**

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

জাতিসংঘের

শেষ পৃষ্ঠার পর

ওশিনাটিন ডিসি সংহতি প্রকাশ করে যোগদান করেন

বিক্ষোভ-সমাবেশ কর্মসূচির এক পর্যায়ে জাতিসংঘ ভবনে মহাসচিব বরাবর ‘সেভ বাংলাদেশ’-এর পক্ষ থেকে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট জাহিদ খান ও অন্যতম সমন্বয়কারী সৈয়দ আল আমীন রাসেল বিকেল সোয়া ৪টার দিকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

স্মারকলিপিতে কোটা আন্দোলনের চলমান পরিস্থিতি তুলে ধরার পাশাপাশি এই আন্দোলনে ছয় বছরের শিশু ও ফিফথ গ্রেডের শিক্ষার্থী ছাড়াও ১১ বছরের বালক সহ ২৬৬ জন নিহত (এ পর্যন্ত) এবং বাংলাদেশে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা তুলে ধরা হয়। স্মারিকলিপিতে দেশের চলমান পরিস্থিতিতে জাতিংঘের দায়িত্বশীল ভ,মিকা কামনা, সৃষ্ট তদন্ত ও হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং নোবেল পুরস্কার জয়ী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস প্রভাবিত তত্ত্াবধায়ক সরকারের অধীনের একটি অবাধ নির্বাচনের দাবী সহ ৫ দফা দাবীর কথা উল্লেখ করা হয়।

এদিকে বুধবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সেভ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে করা সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বিপন্ন মানুষকে নিয়ে যারা মশকরা করছে তাদের পরিণাম ভয়াবহ হবে। মানুষ হত্যা করে ক্ষমতায় থাকার জন্য সরকার আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে উল্লেখ করে প্রবাসীরা বলেছেন বাংলাদেশে নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণে প্রতি বছর ‘ছাত্র হত্যা দিবস’ পালন করা হবে। দেশে সরকারের ক্রমাগত দমন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সর্বত্র মোচারণ হওয়ার জন্য তারা প্রবাসী ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে, আন্দোলন যারা করছে তাদের পাশে থেকে সকল দমন নিপীড়নের জবাব প্রদান করবে প্রতিটি বাংলাদেশি। তারা জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মহলের প্রতি বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘনের অবসানে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

সহিংসতায় আন্তর্জাতিক চাপে সরকার

শেষ পৃষ্ঠার পর

'পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ' করেছে

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে সরকার যে ‘শ্বাসরুদ্ধকার’ পরিস্থিতি তৈরি করেছে এর কোনও প্রভাব নেই। কিন্তু বাংলাদেশের ওপর এর ‘নেতিবাচক’ প্রভাব পড়তে পারে।

তারা মনে করছেন, বিতর্কিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ করণ নির্বাচনের পর বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে যে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে, এই আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ থেকে তা মনে হচ্ছে। কারণ, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হাতে এখন যেসব ‘প্রমাণ’ আছে, তা দিয়ে তারা ‘খুব সহজেই নীতি-নির্ধারকদের ওপর বিভিন্নকম চাপ প্রয়োগ’ করতে পারবে।

বিশ্লেষকদের মতে , সহিংসতায় সত্ত্বাহের কম সময়ে দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যু এবং কয়েক হাজার মানুষ আহত হওয়ার বর্তমানে দেশব্যাপী যে গ্রেতার অভিযান চলছে, তার ওপর নজর রাখছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশ। এ ছাড়া জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের নজরদারিতে আছে পুরো বিষয়টি। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে সরকারের ওপর চাপ বাড়ছে বলে মনে করেন তারা।

সাবেক রাষ্ট্রদূত ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক এম জুমায়ুন কবির বিবিসি বাংলাকে বলেন, “আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যারা বিবৃতি দিয়েছে, তারা সবগুলোই বিশ্বাসযোগ্য।” তিনি মনে করেন, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর এইসব বিবৃতির ফলে একটা ‘নেতিবাচক’ চাপ যে তৈরি হবে, তা বলাই বাহুল্য। এখন সরকার সেটিকে কিভাবে সামাল দিবে, সেটাই দেখার বিষয়। তিনি বলেন, মার্কিন সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা চাক শুমার দেশটিতে বেশ প্রভাবশালী রাজনীতিক। তিনি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে যা বলছেন, তার যথেষ্ট তাৎপর্য আছে।

উল্লেখ্য, চাক শুমার গত মঙ্গলবার এক এক্স-পোস্টে (সাবেক টুইটার) জানান, তিনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ কর্মসূচির বিরুদ্ধে সহিংস নিপীড়নকে ভুল পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, ‘এতে অস্থিরতা বাড়বে।’

বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য—বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে জুমায়ুন কবির বলেন, ‘সেখানে যদি বিষয়টি ওঠে, আলোচনা হয়, এই কাউন্সিল যদি বাংলাদেশ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিশন গঠন করে, আর জাতিসংঘ যদি বিষয়গুলোর ওপর নজরদারির জন্য একজন বিশেষজ্ঞ (র‍্যাপোর্টার) নিযুক্ত করে, তাহলে সরকারের জন্য তা ভালো কিছু বয়ে আনবে না।’

শেষ পৃষ্ঠার পর

হবে এবং আমাদের এখন যে আবাসন রয়েছে সেখানে আরও বেশি লোককে থাকতে উত্সাহিত করতে হবে।”

তিনি বলেন, ‘আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে, এই বিগত অর্ধবছরে আমরা অনেক কিছু করেছি। এই মুহূর্তে আমাদের প্রশাসন নিউ ইয়র্কবাসীদের সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন তৈরি এবং সংযুক্ত করার উভয় ক্ষেত্রেই রেকর্ড-ব্রেকিং বছরগুলি অর্জন করেছে। শহরটি পরপর দ্বিতীয় বছরের জন্য পূর্বে গৃহহীন নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য সবচেয়ে বড় সহায়ক আবাসন তৈরি করেছে। উপরন্তু, এই বছর আমাদের প্রশাসন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নতুন, সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়িগুলির জন্য অর্থায়ন করেছে’

অ্যাডামস যুক্ত করেন, কয়েক দশক ধরে বিনিয়োগের মাধ্যমে আমরা ৩,৬৭৮টি নিউ ইয়র্ক সিটি হাউজিং অধরিটি (NYCHA) অ্যাপার্টমেন্টকে সংস্কার করেছি এবং বাসস্থানে রূপান্তরিত করেছি। সিটি ফাইটিং হোমলেসনেস অ্যান্ড ইভিকশন প্রিভেনশন সাল্লিমেন্ট (CityFHEPS) হাউজিং ভাউচারের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা রেকর্ড সংখ্যক গৃহহীন নিউ ইয়র্কবাসীকে স্থায়ীভাবে সাশ্রয়ী আবাসনে স্থানান্তরিত করেছি। আমাদের শহরের সংস্থাগুলি, নতুন নির্মাণ এবং সংরক্ষণ উদ্যোগের মাধ্যমে ২০২৪ অর্ধবছরে একটি সম্মিলিত ২৮,৯৪৪ সাশ্রয়ী মূল্যের এবং পাবলিক হাউজিং ইউনিটকে অর্থায়ন করেছে।”

“সিটি অফ ইয়েস ফর হাউজিং অপারচুনিটি” পরিকল্পনা অফারী ১৫ বছরে ১ লাখ ৮০ হাজারের বেশি নতুন বাড়ি তৈরি করা হবে। অ্যাডামস বলেন, ‘আমরা ব্রক্স, সেন্ট্রাল ব্রুকলিন, মানহাটনের মিডটাউন সাউথ এবং লং আইল্যান্ড সিটি এবং জ্যামাইকেন কুইন্সের মোট্রো নর্থ স্টেশন এলাকায় আগামী ১৫ বছরে ৫০ হাজার এরও বেশি ইউনিট সরবরাহ করার জন্য বেশ কয়েকটি শক্তিশালী পরিকল্পনা এগিয়ে

নিয়েছি। এই প্রস্তাবগুলি নিয়ে অগ্রসর হতে আমরা সিটি কাউন্সিলের অংশীদারদেরকে, সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের জন্য “হ্যাঁ বলতে আহ্বান জানাচ্ছি, যেন আমরা এই আবাসন সংকট সমাধানে করতে পারি।”

তিনি আরো বলেন, ‘আমরা সম্প্রতি স্পিকার অ্যাডামস এবং সিটি কাউন্সিলের সাথে কাজ করে NYCHA-এর পাবলিক হাউজিং প্রোগ্রাম এবং প্ল্যাটফর্মেন্ট অফ হাউজিং প্রিভারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে ২ বিলিয়ন মূলধন তহবিল বিনিয়োগ করেছি। এটি সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনে আমাদের ১০ বছরের পরিকল্পনার বিনিয়োগের জন্য একটি নতুন মাইলফলক স্থাপন করে, যা এটিকে ২৬ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে আসে। আমি জানি সিটি কাউন্সিল পদক্ষেপ নেওয়ার গুরুত্ব বুঝবে এবং আমাদের একসাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ। সংখ্যাগুলি আশ্চর্যজনক হলেও, এই প্রতিটি রেকর্ড-ব্রেকিং সংখ্যার পিছনে একটি মানবিক প্রভাব এবং গল্প রয়েছে। হাউজিং সিকিউরিটি ছাড়া বাঁচতে কেমন লাগে তা আমি অনুভব করেছি। গৃহহীনতার প্রান্তে বেড়ে ওঠেছি আমি। এমনও সময় ছিল যখন আমরা ভাইবোন এবং আমাদের জামাকাপড় ভর্তি ট্রাশ ব্যাগ স্কুলে নিয়ে যেতে হয়েছিল। কারণ আমরা জানতাম না যে, সেই রাতে আমরা কোথায় ঘুমাবো। সেজন্য প্রথম দিন থেকেই আমাদের প্রশাসন এই শহরকে আরও সাশ্রয়ী ও বাসযোগ্য করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

সবশেষে অ্যাডামস্ বলেন, ‘আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, নিউ ইয়র্কবাসীদের যেন তার মধ্য দিয়ে যেতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে চাই। প্রতিদিন, আমরা আরও নতুন বাড়ি তৈরি করে এবং আমাদের যে আবাসনগুলো রয়েছে সেখানে লোকদের থাকতে উত্সাহিত করবো। একসাথে, আমরা আরো সাশ্রয়ী এবং আরও অ্যাক্সেসযোগ্য একটি শহর তৈরি করতে পারি।’

এখনই সতর্ক না হলে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে ভবিষ্যতে চাপ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশের কয়েকজন কূটনীতিক। তাঁরা বলছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, নিরস্ত্র মানুষকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলি, দেশের ভেতরকার অভিযানে জাতিসংঘের লোগোযুক্ত মানবাহন ব্যবহারসহ বিভিন্ন কারণে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নজরদারি বাড়িয়েছে।

বাংলাদেশে সহিংস পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পৃথক দুটি প্রস্তাব এনেছেন ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির বাংলাদেশ বংশোদ্ভূত দুই সদস্য রুপা হক ও আপসানা বেগম।

বাংলাদেশে যতে , সহিংসতায় সম্প্রতি রোম, প্যারিস, ম্যানচেষ্টার ও লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে বিক্ষোভের কথা উল্লেখ করে রুপা হক ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টে বলেন, এমন পরিস্থিতিতে যুক্তরাজ্য সরকারের ভূমিকা দরকার।

প্রাণহানির ঘটনায় আপসানা বেগম ২১ জুলাই সোমবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আলোচনার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে প্রভাবশালী স্বতন্ত্র এমপি জেরেমি করবিনসহ ২২ জন ব্রিটিশ এমপি স্বাক্ষর করেছেন।

ওই প্রস্তাবের জবাবে পার্লামেন্টে লেবার সরকারের মুখপাত্র লুসি পাওয়েল এমপি জানান, চলমান সহিংসতার বিষয়ে তারা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। প্রাণহানি অগ্রহণযোগ্য। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ হালনাগাদ তথ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উপস্থাপনের নিশ্চয়তা দেন তিনি।

কূটনৈতিক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, ভারত, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জার্মানি, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ অর্ধশতাধিক দেশে বাংলাদেশিরা কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমর্থনে বিক্ষোভ করেছেন, এসব বিক্ষোভ কারা করেছে, সে বিষয়ে তথ্য চেয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে চিঠি দিতে শুরু করেছে।

এদিকে এবারের আন্দোলনের সময় সহিংসতায় কতজন নিহত হয়েছেন, কত লোক আহত হয়েছেন, আর কতজনকে আটক করা হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি গত বৃহস্পতিবার আহ্বান জানান জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থার প্রধান ফলকার তুর্ক। তিনি বিক্ষোভ সামাল দেওয়ার সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক নীতি ও মান মেনে চলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কয়েক দিনের সহিংসতায় দুই শতাধিক মানুষ নিহত হওয়ার তথ্য মিলছে বেসরকারিভাবে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এ নিয়ে কিছুই বলা হয়নি এখন পর্যন্ত। ঠিক কত মানুষ এ পর্যন্ত

শ্ববির ই-কমার্স

শেষ পৃষ্ঠার পর

ই-কমার্স (উই) ট্রাস্টের সভাপতি ও ই-ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক নাসিমা আকতার বলেন, ‘বর্তমানে আমাদের উইয়ের ফেসবুক গ্রুপে ১৪ লাখের বেশি নারী যুক্ত রয়েছেন, যাঁদের সাড়ে ৪ লাখই উদ্যোক্তা। গড়ে প্রতিদিন দেড় হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করেন একেকজন উদ্যোক্তা। ফলে ইন্টারনেট বন্ধ থাকার কারণে প্রতিদিন ৬৭–৬৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের অনেকেই আজ পণ্য বিক্রি করে আগামীকালের বাজার করেন। তাই অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের যতটুকু পারছি, সাহায্য করার চেষ্টা করছি। দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।’

তবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ক্ষতি কমাতে সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি ‘উই হাটবাজার’ এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ‘দারাজ’ অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। এ বিষয়ে ই-ক্যাব সাধারণ সম্পাদক ও ওমেন অ্যান্ড ই-কমার্স ট্রাস্ট (উই) প্রেসিডেন্ট নাসিমা আক্তার নিশা বলেন, দেশের নারী উদ্যোক্তাদের মিনি মাম বাল্কেট ভালু ১৫০০ টাকা। দেশে এই মুহূর্তে চার লাখ নারী উদ্যোক্তা রয়েছে। এই উদ্যোক্তারা প্রায় শতভাগই ফেসবুক নির্ভর। সেই হিসেবে নারী উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে উদ্ভূত পরিস্থিতে আমাদের ক্ষতি ৬০ কোটি টাকার বেশি। তবে এই নির্ভরতা কাটাতে আমরা বিশ্বব্যাকের সহায়তায় উই হাটবাজার নামে একটি প্ল্যাটফর্ম করেছি। প্রথমে ১০০ জন উদ্যোক্তা নিয়ে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিলো। তবে গতকাল এফ-কমার্নের বিকল্প হিসেবে সবাইকে জোগা করে দিতে হাটবাজার-এ কমিউনিটি বিস্ত্র করেছি। তবে যেহেতু এখন ওদের সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশন করতে হচ্ছে তাই একটু সময় লাগছে। এছাড়াও অন্টারনেটিভ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাউকে কাউকে দারজ-এ সক্রিয় করা হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে দারাজ বাংলাদেশের চিফ অপারেটিং অফিসার খন্দকার তাসফিন আলম দু’দিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিষয়টি জানানোর প্রতিশ্রুতি দেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অনলাইন কেকাকাটা মূলত মোবাইল ইন্টারনেট নির্ভর। আমাদের ৮৫ শতাংশই সেলারই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। ফেসবুকের উদ্যোক্তারা কোনো না কোনো সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারা আরবা অ্যান্ডভি হচ্ছে। ফেসবুক সেলারদের জন্য বিশেষ সুযোগ তৈরি করছি। অ্যাপেই আমাদের বেশি বোচা-কেনা হয়। তবে সেলার-ডেলিভারি ইয়ে সিস্টেমের জন্য গতিশীল মোবাইল ইন্টারনেট দরকার। তাছাড়া কারফিউ এর কারণে আমরা ঢাকার বাইরে খুব একটা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছি না। তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে অর্ডারও স্বাভাবিক হবে। এখন ষ্ট্রাগল করছি। স্লো ইন্টারনেটের কারণে অর্ডার পেলেও প্রেসেস করতে পারছি না।

এদিকে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কয়েকদিন বন্ধ থাকার পরে সীমিত আকারে ইন্টারনেট পুনরায় চালু হলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া চালু হয়নি। কবে হবে সে বিষয়ে সরকারের তরফে পরিস্কার করে কিছু বলা হয়নি। ফলে বিপাকে পড়েছেন অর্ধ লক্ষাধিক এফ-কমার্স উদ্যোক্তা। ফলে প্রতিদিনই জোরালো হচ্ছে ফেসবুক খুলে দেয়ার দাবি।

ইন্টারনেট না থাকায় গ্রাহকরা যেমন পণ্য বা সেবা অর্ডার করতে পারছেন না, তেমনি ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছে না ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো। এর সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ওপর। অর্ডার না থাকলেও পরিচালনা ব্যয়, ফিক্সড কস্ট, অ্যাসেট লায়াবিলিটির মতো খরচের বোঝা ঠিকই রয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলোর ঘাড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ই-কমার্স খাতে এমন ঘটনা নজিরবিহীন।

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিপ্লবী গার্ডের দুজন সদস্যের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, বুধবার সকালে ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের জরুরি বৈঠকে খামেনি ইসরায়েলে হামলার নির্দেশ দেন।

হানিয়ার গুপ্তহত্যার দায় ইসরায়েলের বলে দাবি করেছে ইরান ও হামাস। তবে এ নিয়ে তেল আবিবের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বিনদেশে শত্রুদের হত্যা করার জন্য কুখ্যাতি রয়েছে ইসরায়েলের। এর আগেও তারা অনেকবার এ ধরনের কাজ করেছে।

হানিয়া ইরানের নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে তেহরানে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়। প্রায় ১০ মাস ধরে চলা গাজা যুদ্ধে ইরান শুরু থেকে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। সর্বাঘ্যক যুদ্ধ এড়িয়ে দেশটি মিত্র ও প্রক্সিবাহিনীদের দিয়ে ইসরায়েলকে চাপে রেখেছে।

গত এপ্রিলে সিরিয়ায় এক ইরানি কমান্ডারকে হত্যার ঘটনায় ইসরায়েলকে দায়ী করে ইরান। এরপর দেশটি ইসরায়েল ভূখণ্ডে হামলা চালায়।

ইরানি কর্মকর্তারা জানান, ইরান কত জোরালো হামলা চালাবে তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। ইরানের সামরিক কমান্ডররা তেল আবিব এবং হাইকার আশপাশে সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্রের সমন্বয়ে হামলার কথা বিবেচনা করছেন। তবে বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা এড়ানোর জোর চেষ্টা করা হবে। ইরান এবং এর অন্যান্য ফ্রন্ট থেকে সমন্বিত আক্রমণের কথা বিবেচনায় রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ইয়েমেন, সিরিয়া এবং ইরাক থেকেও হামলা চালানো হতে পারে।

ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘে ইরানের মিশনসহ অন্যান্য ইরানি কর্মকর্তারাও প্রকাশ্যে বলেছেন যে, সার্বভৌমত্ব রক্ষার অধিকার তাদের রয়েছে। আর তাই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তারা প্রতিশোধ নেবে।

ফিলিস্তিনের হামাস, লেবাননের হিজবুল্লাহ, ইয়েমেনের হুথি এবং ইরাকের একাধিক মিলিশিয়া বাহিনীকে সমর্থন করে ইরান। এই সংগঠনগুলোর নেতারা ইরানের নতুন প্রেসিডেন্টের শপথের তেহরানে অবস্থান করছিলেন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে হানিয়াকে হত্যা করা হয়।

হিজবুল্লাহর শীর্ষ কমান্ডার ফুয়াদ শোকরকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী মঙ্গলবার দিনের শেষভাগে ঘোষণা দেয়, তারা লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ কমান্ডার ফুয়াদ শোকরকে হত্যা করেছে। হিজবুল্লাহ তার মৃত্যু নিশ্চিত না করলেও জানিয়েছে, বৈরুতের যে ভবনে ইসরায়েল হামলা চালিয়েছে, সেখানে ফুয়াদ অবস্থান করছিলেন।

বুধবার এই তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) গত সপ্তাহান্তে ইসরায়েল-অধিকৃত গোলান মালভূমিতে প্রাণঘাতি হামলার জন্য ফুয়াদকে দায় দেয়। এই হামলায় ১০ থেকে ২০ বছর বয়সী ১২ জন শিশু ও কিশোর নিহত হয়েছে।

হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, গতকাল বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরতলীর এক ভবনে বিমানহামলা চালায় ইসরায়েল। তখন এ ভবনেই অবস্থান করছিলেন ফুয়াদ শোকর। তবে হামলায় তিনি নিহত হয়েছেন কী না, তা নিশ্চিত করেনি হিজবুল্লাহ।

ইতোমধ্যে গোলান মালভূমির হামলার সঙ্গে সম্পৃক্ততার দায় অস্বীকার করেছে হিজবুল্লাহ।

ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ

ইসরায়েলে হামলার নির্দেশ

গ্যালান্ট বলেন, ‘শোকরের হাতে অনেক ইসরায়েলির রক্ত রয়েছে। আজ রাতে আমরা দেখিয়েছি, আমাদের জনগণের রক্তের দাম আছে এবং কোনো অবস্থানই আমাদের বাহিনীর আওতার বাইরে নয়।’

এ অঞ্চলের অপর একটি দেশের একজন জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা কর্মকর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছেন, হামলায় গুরুতর আঘাত পেয়ে নিহত হয়েছেন শোকর।

ফুয়াদ শোকরের বয়স ৬০ বছরের বেশি হবে বলে ধারণা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, ১৯৮৩ সালে বৈরুতে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন সেনাদের ব্যারাকে বোমা হামলার মূল পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন। ওই ঘটনায় ২৪১ মার্কিন সেনা নিহত হন। তাকে ধরিয়ে দিতে ৫০ লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।

হিজবুল্লাহর বিবৃতিতে জানানো হয়, বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলীতে একটি আবাসিক ভবনে হামলা চালায় ইসরায়েল। এই ভবনটি হিজবুল্লাহর অন্যতম ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছিল। হামলার ‘বেশ কয়েকজন নাগরিক’ হতাহত হয়েছে বলে জানিয়েছে লেবাননের সংগঠনটি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ফুয়াদ শোকর সে সময় উল্লেখিত ভবনে উপস্থিত ছিলেন। তবে ফুয়াদের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য জানতে সংগঠনটি এখনো অপেক্ষা করছে।

গতকাল সকালে লেবাননের বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা দক্ষিণের দাখিয়া শহরতলীতে অবস্থিত এই ভবনে পৌঁছায়। সেখানে তারা ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করছিল বলে জানিয়েছেন রয়টার্সের প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক।

হিজবুল্লাহ ঘটনাস্থলের চারপাশে নিরাপত্তা রেষ্ট্রনি বসালেও সীমিত আকারে সাংবাদিকদের ছবি তুলতে ও ভিডিও করার অনুমতি দেয়।

বৈরুতের দক্ষিণে ইসরায়েলের বিমানহামলায় হামাস-ইসরায়েল সংঘাত মধ্যপ্রাচ্যে আরও বড় আকারে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে মত দিয়েছেন বিশ্লেষকরা।

সব মিলিয়ে, চলমান মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনের কোনো সম্ভাবনাই দেখাছেন না বিশ্লেষকরা।

হামলায় বহুতাল ভবনের উপরের অংশটি ক্ষতির শিকার হয়। এ সময় আশেপাশের কিছু ভবন ও সড়কে ভাঙা পাথর ও অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী ধসে পড়ে।

মঙ্গলবার চিকিৎসা ও নিরাপত্তা সূত্র রয়টার্সকে জানায়, ইসরায়েলি হামলায় এক নারী ও দুই শিশু নিহত হয়েছে।

হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরাল্লাহর উপদেষ্টা ছিলেন নিহত ফুয়াদ। গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের জেরে হিজবুল্লাহ-ইসরায়েলের গত ১০ মাসের সংঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন অসংখ্য হিজবুল্লাহ সদস্য। তবে নিহতদের মধ্যে সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ সামরিক সদস্য ফুয়াদ।

গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি ভূখণ্ডে অতর্কিত হামলা চালায় ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাস। এতে এক হাজার ১৩৯ জন নিহত হন। জিম্মি হন প্রায় ২৫০ জন।

এই হামলার প্রতিশোধ হিসেবে সেদিনই গাজায় নজিরবিহীন ও নির্বিচার বিমানহামলা শুরু করে ইসরায়েল। পরবর্তীতে স্থলবাহিনীও এতে যোগ দেয়। গাজার হামাস-নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, চলমান এই হামলায় ৩৯ হাজার ৩৬৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহতের সংখ্যা অন্তত ৯০ হাজার ৯২৩। হতাহতের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা বেড়ে চলছে, যা সাম্প্রতিক সময়ে আরও বেড়েছে।



ARMAN CHOWDHURY, CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-FORMAL TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

7 DAYS OPEN PROVIDER

718-475-5686

87-84 166TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



বিপন্ন বন্যপ্রাণ, বিপদে মানুষ

ড. স্বয়ংদীপ্ত বাগ

বন্যপ্রাণ, আমাদের পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেও দুর্ভাগ্যক্রমে আজ জল, স্থল সর্বত্র কিন্তু ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের একটা বড় অংশ। সর্বকালের অন্যতম সেরা জীববিজ্ঞানী ও প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারউইন একসময় বলেছিলেন, ‘সকল জীবের প্রতি ভালেবাসা মানুষের সবচেয়ে মহৎ গুণ’। কিন্তু মূলত সেই মানুষেরই লাগাতার, নানারকম পরিবেশ বিরোধী কাজকর্মের ফলেই আজ দৈনন্দিন বেঁচে থাকা, এমনকি অনেক সময়, নিজেদের নিছক অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার ক্ষেত্রেও ছমকির মুখে পড়ছে বন্যপ্রাণ। প্রকৃতির নিপুন হাতে সাজানো আমাদের এই মায়াবী গ্রহটিতে একের পর এক হারিয়ে যাচ্ছে নানা উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি, খাদ্যশৃঙ্খলে যাদের গুরুত্ব অপরিসীমা। পরিবেশের সার্বিক অবনমনে ইদানিং পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হওয়ার পথে। দ্রুত বদলিচ্ছে ভূমির ব্যবহার, বাড়ছে শহরাঞ্চল। জাতিসংঘের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, ২০৫০ সালে পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষই নাকি বাস করবে শহরাঞ্চলে। তাহলে বন্যপ্রাণ কী পৃথিবীর বুকে ক্রমশ আরো বেশি করে কোনঠাসা হয়ে পড়বে? বন্যপ্রাণের এই বিপদ প্রাথমিকভাবে বাস্তবতন্ত্র তথা পরিবেশের ভারসাম্যকে চ্যালেঞ্জ জানালেও ক্রমে ক্রমে তার নেতিবাচক প্রভাব কিন্তু স্পষ্ট হচ্ছে অর্থনীতি এমনকি মানুষের সুস্থভাবে জীবনধারণের ক্ষেত্রেও। হবে নাই বা কেন, সবাইকে নিয়েই তো আমাদের এই প্রাণচঞ্চল পৃথিবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত ‘বসুন্ধরা’ কবিতায় যাকে দেখেছেন, ‘সমস্ত প্রাণীর অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবনসমাজ’ হিসাবে। তাই এখনই বন্যপ্রাণ রক্ষায় সূচিত্তিত পদক্ষেপ না করলে, আগামীদিনে আমরা, শুধুমাত্র পরিবেশের মাধুর্য এবং সম্ভলনকেই হারাবো না, যথোমুখি হবে একটি অত্যন্ত প্রতিকূল, প্রাণঘাতী পরিবেশও।

প্রকৃতপক্ষে বন্যপ্রাণ, আমাদের গ্রহের জন্য প্রকৃতির এক অমূল্য উপহারা। ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম সূত্রে জানা যাচ্ছে যে এখন পৃথিবীতে আনুমানিক মোট ৮০ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাস। আবার, পৃথিবীর অগ্রণী বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সংস্থা, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড-এর তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীতে প্রায় ৩ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ, অন্তত ৪০ লক্ষ প্রজাতির কীটপতঙ্গ এবং পাখি ও স্তন্যপায়ী সহ প্রায় ৫০০০০ মেরুদণ্ডী প্রজাতি রয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় ১৫ লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির নির্দিষ্টভাবে নাম ও বর্ণনা পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত, ভারতে ৫৫০৪৮টি উদ্ভিদ প্রজাতি এবং ১০৩২৫৮টি প্রাণী প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে ১২০৯৫টি উদ্ভিদ প্রজাতি এবং ২৮৯৪৮টি প্রাণী প্রজাতি ‘এভেমিক স্পেসিস’ অর্থাৎ যেগুলিকে ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এমনটাই জানা যাচ্ছে বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ও জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সূত্রে। অন্যদিকে, এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফ্লোরা এন্ড ফনা অফ বাংলাদেশ সূত্রে জানা যাচ্ছে যে প্রতিবেশী দেশটিতে প্রায় ৬৫০০টি উদ্ভিদ প্রজাতি এবং প্রায় ৭০০০টি প্রাণী প্রজাতি রয়েছে। প্রাণী প্রজাতিদের মধ্যে কোনো ‘এভেমিক স্পেসিস’ এর কথা এখনও সেভাবে শোনা না গেলেও উদ্ভিদ প্রজাতিদের মধ্যে ২৮টি ‘এভেমিক স্পেসিস’ এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ এনভায়রনমেন্ট-এ।

মাইহোকে, পোকামাকড়, গাছপালা, ছত্রাক, অণুজীবসহ সমস্ত ‘লাইফফর্ম’ বা জীবনের রূপকেই কিন্তু বন্যপ্রাণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ, মানুষের কোনো ভূমিকা ছাড়াই প্রকৃতিতে যে সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ স্বাধীনভাবে বিকাশলাভ করে তাই এককথায় বন্যপ্রাণ। এমনটাই জানা যাচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম সূত্রে। সুতরাং জল, স্থল, মরু, বন, গ্রাম, শহর নির্বিশেষে সর্বত্রই কিন্তু রয়েছে বন্যপ্রাণ। খাদ্য, জ্বালানি, ওষুধ, পোশাক, বাসস্থান থেকে শুরু করে মানুষের নানা ধরণের চাহিদা মেটায় এই বন্যপ্রাণ। এর কোনো বিকল্প নেই। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ৫০০০০ বন্য প্রজাতি বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষের চাহিদা পূরণ করছে। গোটা পৃথিবীতে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে এক জন মানুষ, তার আয় ও খাদ্যের জন্য, বন্য প্রজাতির উপর নির্ভরশীল। প্রায় ২৪০ কোটি মানুষ রামার জন্য কাঠের জ্বালানির উপর নির্ভর করে, যার উৎস আবার সেই বন্যপ্রাণ-ই। এছাড়া বন্যপ্রাণের



নান্দনিক সৌন্দর্যের মূল্যও কিন্তু অপরিসীম যা এই রহস্যময়, শুদ্ধ, অনন্ত বিশ্বচরাচর মাঝে আমাদের পৃথিবীকে সবুজ, সুন্দর, প্রাণচঞ্চল করে সাজিয়ে তুলেছে, স্বকীয় মাধুর্য্যে করেছে অনন্য। ভাবতে অবাক লাগে, বন্যপ্রাণের একাধারে রয়েছে অর্থনৈতিক মূল্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্য, পরিবেশগত মূল্য, নান্দনিক মূল্য এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় মূল্য-যা এককথায় সতিাই অতুলনীয়।

যদিও খুব দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রায়, প্রকৃতিকে মাত্রাতিরিক্ত শোষণের ফলে বাস্তবস্ত্রের পক্ষে আমাদের চাহিদাগুলি ঠিকঠাক পূরণ করা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছে। ইন্টারগভর্নমেন্টাল সায়েন্স-পলিসি প্ল্যাটফর্ম অন বায়োডাইভার্সিটি এন্ড ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, প্রায় ১০ লক্ষ প্রজাতি আজ বিলুপ্তির প্রহর গুনছে। জীববৈচিত্রের উর্বর ক্ষেত্র জলাভূমিগুলির ৮৫ শতাংশ সহ, পৃথিবীর স্থলভাগের ৭৫ শতাংশের প্রকৃতিই, মানুষের অদূরদর্শী কার্যকলাপের ফলে ইতিমধ্যেই বদলে গেছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। চাাধাম হাউস ও ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম সূত্রে জানা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র চাষবাসের কারণে, ২৪০০০ থেকে ২৮০০০ প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। স্থলজ জীববৈচিত্র্যের অনুমিত ক্ষতির ৭০ শতাংশের জন্য কৃষি সম্প্রসারণকেই দায়ী করা হয়েছে জাতি সংঘের কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি-তে। মূলত, বিপজ্জনক রাসায়নিকের প্রভাবে পরাগায়নকারীদের ক্ষতির কারণে, বিশ্বে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তৈরী হওয়া অনিশ্চয়তা, বছরে প্রায় ৫৭৭ বিলিয়ন ডলারের বিপুল ঝুঁকি তৈরী করেছে বলে জানাচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রায় ২৩ শতাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণী ও ১২ শতাংশ পাখি আজ অস্তিত্বের ছমকির মধ্যে রয়েছে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড-এর মতে, প্রকৃতিতে, প্রজাতি বিলুপ্তির স্বাভাবিক হারের তুলনায়, ১০০ থেকে ১০০০ গুন বেশি বিলুপ্তির হার দেখা যাচ্ছে মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে! মূলত, এই কারণে ১৯৭০ সাল থেকে, ‘স্পেসিস পপুলেশনস’ বা প্রজাতির জনসংখ্যায় গড় ৬৯ শতাংশ হ্রাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত, ভারতেও কিন্তু প্রায় ৪৩৮টি উদ্ভিদ প্রজাতি এবং ৬৭৫টি প্রাণী প্রজাতি ছমকির মুখে রয়েছে। জানা যাচ্ছে, বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ও জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সূত্রে। অন্য দিকে, প্রতিবেশী বাংলাদেশেও প্রায় ৩৯৪টি উদ্ভিদ প্রজাতি এবং ৩৯০টি প্রাণী প্রজাতি ছমকির মুখে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার এন্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস সূত্রে।

আসলে, ‘বন্যরা বনে সুন্দর’, কিন্তু আক্ষরিক অর্থে, সেই বনই তো আজ ভীষণভাবে বিপন্ন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, পৃথিবীর

স্থলভাগের তাবৎ প্রাণী ও উদ্ভিদের ৮০ শতাংশের অবস্থানই বনে। কিন্তু ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের আরো পর্যবেক্ষণ, ১৯৯০ সাল থেকে, বিশ্বে বন্যপ্রাণের প্রধান প্রাকৃতিক আবাসস্থল সেই বনভূমিই হারিয়ে গেছে প্রায় ৪২,০০০০০০০ হেক্টর পরিমাণ! ভারতেও ১৯৯০ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ৬৬৮৪০০ হেক্টর বনভূমি নষ্ট হয়ে গেছে বলে জানাচ্ছে ‘ডাউন টু আর্থ’। আর, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সূত্র অনুযায়ী বাংলাদেশে, ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে, প্রতি বছরে ২৬০০ হেক্টর হারে বনভূমি নষ্ট হয়ে গেছে।

তবে শুধু স্থলভাগ নয় পৃথিবীর বিশাল জলভাগেও চিত্রটা একইরকম আশংকাজনক। ইন্টারগভর্নমেন্টাল সায়েন্স-পলিসি প্লাটফর্ম অন বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস এর তথ্য অনুযায়ী, নির্বিচার মৎস্যশিকার ও যথেষ্ট দূষণের ফলে প্রভাবিত হয়েছে মহাসাগরের ৬৬ শতাংশ অঞ্চল। বড়সড় বিপদের মুখে পড়ছে মাছ সহ বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদেরা। সামুদ্রিক মাছের মজুতের প্রায় ৯০ শতাংশ হয় ইতিমধ্যেই পুরোটা ব্যবহৃত হয়েছে অথবা অতি মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে বলে অনুমান ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের। বন্য প্রাণের আর এক সমৃদ্ধ ভান্ডার জলাভূমিগুলি। কিন্তু রামসার কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ডস সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, ১৯০০ সাল থেকে বিশ্বের ৬৪৯০ জলাভূমি নাকি শ্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেছে! ওয়েটল্যান্ড ইন্টারন্যাশনালের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ভারতেও প্রতি পাঁচটি জলাভূমির মধ্যে প্রায় দুটি, গত তিন দশকে তাদের প্রাকৃতিক অস্তিত্ব হারিয়েছে এবং ৪০%- জলাশয়, জলজ প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় গুণমান হুঁইয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ এঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির ডিপার্টমেন্ট অফ আরবান অ্যান্ড রিজিওন্যাল প্ল্যানিং-এর একটি গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৯৮৮ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে, বাংলাদেশের বিখ্যাত জলাভূমি অঞ্চল হাওরে, জলাভূমির পরিমাণ কমেছে প্রায় ৮৭ শতাংশ।

প্রসঙ্গত, আজ ক্রমবর্ধমান জল দূষণ, মাটি দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদি মানবসৃষ্ট নানারকম দূষণ একেবারে নাজেহাল শুধু একা মানুষই নয়, জেরবার গ্রহের বন্য জীবনও। তবে অভিঘাতের বিচারে এক্ষেত্রে অন্তত প্লাস্টিক দূষণের বিষয়টা আলাদা করে উল্লেখ না করলেই নয়। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সূত্রে জানা যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিন্দু মাউন্ট এভারেস্টের শিখর অঞ্চল থেকে শুরু করে মহাসাগরের গভীরতম অংশ মারিয়ানা ট্রেঞ্চে সন্ধান মিলেছে প্লাস্টিক দূষণে। তাই সামুদ্রিক বাস্তবতন্ত্র থেকে স্থলজ আবাসস্থল পর্যন্ত, প্রাণীদের উপর প্লাস্টিক বর্জ্যের প্রভাব কিন্তু ব্যাপক এবং গভীরভাবে উদ্বেগজনক বটেই মনে করছে বিখ্যাত পরিবেশবাদী সংগঠন গ্রিনপিস। এর উপর,

সাম্প্রতিককালে গ্রাম, শহর, দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল নির্বিশেষে, বিদ্যুৎ ও মোবাইল নেটওয়ার্ক এর ব্যাপক সম্প্রসারণও বন্যপ্রাণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে উঠে আসছে। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত বিখ্যাত থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, এনভায়রনমেন্টাল হেলথ ট্রাস্ট বলছে যে পাওয়ারলাইন, সেল ফোন, সেল টাওয়ার এবং ওয়্যারলেস থেকে উদ্ভূত ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্র, পাখি, মোমাছি, বন্যপ্রাণী এবং আমাদের পরিবেশকে প্রভাবিত করে। প্রকৃতপক্ষে, রেডিওফ্রিকোয়েন্সি-ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্রগুলি, বন্যপ্রাণীর উপর বিভিন্নরকমের জৈবিক প্রভাব ফেলবার ক্ষমতা রাখে। এমনটাই জানা যাচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি লেটারস-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে। প্ল্যান্টস জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা নির্দিষ্টভাবে বলছে যে দীর্ঘ সময় ধরে রেডিওফ্রিকোয়েন্সি-ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্রে থাকলে নাকি তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া এবং বিকাশের উপর।

তবে বন্যপ্রাণের বিড়ম্বনার ক্ষেত্রে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবটি বোধহয় ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ওয়ার্ল্ড মিটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশনের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বায়ুর উত্তাপ বৃদ্ধিকারী গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির পরিমান, ২০২২ সালেই রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। মহাসাগরের তাপমাত্রাও, এবছর ফেব্রুয়ারিতে রেকর্ড উচ্চতা স্পর্শ করেছে বলে জানা যাচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের তথ্য থেকে। আবার, জাতি সংঘের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, বিশ্বব্যাপী, প্রতি বছর প্রায় ৩৭ কোটি হেক্টর জমি পড়ে যাচ্ছে দাবানলের কারণে। বন্যপ্রাণ ও তাদের আবাসস্থলের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক এই দাবানলের বাড়বাড়ন্ত, অনেকটাই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। জাতি সংঘের অনুমান, ২০৫০ সালের মধ্যে বড় দাবানলের ঘটনা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়েতে পারে, যা বন্যপ্রাণের কাছে নিঃসন্দেহে এক অশনি সংকেত। এছাড়া ইতিমধ্যেই, অবিস্থাস্য রকমভাবে বেড়েছে বজ্রপাতের ঘটনা। নেচার কমিউনিকেশনস জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, বিশ্বব্যাপী মোট বজ্রপাতের ঘটনা ৪৩ শতাংশ বেড়ে গেছে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, আরও ঘন ঘন এবং তীব্র বরা, ঝড়, তাপ প্রবাহ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, হিমবাহ গলে যাওয়া এবং সমুদ্রের উষ্ণতা সরাসরি প্রাণীদের ক্ষতি করতে পারে, তাদের বসবাসের স্থানগুলিকে ধ্বংস করতে পারে। এছাড়া, মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘর্ষ বৃদ্ধিতে জলবায়ু পরিবর্তন আরো ইন্ধন জোগাবে

বলেই জানা যাচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন নিউজ সূত্রে। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে, মূলত ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন এবং শস্যক্ষেত্র, শহরাঞ্চল, পরিকাঠামো ইত্যাদি প্রসারের কারণে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের সংকোচন, প্রাকৃতিক সম্পদগুলির অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ, আক্রমণাত্মক আগন্তুক প্রজাতির আগমন (যেমন, কুড়জু লতার পূর্ব এশিয়া থেকে উত্তর আমেরিকায় পৌঁছানোর পর, সেখানকার দেশীয় গাছপালার উপর দ্রুত বিস্তার এবং সেগুলির মারাত্মক ক্ষতিসাধনের মতো কাজ), বন্যপ্রাণীর নির্বিচার হত্যা, বন্যপ্রাণের অবহেলা ও তাদের নিয়ে অবৈধ ব্যবসা ইত্যাদির কারণেই বিশ্বে বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিগুলি ক্রমাগত কোনঠাসা হচ্ছে ও বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রসঙ্গত, ইন্টারপোলের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত বিশাল এই অবৈধ ব্যবসার পরিমান বছরে নাকি ২০ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১৬৫৭৬৫ কোটি টাকা! সর্বমিলিয়ে, বন্যপ্রাণের বিপন্নতায় গোটা বিশ্বে বহুকাঙ্ক্ষিত সেই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যটাই আজ যেন বিশ বাঁও জলে!

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আজ এই পরিস্থিতিতে কিভাবে বাঁচবে বন্যপ্রাণ? হ্যাঁ, এইজন্য একদিকে যেমন ভূমির অবাঞ্ছিত ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ ইত্যাদি রুখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, অন্যদিকে নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে, পরিবেশ অনুকূল টেকসই কৃষি, টেকসই উন্নয়ন এবং বন্যপ্রাণের যথাযথ সংরক্ষণের লক্ষ্যে। জাতি সংঘ, বিভিন্ন দেশের সরকার ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে নিয়ে এই বিষয়ে কাজ করে চলেছে বছরভর। জাতিসংঘের আহবানে, প্রতিবছর ৫ মার্চ দিনটি, গোটা পৃথিবী জুড়ে পালিত হচ্ছে ‘বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবস’ হিসাবে। মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করা এবং সারাবছর ধরে প্রাণী ও উদ্ভিদ নিয়ে ধারাবাহিক শিক্ষা ও বিভিন্ন কার্যক্রমকে উৎসাহ জোগানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি, ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরোর সঙ্গে সমন্বয় করে বন্যপ্রাণের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য যথাাস্থ্য প্রয়াস করে চলেছে। দেশে-বিদেশে সক্রিয় রয়েছে নানা বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও। যেমন ভারতে রিলায়েন্স, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার এর সহযোগিতায় ‘ভানতারা প্রকল্প’ নামে গড়ে তুলছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র।

কিন্তু এতো কিছুর পরেও, বন্যপ্রাণের এই চিন্তাজনক অবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে প্রত্যেকটি মানুষকেও, ব্যক্তিগতভাবে, তাদের নিজেদের অবস্থান থেকে যতটুকু করা সম্ভব তা করতে হবে। যেমন, আমরা, আমাদের সাধা অনুযায়ী কোনো বন্যপ্রাণীকে দস্তক নিতে পারি অথবা কোনো বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সংস্থায় স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যুক্ত হয়ে সময় ও শ্রম দান করতে পারি। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, চিড়িয়াখানা, আকোয়ারিয়াম ইত্যাদি নিয়মিত পরিদর্শন করতে পারি, বন্যপ্রাণকে আরও কাছ থেকে জানা, বোঝা এবং তাদের সঙ্গে মানসিক বন্ধন ও ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করার জন্য। খুব একটা চাপের মধ্যে না গিয়েও, বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত কোনো কর্মকান্ডের পাশে থাকতে পারা যায়, সাধা অনুযায়ী অর্থনৈতিক সহায়তা নিয়ে। বন্যপ্রাণীদের কোনোরকম নিগ্রহের উপর নজরদারি করতে পারা যায় বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের সহযোগিতায়। এছাড়া, স্থানীয়ভাবে গাছ লাগানো, জলাভূমি রক্ষা করা বা নিজেদের এলাকাকে আবর্জনামুক্ত করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেও কিন্তু আরো সক্রিয় হতে পারি আমরা। প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের সর্বব্যাপী কর্মকাণ্ডে কার্যত কোনঠাসা বন্যপ্রাণের জন্য, ব্যক্তিগতস্তরে এই ধরণের উদ্যোগ ও ভালোবাসা কিন্তু আজ একান্ত প্রয়োজন। ভুলে গেলে চলবে না, বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ ও লেখক, জয় অ্যাডামসন-এর অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এই উক্তিটি, ‘বন্যপ্রাণ এমন একটি জিনিস যা মানুষ তৈরী করতে পারে না। একবার চলে গেলে চিরতরে চলে যায়’। তাই আর বিষয়টা শুধুমাত্র অমূল্য বন্যপ্রাণকে রক্ষা করা নয়, আদতে তার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য ও গুণাগুণ বজায় রাখা, নিজেরা ঠিকঠাকভাবে বাঁচা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর, প্রাণবন্ত একটা পৃথিবীকে নিশ্চিত করা। এমন প্রশ্ন একটাই, আমাদের সদিচ্ছার যথাযথ প্রতিফলনটা কবে দেখা যাবে আমাদের কাজে?

নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অভাব

ওয়াইদুজ্জামান বকুল

বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অভাব এক গভীর সমস্যা হিসেবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। প্রতিদিন্যত আমরা বিভিন্ন মাধ্যম ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি। পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদ সহ সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মধ্যে এই অবক্ষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে নতুন প্রজন্মের সামনে এক ভয়ানক নৈতিক সংকট দেখা দিচ্ছে, যা সবার জন্যই উদ্বেগের কারণ।

পরিবার হলে একটি শিশুর প্রথম শিক্ষালয়। কিন্তু যখন একটি শিশু দেখে তার পিতা-মাতা আর্থিক অনিয়ম বা নৈতিক বিচ্যুতি করছেন, তখন তার মনে এক ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। শিশুরা তাদের আশেপাশের মানুষদের কাছ থেকে শিখে, এবং পিতা-মাতার কর্মকাণ্ডই তাদের মূল আদর্শ হয়ে ওঠে। যদি সেই আদর্শ ভেজাল থাকে, তবে সন্তানও সেই ভুল পথে পা বাড়াবে।শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের নৈতিক স্বলন বর্তমান সম়ের একটি গুরুতর সমস্যা।

শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শ হতে পারেন না, যদি তারা নিজেরাই নৈতিকভাবে সং না থাকেন।

একজন শিক্ষক যদি ঐনৈতিক কাজ করেন বা দুর্নীতিতে জড়িত থাকেন, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা কমে যায় এবং তারা ভুল পথে পরিচালিত হয়।

রাজনীতি এবং সামাজিক নেতৃত্বে নৈতিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতিবিদদের মধ্যে সং ও নৈতিক নেতৃত্বের অভাব সমাজে একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যখন রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন এবং দুর্নীতিতে লিপ্ত হন, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের সংকট সৃষ্টি হয় এবং তারা ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। এইসব নৈতিক অবক্ষয় থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পরিবারের মূলনীতি ও শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া। পিতা-মাতাদের উচিত নিজেদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার উন্নতি ঘটানো এবং সন্তানদের সামনে আদর্শ স্থাপন করা। তাদের আচরণ ও মূল্যবোধের মাধ্যমে সন্তানদের শোখানো উচিত কীভাবে সং ও ন্যায়ের পথে চলতে হয়।

শিক্ষকদেরও তাদের নৈতিক মান উন্নত করতে হবে। শুধুমাত্র শিক্ষাদানের মাধ্যমেই নয়, তাদের আচরণ, বক্তব্য এবং নৈতিক মান উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। একটি সং ও নৈতিক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ হতে পারেন

এবং তাদের জীবনে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন। আমাদের সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অভাব এক গভীর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু এটি দূর করা অসম্ভব নয়, যদি আমরা সবাই নিজেদের নৈতিক শিক্ষা উন্নত করি এবং আদর্শ স্থাপন করি। নতুন প্রজন্মকে নৈতিকতার পথে পরিচালিত করতে হলে আমাদের নিজেদেরই হতে হবে তাদের জন্য আদর্শ। তবেই সমাজে ফিরে আসবে নৈতিক মূল্যবোধ ও সং জীবনযাত্রার মান। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের নৈতিক মান উন্নত করা এবং একটি সং ও নৈতিক সমাজ গঠন করা। তবেই আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত ও ন্যায়ের সমাজ রেখে যেতে পারব।

নৈতিকতার অবক্ষয়, মূল্যবোধের অভাব এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কথা বলছি। আমরা এমন এক দেশে বাস করি যেখানে সাফল্য আমাদের চরিত্রের বিষয়বস্তুর পরিবর্তে সম্পদ, ক্ষমতা এবং খ্যাতি দ্বারা পরিমাপ করা হয়। আমরা এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি করেছি যেখানে প্রতারণা, মিথ্যা বলা, ঘুষ, দুর্নীতি এবং পুঙ্কর চুরি করাকে এগিয়ে যাওয়ার গ্রন্থাযোগ্য উপায় হিসাবে দেখা হয়। মূল্যবোধের অভাব আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্পষ্ট।আমরা এমন একটি

সমাজে পরিণত হয়েছে যেটি মানুষের সহানুভূতির চেয়ে সুবিধা এবং লাভকে মূল্য দেয়। কিন্তু মূল্যবোধের এই অভাবের পরিণতি কী?

আমরা তাদের সেই দুর্নীতিতে দেখি যা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে জর্জরিত করে, এবং পরিবেশগত অবক্ষয়ের মধ্যে যা আমাদের অস্তিত্বকে ছমকির মুখে ফেলে।কিন্তু এটা সব ধ্বংস এবং অন্ধকার নয়।আমরা পথ পরিবর্তন করতে পারি।এবং বিশ্বাস করি যে আমরা এমন একটি সমাজ তৈরি করতে পারি যা নৈতিকতা, সহানুভূতি এবং সামাজিক দায়িত্বকে মূল্য দেয়। এমন একটি সমাজ যেখানে সাফল্য পরিমাপ করা হয় বিশ্বে আমাদের ইতিবাচক প্রভাব দ্বারা?

তাহলে আমরা কি করতে পারি?

প্রথম এবং সর্বাগ্রে, আমাদের অবশ্যই আমাদের জীবনে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে এবং অবশ্যই আমাদের সন্তানদের সততা, এবং নৈতিকতা শেখাতে হবে। আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার মূল্য স্বীকার করতে হবে। আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে আমাদের কর্মের পরিণতি রয়েছে।আমাদের অবশ্যই আমাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে এবং আরও ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই দেশ তৈরির জন্য কাজ করতে হবে।

সমাজে মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার অভাব একটি সংকট যা সকলকে প্রভাবিত করে। আসুন আমরা একটি উন্নত ও ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য একসাথে কাজ করি।এমন একটি ভবিষ্যত যা নীতি, মূল্যবোধ এবং সাধারণ ভালোর প্রতি অঙ্গীকার দ্বারা পরিচালিত হয়।

একজন সং ব্যক্তি, অসংখ্য চ্যালেঞ্জ এবং অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সততা বজায় রাখেন।এই সং ব্যক্তি একটি শক্তিশালী নৈতিক কম্পাস প্রদর্শন করেছেন।ব্যক্তিগত লাভ বা সুবিধার জন্য তাদের মূল্যবোধের সাথে আপস করার প্রলোভনকে প্রতিরোধ করে থাকেন। অনাদর্শ, একজন অসং এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি অন্যের মঙ্গলের চেয়ে নিজের স্বার্থ এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।তারা সাফল্য বা সম্পদ অর্জন করতে পারে, কিন্তু এটি প্রতারণা, কসাসাজি এবং শোষণের ভিত্তির উপর নির্মিত। দুর্নীতি এবং অসততা সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে, কারণ নৈতিক মূল্যবোধের সাথে আপোস করা হয়।সততার মূল্যায়ন করে আমরা এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি করতে পারি যেখানে সত্য এবং স্বচ্ছতা পুরস্কৃত হয় এবং দুর্নীতি ও অসততাকে শাস্তির মাধ্যমে নিরুৎসাহিত করা হয়।

সামাজিক সম্পর্কের দায় ও চাপ

দিনা ফেরদৌস

সমাজে চলতে গেলে সমাজের মানুষের সাথে একটা সম্পর্ক রেখে চলতে হয়। হয়ত সব সম্পর্ক আমাদের মনের মত হয় না, সবার সাথে আমাদের যায় না, তবে সামাজিক সম্পর্ক গুলো অস্বীকারের উপায় নেই। কেউ কেউ খুব সহজেই বলতে পারেন; কোন কারণ ছাড়াই তাকে আমার ভালোলাগে না। একেবারে কারণ ছাড়া কাউকে ভালো না লাগার কোন কারণ নেই। হয়ত সেই মানুষটি সম্পর্কে পূর্বে কেউ কোন বাজে ধারণা দিয়েছে কেউ অথবা দূর থেকে এমন কোন আচরণ চোখে পড়েছে কিংবা প্রথম দর্শনেই কোন আচরণে বিরক্তি লেগেছে। প্রতিটি মানুষের চলার, বলার নিজস্ব কিছু স্টাইল আছে। কারো কারো ধারণা বেশি ফটর ফটর করলেই মানুষ খুব আন্তরিক ভাবে। ফলে প্রথম দর্শনেই ব্যক্তিগত গ্রন্থ করে বসেন। বাড়ি কোথায়, থাকেব কোথায়, বাচ্চাকাচ্চা কয়জন, বিবাহত কি না, এমনকি মোবাইল নাম্বারও সহজে চেয়ে বসেন। এতে করে যারা সেই ব্যক্তির মতো নন, তারা বিরক্ত হন। সেই ধরণের লোকের সাথে দেখা হলে এড়িয়ে চলেন। ভিন্ন হতেও দেখা যায়। দুইজন ফটর ফটর ব্যক্তি যদি এক জায়গায় হয়ে যান, ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিশেষ করে আলাপের বিষয় যদি কাছাকাছি হয়। তাই কারো সাথে খাতির জম্বাতে গেলে মানুষ সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা চাই। এইখানে বলার জায়গা নেই তিনি খুব সরল; তাই স্থান, কাল, পাত্র না ভেদে কথা বলেন। কে সরল আর কে গরল হবে সেটা ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়। সরল পরিবেশে থেকে ব্যক্তি যেমন সরল হয়ে উঠেন; তেমনি জীবনে তিক্ত অভিজ্ঞতার সন্মুখীন হতে হতে নিজেকে নিরাপত্তাহীন ভাবার ফলেও মানুষ গরল বা জটিল হয়ে উঠেন।

অনেকেই আছেন ছটহাট কাউকে আপন করে নিতে পারেন না। চলতি পথে একটা দেয়াল টেনে চলেন তারা। ফলে তাদের অহংকারী মনে করি। প্রতিবেশির কাছে, সহজ ও নিরহংকারী হতে গিয়ে শেষে বিপদে পড়েছিল আমার এক বান্ধবী। পাশের বাসায় নতুন পরিবার এসেই প্রথমে এমনভাবে খাতির জম্বাতে শুরু করলেন; খাতিরের মর্ম বুঝতে সময় লেগেছিল, এটা সামাজিক খাতির নাকি সুবিধা আদায়ের খাতিরি। একসময় বিরক্তি ও তিক্ততার সাথে খাতির শেষ হয়েছে। প্রতিবেশির প্রতি দায়িত্ব বলে বলে নিজেদের ছোট বাচ্চাকে সারাক্ষণ আমার বান্ধবীর বাসায় রেখে দিয়ে তারা বিন্দাস নিজেদের বাইরের কাজ করতেন। একি ঝুলে বান্ধবীর বাচ্চারাও পড়ার কারণে, আমার বান্ধবীর উপর ওদের বাচ্চাকে আনা নেয়ার দায়িত্বও ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রতিবেশীদের কথা, পাশাপাশি থাকলে এটা করতেই হয়। ওরা চাইত যে আমার বান্ধবীও মাঝেমাঝে ওদেরকে দিয়ে এটা সেটা করাবে। বান্ধবীর এইসব ব্যাপারে আগ্রহ কি



না, সে কি চায় অথবা তার বাসায় এখন কি পরিস্থিতি, সেটা নিয়ে প্রতিবেশিদের কোন চিন্তাই নেই। যার কারণে সম্পর্ক ত গড়েই উঠেনি, একপাক্ষিক সুবিধা আদায় হয়ে উঠেছিল বিরক্তিকর। কিছু মানুষ আছেন, সম্পর্ক চিপে রস বের না করা পর্যন্ত না ছাড়েন না।

যেকোন বিপদে মানুষ মানুষের কাছে আসবে, পাশে থাকবে, মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, মানুষ মানুষের সহযোগীতা প্রত্যাশা করবে, এটার মধ্যে সৌন্দর্য আছে। কিন্তু নিজের প্রতিদিনের সমস্যা নিয়ে গিয়ে যদি কাউকে সব সময় বিরক্ত করি, সেটা অসুন্দর হয়ে যায়। প্রতিদিনের সমস্যার সমাধান নিজেদেরই বের করে নিতে হয়। আমরা সেটা না করে মনে করি, কেউ যখন আমাদের জন্যে একবার কাজটি করছে, বার বার করলে সমস্যা কোথায়, এটা করা তার দায়িত্ব; বলে নিজের করণীয় কাজটির দায়িত্ব অন্যের উপর ছেড়ে দেই। একবারও ভাবি না, সেই ব্যক্তির সাথে দেখা না হলে কিভাবে নিজের কাজের সমাধান করতাম।

মানুষের মনে কখন কি ভাবনা কাজ করছে

যেকোন বিপদে মানুষ মানুষের কাছে আসবে, পাশে থাকবে, মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, মানুষ মানুষের সহযোগীতা প্রত্যাশা করবে, এটার মধ্যে সৌন্দর্য আছে। কিন্তু নিজের প্রতিদিনের সমস্যা নিয়ে গিয়ে যদি কাউকে সব সময় বিরক্ত করি, সেটা অসুন্দর হয়ে যায়। প্রতিদিনের সমস্যার সমাধান নিজেদেরই বের করে নিতে হয়।

বলা মুশকিল। সবার সাথে সবার যাবে না, এটা আগে মানতে হবে। কারো সাথে যখন আমাদের পরিচয় হয়, চিন্তায় একটু মিল খুঁজে পাই, তখনই প্রত্যাশা তৈরি হয়। ধরে নেই তার সাথে আমার সব কিছুতে মিলতে হবে। কিছু না মিললে রাগ হয়। এইভাবে ভাবিনি তাকে। ব্যক্তির পিছনে আমরা

লেগে যাই। অমুক এইভাবে চলেন, তমুক সেইভাবে বলেন, বলে গছিপ ছড়াই। গুলিয়ে ফেলি; কোনটা আন্তরিক সম্পর্ক, কোনটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আর কোনটি শুধু দেখা হলে হাই, হ্যালো বলা সামাজিক সম্পর্ক। কাছাকাছি ব্যক্তিত্বের মানুষ হলে সম্পর্ক আপনাতাই গড়ে উঠে, বছরে একবার দেখা হলেও জড়িয়ে ধরে শান্তি মিলে। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু না হলেও বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে কিছু মানুষের সাথে অনেকদিন চলার ফলে। এটা কোন চাপ থেকে নয়, বরং মনের মিলই সম্পর্ক তৈরি করে নেয়। তাদের সাথে দেখা হলে আরাম লাগে, মান্তি করা যায়, কথার বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়। আর কিছু মানুষ আছেন যাদের সাথে কি বলা যায় খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

পরিচিত এক আপা আছেন, তার সাথে দেখা হলেই ফালতু কথা শুন্যার ভয় লাগে। আপার বেশিরভাগ গল্পই হচ্ছে; এই সাপ্তাহে কতজনের বাসায় দাওয়াত খেলেন, কোথায় কোথায় বেড়াতে গেলেন, কাদের দাওয়াত করে খাওয়ালেন, আমেরিকাতে তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ডজন

ডজন কাছের মানুষ আছেন, সাথে এটার সাথে ওটা জোড়া লাগিয়ে পাণ্ডিত্য ফলানো'ত আছেই। কথা শুনলে মনে হবে বিশাল শিক্ষিত, বিশাল সামাজিক, জানেন অনেক, বাচ্চাদের পড়াশোনা নিয়ে খুব সিরিয়াস। ভাবনা পর্যন্ত সবই ঠিক, কিন্তু দেখা হলেই যখন একি বস্তাপঁচা গল্প বার বার শুনতে হয়, তখন শুন্যার আগ্রহ আর থাকে না। খেয়াল করে দেখেছি, তিনি যা বলেন বেশিরভাগই নিজেকে শো করতে গিয়ে মিথ্যা বলেন। কয়েকবার এইসব মিথ্যা ভেলকিবাজির কথায় ধরা খেয়ে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলেছেন। যার কারণে উনার সামনে পড়লে ভাত, ভর্তা ,ভাজি, গাছ, ফুলের গল্পের বাইরে কিছু করি না। আমার মতো বেকুব, মাকাল ফলাকে ভড়ং এর গল্প শুনিয়ে; আফসোস জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন ভেবে আপা বেশ আরাম পান, সে বুঝি। তবে আপার কখনো জানা হবে না, এইসব রিপোর্টেশন গল্পের কারণে তাকে কেমন লাগে।

বিশেষ করে, বিদেশবাড়ি মানেই আমরা ধরে নেই সব বাঙালি ভাই ভাই। বিদেশের মাটিতে সকলে সমান। কিন্তু এটা কোন কালেই সম্ভব নয়। কেউ কেউ খুব সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসছেন, উদ্দেশ্যে কোনভাবে নিজেরা কষ্ট করে হলেও বাচ্চাদের উন্নত একটা জীবন দেয়া, পড়াশোনা করানো। কেউ কেউ খুব এলিট শ্রেণি থেকে এসেছেন। নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ে নিজেরাও উন্নত জীবন যাপন করছেন, বাচ্চারাও করছে। রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণেও অনেক ভাগ হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ আছেন পড়াশোনায় ধারে কাছেও নেই। নিজেরাও যেমন অনুরত জীবন যাপন করেছেন, বাচ্চাদের নিয়ে কোন ভবিষ্যতের প্ল্যান নেই। দেশে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেয়াই শেষ উদ্দেশ্য। আর গল্প হচ্ছে দেশে কত বিধা জমি আছে, দাদার জমিদারী ছিল, আমরা অমুক বংশের লোক। এই তিন শ্রেণির কারো সাথেই কারো যাবে না। তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা সমাজ আছে, বন্ধু আছে। মানুষের ক্যাটাগরি অনুসারে প্রত্যেকেই যার যার সমাজ নিয়ে চলেন। তাই যেকোন জায়গায় সুন্দর সম্পর্ক রেখে চলতে হলে কথাবার্তায় একটু সতর্ক থাকা চাই। মানুষের সাথে খাতির জমাবার আগে তাদের সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা চাই। সমাজে থাকলে কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে, তবে সেই দায়বদ্ধতা যাতে চাপে পরিণত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

মনে রাখতে হবে, বাইরের মানুষের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হলে, প্রথমে দূরত্ব বজায় রেখে চলা জানতে হবে। সাথে প্রত্যাশা না রেখে চলতে হবে। বিনা কারণে বা ছোট ছোট কারণে কাউকে যাতে বিরক্ত করা না লাগে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। তবেই ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে , সামাজিক সু-সম্পর্ক বজায় রেখে চলা সম্ভব।



SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইটস ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

➤ আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট

➤ আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না

➤ আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি

➤ আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান

➤ আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে

আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange App.

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DFS NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেল করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেল সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-544-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস দিন - আপনাকে সেবা করার সযোগ দিন

জহিরালী ভেবেছিল

তমিজ উদ্ দীন লোদী

জহিরালী ভেবেছিল স্বাধীনতা এলে সবুজ বৃক্ষ থেকে নিঃসৃত অক্সিজেনে প্রাণভরে শ্বাস নেবে সম্পদের সুখম বন্টন হবে আর কোনো ২২ পরিবার হবে না

জহিরালী ভেবেছিল রাষ্ট্র সুরক্ষা দেবে তাকে বিচারালয়গুলো মুখিয়ে থাকবে ন্যায়বিচারের জন্য জানালা খুলে দরজা খুলে ঘুমুবে রাতে
আহা সরল জহিরালী, ভেবেছিল এখন তো আর কোনো বিদেশী নয় আমরা আমরাই তো ! আমরা আর শোষিত হবো না, কোনো শোষক থাকবে না
আমরা গণতন্ত্র পাবো আমরা ভালবাসব, প্রেম করবো বসন্তের বাতাস গায়ে লাগিয়ে ফুরফুরে ঘুরে বেড়াব

আমাদের কেউ আমাদের বুকে গুলি চালাবে না এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে না বুক আমাদের রাস্তায় নামবে না ' দানবের মতো চিৎকার করতে করতে কোন জলপাই রঙ ট্যান্ড '

জহিরালী ভেবেছিল, সরল জহিরালী ভেবেছিল।

চাঁদের অমাবস্যা

আলতাফ শাহনেওয়াজ

বাড়ির উঠোনজুড়ে আটপোঁরে গল্পের মতন সক্রুণ এই চাঁদ
আম্মার চোখের সব উৎকর্ষা ছুঁয়ে আলো দেয়, সেই যে মানুষ—
বাজারে গিয়েছে আমার ভাই, পাশে তার ছায়া, ওই ছায়াকে তুমি রোজই তুলে নিয়ে যাও
ভয় দেখাও পেটাও এবং কয়েদ করার পর ভাবো
কেউ নেই আর আম্মার চোখের ভেতরে;

আমার ছায়াকেও তুমি গাড়িতে ওঠাও প্রতিদিন
তুলে নিয়ে চোখ বাঁধো

দাঁড় করাও দুনিয়ার চৌচির চাঁদের নিচে

কিন্তু ছায়াটা কিছুই দেখতে পায় না,

সবার চোখের মধ্যে রক্তজমাট কালো কাপড়, তুমিই বেঁধেছ;

বাঁধাছাদা সব শেষে ইন্টারনেট অফ করে এমনকি বন্ধ করে ঘরের জানালা-দরজাও
তুমি আমাদের গান গাইতে বেলো ঘরে;
ঘরে তবু রাতদিন তোমার লোকেরা আসে—
বলে, ভাই কোথায়?
অথচ ভাইয়ের ছায়াকে তুমিই না তুলে নিয়ে গেছ
গতরাত নাহয় পরশু
অথবা একটু একটু করে
বছ বছর ধরে...
তখনো অসমান আসমানে ছোপ ছোপ লাল কেরোসিন ঢেলে আলো বুনছিল চাঁদ

সেই চাঁদের আলোকেও এখন তোমার ভয়?
রাতে রাতে তুমি তাই ভাই আর বোনের যমজ ছায়ার সাথে
চাঁদের ছায়াও খুঁজে মরছ ঘরে—
অমাবস্যার ভাঙা সংসারে...

পৃথিবীর জরায়ু

ফারজানা ইয়াসমিন

পৃথিবীর জরায়ু পথে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, তাই তো হচ্ছে জন্ম ভয়কের দানব সন্তান।
রক্তের কণিকায় শুধু ছাই ভন্ম আত্মা, মানুষের রক্ত পান করে রক্তপিপাসু তারা।
লাল সবুজের প্রতীকী মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে চলেছে, অস্তিত্বে দেওয়া আঘাতের উত্তর দিতে হিংস্র হয়ে গেছে।
অশুভশক্তি নির্ধুর করে তুলেছে প্রিয় মাতৃভূমি, প্রকৃতির রূপ বদলের খেলায় ধ্বংসের চিহ্ন মানবকূলে।
চারিদিকে মৃত্যুর খেলায় মত্ত যেন মাতৃভূমি, ক্ষণে ক্ষণে আতঙ্ক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে প্রাণে।
রক্তে রঞ্জিত রাজপথ যেন ঢেউ খেলা নদী, সাঁতরে পাড়ে উঠতে আজ লড়াই নিরবধি।

আমি সেই পদদলিত লাশ

সুমন শামসুদ্দিন

হ্যাঁ, আমি সেই নিপীড়িত লাশ!
যাকে তোমরা হত্যা করেছো বাহন্নতে!
আমি লাশ হয়েই গর্জে উঠেছি,
শীর্ণ লাশ হয়ে তোমাদের কদর্যমুখে লাথি মেরে
অর্জন করেছি জিহ্বার অধিকার!

হ্যাঁ, আমি সেই ধর্ষিত লাশ!
যাকে তোমরা হত্যা করেছো একান্তরে-
মায়ের কোলে, লাল-সবুজ আচলের নিচে!
তারপর আমি সহস্র লাশ হয়ে
তোমাদের জঘন্য শ্রোণীদেশে রাইফেলের বাট দিয়ে
লাথি মেরে তাড়িয়েছি আমার বাড়ি থেকে!

হ্যাঁ, আমি নির্ধাতিত সেই পুরনো লাশ!
সশস্ত্র বাহিনীর নির্মম শিকার,
নকবইতে যাকে পুনরায় হত্যা করেছো!
আমি সর্গৌরবে আসন পেতেছি-
তোমাদের মুখে, হৃদয়ে, কৃষ্টিতে!

হ্যাঁ, আমি সেই নিষ্পাপ অপাপবদ্ধ লাশ!
চক্ৰিষে পুনর্বীর নিহত হলাম
জিঘাংসার রোষানলের আগুনে!
তারপর তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলাম-
তরুণ অস্থি-মাংসের নাগরিক অধিকার!

কিন্তু তোমাদের মগজে তো মধ্যযুগের ফসিল,
তোমাদের চক্ষে অগ্নি-ছতামাহ!
তোমাদের বক্ষে পাথর-হাবিয়াহ!
তোমরা কি তাহলে ক্ষিপ্তবং? মৃতবং?
আমাকে আর কতবার হত্যা করবে?

বারংবার, প্রতিবার নিহত হয়েও
শান্ত হয়ে বসে থাকবো আমি-
তোমাদের সংবিধানে, আফিস আদালতের নথিতে,
তোমাদের মন্ত্রণালয়ের উর্বর মস্তিষ্কে !
তোমাদের ব্যক্তিগত কার্যালয়ের ভাগাড়ে!
তোমাদের সৌচাপারের যন্ত্রণায়!
বসে থাকবো তোমাদের নাস্তার প্লেটে,
তোমাদের অভিজাত গাড়িতে,
তোমাদের সৌখিন বসনেই পাবে আমাকে
নিরস্ত্র, নিগৃহীত, নিস্তরু ৩৬৫ দিন!

কিভাবে ঘুমাবে, এই ভয়াহীন লাশ ছাড়া?

মুঞ্চ , তোমাকে যখন এই চিঠি লিখছি তখন আমার করতলে, সেলফোনের নীল আলোর নিচে, তোমার বন্ধু রবিউলের একটি রক্তাক্ত স্ট্যাটাস, বলাই বাহুল্য এই রক্ত তোমারই বুক থেকে নেমে এসেছে এবং সেই রক্তে এখন ভেসে যাচ্ছে বাংলাদেশ।
রবিউল লিখেছে, যখন তোমরা দুই বন্ধু স্বপ্নপুরি আবাসিক প্রকল্পের এক টিনশেডে থাকতে, রাতের কুয়াশা জমে জমে ভোরের দিকে টিনের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তো তোমাদের লেপের ওপর, তোমাদের জীর্ণ তোষকের ওপর, এই রকম একটা দিন আমারও ছিল।
সত্তুরের দশকে, আশির দশকের গুরুর দিকে, ঢাকার শহরতলী বাড্ডার এক টিনশেডে আমিও বেড়ে উঠেছি,
শীতের জমানো কুয়াশায় অজু করে তখন জেগে উঠত প্রতিটি ভোর, সেই দারিদ্রের মধ্যে ছিল স্বপ্নের উষ্ণতা, মায়ের স্নেহ, পিতার ভালোবাসা, ভাই-বোনের আলিঙ্গন, স্বপ্নের ওমে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হচ্ছিল আমার কৈশোর।
আজ, দু'হাজার চক্ৰিশ সালের জুলাই মাসে, নিস্তরুতার গভীরে ডুবে থাকা এক ভোরবেলা, নিউইয়র্কের একটি সুসজ্জিত লিভিংরুমে বসে রবিউলের স্ট্যাটাস পড়তে পড়তে
আমার দুচোখে জমা হচ্ছে স্বপ্নপুরির সেই কুয়াশা, ভিড় করছে দুরের বাড্ডার কুয়াশাবিন্দুরা, চশমার কাচ অতি দ্রুত ঘোলা হয়ে যাচ্ছে, আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে।
চশমার নিচে জমা হওয়া কুয়াশারা ক্রমশ ভারী হতে থাকে; এবং এক সময় ওরা নিজদের চেয়ে বড়ো হয়ে যায়, চোখের সীমান্ত পেরিয়ে তখন নেমে আসে অপমানে লাল হয়ে ওঠা আমার দুই গালে; এরপর সেই স্রোতধারা হরহর করে ছুটে যায় আরো গভীর কোনো বেদনাকেন্দ্রের দিকে, সেই পবিত্র কুয়াশার জল গড়াতে গড়াতে ছুটে চলে আমারই বুকের বাঁ দিকটা লক্ষ্য করে; সম্ভবত এখন আমি কিছুটা বাঁ দিকে ঝুঁকে বসেছি,
জলরা কখনো ব্যাকরণের অবাধ্য হয়েছে, এমন বসিনি।
এবার ওরা ধমকে দাঁড়ায় ঠিক সে জয়গাটিতে, যেখানে আমার সদ্য মেরামত করা হৃদয় প্রচণ্ড ক্রোধে রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মতো ধরাস ধরাস করে লাফাচ্ছে, হয়ত আমার নতুন হৃদয়খানি এক আশ্চর্য চৌম্বক শক্তি অর্জন করেছে।

মুঞ্চ , তোমারই মতো আমিও একটি জীর্ণ টিনশেডে বেড়ে উঠেছি, স্বপ্নের পথে ছুটতে ছুটতে আজ আমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি?
একেই কী সাফল্য বলে? স্বপ্নের চূড়ান্ত লক্ষ্য?
নিজেকে আজ খুব অপরাধী মনে হচ্ছে, তোমাদের জন্য একটি নিরাপদ ও স্বাধীন বাংলাদেশ রেখে আসতে পারিনি,
এখনও শাসক নামের নরঘাতকেরা আমাদের সম্মানের বুক বুলেটের আঘাতে বাবরা করে দেয় ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের চেয়ে বহুগুণ অধিক নির্ধুরতায়।
মুঞ্চ, তুমি চেয়েছিলে ছাত্ররা মেধার ভিত্তিতে মূল্যায়িত হবে, কিন্তু আফসোস এদেশের কোথাও মেধার কোনো মূল্যায়ন নেই, দালাল, চাটুকার আর লুটেরাদের নখের খাবার নিচে আজ বাংলাদেশের মানচিত্র, কিন্তু আমি হতাশ নই, আমরা যা করতে পারিনি, তুমি, তোমরা তা করে দেখিয়েছ, তুমি হেরে যাওনি মুঞ্চ, তুমি হারতে পারো না।
মুঞ্চরা হেরে গেলে যে হেরে যাবে বাংলাদেশ, হেরে যাবে ইনসার্ফ, হেরে যাবে মানবতা, মানুষের অধিকার...
তোমাদের রক্তে আজ নরোম হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ, এবার নরোম মাটি ফুঁড়ে উঠে আসবে সুশাসনের সোনালী শস্য, বাংলাদেশ আজ বহুদিন পর খুঁজে পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা, সেই চেতনার খোঁজ তোমরাই দিয়েছ;
তুমি চেয়েছিল পাশুদের হাত থেকে বন্ধুদের রক্ষা করতে, ভেবো না তুমি বার্থ হয়েছ, তোমার নিথর দেহ আজ এতোই শক্তিশালী আর ভারী যে, পুলিশের ধাওয়া, জলকামানের গোলা কিছুই তাকে নাড়াতে পারছে না, বরং ওরা এখন তোমার ভয়ে ইন্দুরের মতো পালাবার গর্ত খুঁজছে।
তুমি হয়ত টের পাচ্ছ যে প্রতি মুহূর্তে তোমার হাতের সংখ্যা জ্যামিতিক হাড়ে বাড়ছে, তোমার পায়ের সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাড়তে বাড়তে বাংলাদেশের সকল হাত এখন মুঞ্চের হাত হয়ে উঠেছে, সকল পা এখন মুঞ্চের পা,
তোমার পদভারে এখন কাঁপছে আটখাট্টি হাজার গ্রাম, কাঁপছে গণভবন, স্বেরাচারের অবৈধ প্রাসাদ তোমার পায়ের নিচে পড়ে ভিমের খোসার মতো ভেঙে যাবে যে কোনো মুহূর্তে।

বৃহস্পতিবার, ১ আগস্ট ২০২৪

হাবুব ঠেলে যায়,
পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ-পথ বানায়,

ডুবো জাহাজে চড়ে জলের অতল স্পর্শ করে,
আর আমি, রূপসা নদীর স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেড়ে ওঠা এই আমি,
বৃষ্টির কারণে ক্লাসে যাবো না, সে-কী হয়?
ওরা, বন্ধুরা, তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে মুঞ্চ হয়ে শুনত সেসব কথা, বন্ধুরা যথার্থই বলতো, তোমার চোখ দুটি সারাক্ষণ হাসে,
কী মায়া, কী মায়া সে হাসিতে,
এজন্যই কী মা তোমার নাম রেখেছিলেন মুঞ্চ?
মা টেলিফোন করে বলতেন, বাবা রবিউল, তুমি মুঞ্চকে দেখে রেখো, মা হয়ত জানতেনই না, তুমি এখন অনেক বড়ো হয়ে গেছ, তুমিই বরং দেখে রাখছ সহপাঠীদের, যখন তোমার বন্ধুরা মেধার সঠিক মূল্যায়নের জন্য নেমে এসেছে রাজপথে, বুক দিয়ে ওদের আগলে রাখবে বলে তুমি ছুটে গেলে মিছিলের পুরোভাগে; তুমি যেমন বিশ্বাস করতে পারোনি, আমরা কেউই বিশ্বাস করিনি,

আমাদেরই করের টাকায় কেনা বন্দুক, আত্মরক্ষার বুলেট, আমাদের নিরাপত্তা দেবে বলে যারা শপথ করেছিল, সেই জালিম শাসক, নির্দয় পুলিশ আমাদেরই বুক লক্ষ করে ছুঁড়তে পারে।

মুঞ্চ, তুমি চেয়েছিলে ছাত্ররা মেধার ভিত্তিতে মূল্যায়িত হবে, কিন্তু আফসোস এদেশের কোথাও মেধার কোনো মূল্যায়ন নেই, দালাল, চাটুকার আর লুটেরাদের নখের খাবার নিচে আজ বাংলাদেশের মানচিত্র, কিন্তু আমি হতাশ নই, আমরা যা করতে পারিনি, তুমি, তোমরা তা করে দেখিয়েছ, তুমি হেরে যাওনি মুঞ্চ, তুমি হারতে পারো না।

মুঞ্চ, তুমি চেয়েছিলে ছাত্ররা মেধার ভিত্তিতে মূল্যায়িত হবে, কিন্তু আফসোস এদেশের কোথাও মেধার কোনো মূল্যায়ন নেই, দালাল, চাটুকার আর লুটেরাদের নখের খাবার নিচে আজ বাংলাদেশের মানচিত্র, কিন্তু আমি হতাশ নই, আমরা যা করতে পারিনি, তুমি, তোমরা তা করে দেখিয়েছ, তুমি হেরে যাওনি মুঞ্চ, তুমি হারতে পারো না।

মুঞ্চ, তুমি চেয়েছিলে ছাত্ররা মেধার ভিত্তিতে মূল্যায়িত হবে, কিন্তু আফসোস এদেশের কোথাও মেধার কোনো মূল্যায়ন নেই, দালাল, চাটুকার আর লুটেরাদের নখের খাবার নিচে আজ বাংলাদেশের মানচিত্র, কিন্তু আমি হতাশ নই, আমরা যা করতে পারিনি, তুমি, তোমরা তা করে দেখিয়েছ, তুমি হেরে যাওনি মুঞ্চ, তুমি হারতে পারো না।

মুঞ্চ, তুমি চেয়েছিলে ছাত্ররা মেধার ভিত্তিতে মূল্যায়িত হবে, কিন্তু আফসোস এদেশের কোথাও মেধার কোনো মূল্যায়ন নেই, দালাল, চাটুকার আর লুটেরাদের নখের খাবার নিচে আজ বাংলাদেশের মানচিত্র, কিন্তু আমি হতাশ নই, আমরা যা করতে পারিনি, তুমি, তোমরা তা করে দেখিয়েছ, তুমি হেরে যাওনি মুঞ্চ, তুমি হারতে পারো না।

গোলাম সরোয়ার

আবারও ফিরে আসবো আমি এই চিরচেনা শহরের আঙিনায়
নতুন কোনো স্বপ্ন নিয়ে..
ভালোবাসার টানে
প্রিয় রাজপথ অলিগলিতে চায়ের দোকানে।

ব্যস্ততাকে ছুটি পাঠিয়ে
ভালোবাসার উষ্ণতার খোঁজে
রঙিন চাদর গায়ে
টগবগে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ছুটে আসবো
তোমাদের মাঝে।

মেঘে ঢাকা আকাশের নীল নীলিমা
ক্ষিঞ্চ সজীবতার ঠান্ডা হাওয়ায়
গোধূলি রাঙা দু' মুঠো বিকেলে
ফিরে আসবো আবার চিরচেনা
শহরের গন্ধ নিতে এবং বিলিয়ে দিতে।

তারা তোমাদের ছাড়বে না

এইচ বি রিতা

তাক লাগিয়ে নিশানা করছে শূয়োরের দল
মাতৃভূমি দ্বিখণ্ডিত, মা-মাটি বিচলিত
বিভীষিকায় কুঁচকে যাচ্ছে দিন রাত
হিটলার-মুসোলিনি মরেনি,
জানান দেয় স্বৈরতন্ত্র

অপরাধের বিষমায় হাত, সবকিছু করেছে অন্ধ
বুলেটের নিশানা, বুক বরাবর ঠিকানা
স্বাধীনতার স্বপ্ন ক্ষয়িষ্ণু ছায়ায় ধূসর
কে মরে-কে গুম হয়
রয়ে যায় অজানা

ক্ষুদ্র হৃদয়ে যন্ত্রণার ছাপ, কষ্টের নকশা আঁকা
মায়ের কোল খালি, রক্তে ভেজা বালি
বিশ্বস্ত জাতির চোখে প্রতিহিংসার প্রতিচ্ছবি
উষ্টা মেরে ফেলো তবে
পক্ষপাতের তরতালি

অন্যায়ের প্রথায় আজকের চলমান শাসন
প্রতিশোধের আগুন, বিস্ফোড়নে দ্বিগুণ
ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব ভেতর ছেড়ে পথেঘাটে
ধ্বংসের পথে নীতিগুণ
জ্বলছে, জ্বলছে আগুন

কোথায় আশার আলো, কোথায় মানবতার দিশা
অন্ধচোখ জাগছে না, রক্তপার দেখছে না
ঘুমিয়ে পড়েছে বোদ্ধা-বুদ্ধিজীবী,জাতির বিবেক
ভুলবে না, ভুলবে না
তারা তোমাদের ছাড়বে না

দু'মুঠো বিকেল

গোলাম সরোয়ার

আবারও ফিরে আসবো আমি এই চিরচেনা শহরের আঙিনায়
নতুন কোনো স্বপ্ন নিয়ে..
ভালোবাসার টানে
প্রিয় রাজপথ অলিগলিতে চায়ের দোকানে।

ব্যস্ততাকে ছুটি পাঠিয়ে
ভালোবাসার উষ্ণতার খোঁজে
রঙিন চাদর গায়ে
টগবগে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ছুটে আসবো
তোমাদের মাঝে।

মেঘে ঢাকা আকাশের নীল নীলিমা
ক্ষিঞ্চ সজীবতার ঠান্ডা হাওয়ায়
গোধূলি রাঙা দু' মুঠো বিকেলে
ফিরে আসবো আবার চিরচেনা
শহরের গন্ধ নিতে এবং বিলিয়ে দিতে।

মুঞ্চ , তোমারই মতো আমিও একটি জীর্ণ টিনশেডে বেড়ে উঠেছি, স্বপ্নের পথে ছুটতে ছুটতে আজ আমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি?
একেই কী সাফল্য বলে? স্বপ্নের চূড়ান্ত লক্ষ্য?
নিজেকে আজ খুব অপরাধী মনে হচ্ছে, তোমাদের জন্য একটি নিরাপদ ও স্বাধীন বাংলাদেশ রেখে আসতে পারিনি,
এখনও শাসক নামের নরঘাতকেরা আমাদের সম্মানের বুক বুলেটের আঘাতে বাবরা করে দেয় ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের চেয়ে বহুগুণ অধিক নির্ধুরতায়।
মুঞ্চ, তুমি চেয়েছিলে ছাত্ররা মেধার ভিত্তিতে মূল্যায়িত হবে, কিন্তু আফসোস এদেশের কোথাও মেধার কোনো মূল্যায়ন নেই, দালাল, চাটুকার আর লুটেরাদের নখের খাবার নিচে আজ বাংলাদেশের মানচিত্র, কিন্তু আমি হতাশ নই, আমরা যা করতে পারিনি, তুমি, তোমরা তা করে দেখিয়েছ, তুমি হেরে যাওনি মুঞ্চ, তুমি হারতে পারো না।
মুঞ্চরা হেরে গেলে যে হেরে যাবে বাংলাদেশ, হেরে যাবে ইনসার্ফ, হেরে যাবে মানবতা, মানুষের অধিকার...
তোমাদের রক্তে আজ নরোম হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ, এবার নরোম মাটি ফুঁড়ে উঠে আসবে সুশাসনের সোনালী শস্য, বাংলাদেশ আজ বহুদিন পর খুঁজে পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা, সেই চেতনার খোঁজ তোমরাই দিয়েছ;
তুমি চেয়েছিল পাশুদের হাত থেকে বন্ধুদের রক্ষা করতে, ভেবো না তুমি বার্থ হয়েছ, তোমার নিথর দেহ আজ এতোই শক্তিশালী আর ভারী যে, পুলিশের ধাওয়া, জলকামানের গোলা কিছুই তাকে নাড়াতে পারছে না, বরং ওরা এখন তোমার ভয়ে ইন্দুরের মতো পালাবার গর্ত খুঁজছে।
তুমি হয়ত টের পাচ্ছ যে প্রতি মুহূর্তে তোমার হাতের সংখ্যা জ্যামিতিক হাড়ে বাড়ছে, তোমার পায়ের সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাড়তে বাড়তে বাংলাদেশের সকল হাত এখন মুঞ্চের হাত হয়ে উঠেছে, সকল পা এখন মুঞ্চের পা,
তোমার পদভারে এখন কাঁপছে আটখাট্টি হাজার গ্রাম, কাঁপছে গণভবন, স্বেরাচারের অবৈধ প্রাসাদ তোমার পায়ের নিচে পড়ে ভিমের খোসার মতো ভেঙে যাবে যে কোনো মুহূর্তে।

হাবুব ঠেলে যায়,
পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ-পথ বানায়,

ডুবো জাহাজে চড়ে জলের অতল স্পর্শ করে,
আর আমি, রূপসা নদীর স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেড়ে ওঠা এই আমি,
বৃষ্টির কারণে ক্লাসে যাবো না, সে-কী হয়?
ওরা, বন্ধুরা, তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে মুঞ্চ হয়ে শুনত সেসব কথা, বন্ধুরা যথার্থই বলতো, তোমার চোখ দুটি সারাক্ষণ হাসে,
কী মায়া, কী মায়া সে হাসিতে,
এজন্যই কী মা তোমার নাম রেখেছিলেন মুঞ্চ?
মা টেলিফোন করে বলতেন, বাবা রবিউল, তুমি মুঞ্চকে দেখে রেখো, মা হয়ত জানতেনই না, তুমি এখন অনেক বড়ো হয়ে গেছ, তুমিই বরং দেখে রাখছ সহপাঠীদের, যখন তোমার বন্ধুরা মেধার সঠিক মূল্যায়নের জন্য নেমে এসেছে রাজপথে, বুক দিয়ে ওদের আগলে রাখবে বলে তুমি ছুটে গেলে মিছিলের পুরোভাগে; তুমি যেমন বিশ্বাস করতে পারোনি, আমরা কেউই বিশ্বাস করিনি,

আমাদেরই করের টাকায় কেনা বন্দুক, আত্মরক্ষার বুলেট, আমাদের নিরাপত্তা দেবে বলে যারা শপথ করেছিল, সেই জালিম শাসক, নির্দয় পুলিশ আমাদেরই বুক লক্ষ করে ছুঁড়তে পারে।



তৃষিত কিংশুক

হারুন-অর-রশিদ মজুমদার

মুঞ্চ পানি পানি বলে চিৎকার করছে। কারণ শুদ্ধ বৃকে গুলি খেয়ে কাতরাচ্ছে পানি খেতে চাচ্ছে। টিএসসি এলাকা। চারিদিকে গোলাগুলি চলছে। মিছিল হচ্ছেঃ

তুমি কে? আমি কে?
রাজাকার রাজাকার।
কে বলেছে? কে বলেছে?
ধৈরাচার ধৈরাচার।

একদিকে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে মিছিল হচ্ছে। অন্যদিকে মিছিল লক্ষ্য করে মারমুখী পুলিশ বারিকেড সৃষ্টি করে আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে গাছের ভাঙা ডাল, লাঠি-সোটা, ইট, পাথরের টুকরো যে যেখানে যা পাচ্ছে তা-ই নিয়ে মারমুখী হচ্ছে। অন্যদিকে পুলিশের হাতে তাক করা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। কিছুক্ষণ পরপর পুলিশের পক্ষ থেকে টিয়ারগ্যাস ছোঁড়া হচ্ছে, মুহুমুহু গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। হাজার-হাজার ছাত্র শত-শত পুলিশ একেবারে মুখোমুখি যুদ্ধ। পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এলাকা রণক্ষেত্র। যাকে বলে সম্মুখ সমর একেবারে তা-ই চলছে। দফায় দফায় সকাল এগারোটা থেকে শুরু হয়েছে এই যুদ্ধ। চলছে দিনভর একেবারে বিরতিহীন। গত তিনদিন থেকে। আজও রাতভর যুদ্ধ পরিস্থিতি চলমান থাকবে, অবস্থা দৃষ্টে তাই মনে হচ্ছে। ছাত্ররা টিএসসি, শামসুন্নাহার হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, আর্টস ফ্যাকাল্টি, মধুর ক্যান্টিন পর্যন্ত মারমুখী অবস্থান নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দলে-দলে গ্রুপে-গ্রুপে। কেউ দলছুট হচ্ছে না। কেউ গ্রুপছুট হচ্ছে না।

দলছুট গ্রুপছুট হয়ে গেছে মুঞ্চ ও শুদ্ধ দুই বন্ধু। মুঞ্চ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন আর শুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ এর ছাত্র। উভয়ই অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। দুইজনই নটরডেম কলেজের সাবেক ছাত্র। আবার বর্তমানে দু'জনেই মুক্তিয়োদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের আবাসিক ছাত্র। সাবেক নটরডেম কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায় দু'জনে পরিচয় ছিল তবে অতো ঘনিষ্ঠতা ছিল না। মুক্তিয়োদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে এটাচড হয়ে

দু'জনে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে। শুদ্ধ টিএসসি লাগোয়া ফুটপাথের নিচে গুলি খেয়ে পড়ে গেলে মুঞ্চ হাতের লাঠি ছুঁড়ে ফেলে শুদ্ধ-কে উদ্ধারে এগিয়ে যায়। এতে দু'জন দলছুট গ্রুপছুট হয়ে যায়। শুদ্ধ-র বৃক থেকে মারাত্মক রক্তক্ষরণ হচ্ছে। দলছুট গ্রুপছুট হলেও খুব ভয় পায়নি মুঞ্চ। কারণ টিএসসি তাদের নিজেদের এলাকা। প্রতি বিকালে এই টিএসসি-তেই কাটে মুঞ্চ ও শুদ্ধ-র অবসর সময়।

পুরো এলাকায় একবার বিপ্লবী ছাত্রছাত্রীগণ সংঘটিত হয়ে পুলিশকে লাঠি সোটা নিয়ে আক্রমণ করছে। এতো হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে আক্রমণ করায় সংখ্যা লঘিষ্ঠ পুলিশ পিছু হটে তাক করা উখিত আল্লোয়ান্ত্র নামিয়ে প্রাণভয়ে দৌড়ে পালায় পেছনে শাহবাগের দিকে। ছাত্র-ছাত্রীগণ পূর্ণ উদ্যোমে পুলিশের পিছনে লাঠি হাতে "ভূ-য়া" "ভূ-য়া"

তুমি কে? আমি কে?
রাজাকার রাজাকার।

কে বলেছে? কে বলেছে?

ধৈরাচার ধৈরাচার।

"ভূ-য়া" "ভূ-য়া" "ভূ-য়া" "ভূ-য়া"
"ভূ-য়া" "ভূ-য়া"

ধনি দিতে দিতে আক্রমণাত্মক ভাবে পুলিশকে চারুকলা ইনস্টিটিউশনের গেইট পর্যন্ত নিয়ে যায়।

পুলিশ চারুকলা ইনস্টিটিউশন পর্যন্ত পিছিয়ে চলে আসলে, শাহবাগ থেকে রিজার্ভ ফোর্সের আরও কিছু পুলিশ এসে পিছুহটা পুলিশদের সঙ্গে যোগ হলে, পুলিশ পূর্ণ উদ্যোমে ছাত্রদের উপর আবার ঝাপিয়ে পড়ে। মারমুখী ছাত্র-ছাত্রীগণ একযোগে দৌঁড়ে পিছিয়ে এসে টিএসসি ও আশেপাশের এলাকায় অবস্থান নেয়। শুরু হয় চরম চিৎকার চেচামেচি হট্টগোল।

মুঞ্চ'র পানি পানি চিৎকার শোনে পথকলি মিন্টু ও রিন্টু। মিন্টু ও রিন্টু এতোক্ষণ ফুটপাত থেকে এটা ওটা কুড়িয়ে এনে ছাত্রদেরকে পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাব্বারের জন্য যোগান দিচ্ছিলো।

কখনও একটা গাছের ভাঙা ডাল কুড়িয়ে এনে মিন্টু বলছে, "মুঞ্চ স্যার, এইডা লন। এক্ষেরে বাইড়াইয়া চান্দি ফাড়াইয়া ফালান"।

কখনও একটি লাঠি খুঁজে এনে রিন্টু বলছে, "শুদ্ধ স্যার, এইডা লন এইডা দিয়া হালাগো মাইরা ইনভার্সিটি ছাড়া করেন খানকির পোলারা বেশি বাইরা গ্যাছেগা"।

এমন সময় টিয়ারগ্যাস ছোঁড়ে পুলিশ। সবার চোখ জ্বলা শুরু হলে মিন্টু বলে, "স্যার, খাড়াান টায়ার আনতাছি। পার্কের ভিত্রে একটা টায়ার দেইকছিলাম কাইলকা"।

এই বলে মিন্টু দৌঁড়ে গিয়ে পাশের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতর থেকে গাড়ির একটি পুরনো টায়ার নিয়ে আসে। নাহিদ, শাওন, মুহিত লাইটার দিয়ে টায়ার জ্বালাতে চেষ্টা করে বার্থ হলে মিন্টু দৌঁড়ে গিয়ে ফুটপাতের চায়ের দোকানের কেটলির নিচ থেকে জ্বলন্ত লাকড়ি নিয়ে এলে কাগজ জড়ো করে নাহিদ, শাওন, মুহিত লাকড়িটি সমেত আগুন জ্বালিয়ে দেয় রাস্তার টায়ারে। এতে দাউদাউ করে জ্বলা টায়ারের আগুনে টিয়ারগ্যাসের ঝাঁঝ কমে আসে।

কখনও এক টুকরো পাথর এনে রিন্টু বলছে, "শাওন স্যার এইডা মারেন, আরও টোকাইয়া আনতাছি চুতমারানিগো ঠোলা ফুড়াইয়া দ্যান"।

কখনও ইটের টুকরো এনে মিন্টু বলছে, "নাহিদ স্যার, লন এক্ষেরে ফিক্যা মারেন হালাগো পোতা শুড়াইয়া দ্যান"।

কখনও দৌঁড়ে এসে রিন্টু বলছে, "মুহিত স্যার এক্ষেরে পোক্ত লাঠি একখান পাইছি। লন। হমুন্দিগো জান লইয়া যাইবার দিমু না। হমুন্দির পোলাগো চর্বি অইছে অহনে চর্বি বাইর অইব। হালারপোরা টিএসসি-তে আইয়া আমাগোরো মাইরা যাইব। অহনে বুজবা ঠোলার পো ঠোলার"।

অবশ্য এর অনেক আগেই নাহিদ মিন্টুকে বলেছে "মিন্টু একটা লাঠি লইয়া আ"।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই নাহিদকে, শাওন, মুহিত-কে দৌঁড়ে চলে যেতে হয় দলের সাথে। দলছুট হলেই বিপত্তি। পুলিশের আগ্রাসনের মুখে পিছু হটতে গিয়ে অনেকে লাঠি টিএসসি-র ফুটপাতে ছুড়ে ফেলেছিল। সেই পড়ে থাকা লাঠির দিকে ইঙ্গিত করছিল নাহিদ, রবিউলের চা দোকানের টি বয় মিন্টু ও রিন্টু-কে লক্ষ্য

মুঞ্চ উদ্যোম গায়ে বিহ্বল হয়ে শুদ্ধ-কে কোলে করে ঢাকা মেডিকেলের দিকে দৌড়াতে থাকে। পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকে মিন্টু, রিন্টু। মিন্টু, রিন্টু'র চিৎকারে হৈ হট্টগোলের মাঝে দৌঁড়ে এলো নাহিদ, শাওন, মুহিত অন্যান্য আরও কিছু ছাত্র। তারা প্রাণপণে টিএসসি ও শামসুন্নাহার হলের মাঝের রাস্তা দিয়ে ঢাকা মেডিকেলের দিকে দৌঁড়াতে লাগলো।

করে উভিটি করেছিল। মিন্টু লাঠি নিয়ে আসার আগেই হঠাৎ বন্দুকের গুলি ও ছড়োছড়িতে নাহিদ, শাওন, মুহিত সহান ত্যাগ করতে না করতেই দ্রিম দ্রিম গুলি। একটা গুলি এসে লাগলো শুদ্ধ-র বৃকে। গুলি খেয়েই শুদ্ধ পড়ে যায়। আগেই শুদ্ধ'র পিপাসা পেয়েছিলো। এখন তার যেন বৃক ফেটে যাচ্ছে পানির পিপাসায়। মুঞ্চ শুদ্ধ-কে মাটি থেকে তুলতে আশ্রাণ চেষ্টা করছে। শুদ্ধ পানি-পানি বলাতে, মুঞ্চও পানি-পানি বলে চিৎকার করছে। আর মুঞ্চ গায়ের জমা খুলে রক্তে ভেসে যেতে থাকা শুদ্ধ-কে পঁচিয়ে নিচ্ছে। তবুও গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এসে সব ভেসে যাচ্ছে। ঠিক এই সময় মিন্টু ও রিন্টু দৌঁড়ে এলো। তারা মুঞ্চ-কে বললো, "স্যার, আপনে শুদ্ধ স্যারের রক্ত আটকান আমরা পানি লইয়া আইতাছি"।

মিন্টু ও রিন্টু দৌঁড়ে গিয়ে ফুটপাতের নিজেদের চায়ের দোকানের পানির জার নিয়ে এলো। তার আগেই শুদ্ধ মৃত্যুর কোলে ডলে পড়ে।

সমস্ত টিএসসি এলাকা, সারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা কাঁপিয়ে মিন্টু, রিন্টু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, "হায়! হায়!! শুদ্ধ স্যার মইরা গ্যাছে। অহনে আমি কী করি!

মিন্টু, রিন্টু আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বিলাপ করে, "হায়! হায়!! শুদ্ধ স্যার মইরা গ্যাছেগা। অহনে আমি কী করব"!!

মুঞ্চ উদ্যোম গায়ে বিহ্বল হয়ে শুদ্ধ-কে কোলে করে ঢাকা মেডিকেলের দিকে দৌড়াতে থাকে। পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকে মিন্টু, রিন্টু। মিন্টু, রিন্টু'র চিৎকারে হৈ হট্টগোলের মাঝে দৌঁড়ে এলো নাহিদ, শাওন, মুহিত অন্যান্য আরও কিছু ছাত্র। তারা প্রাণপণে টিএসসি ও শামসুন্নাহার হলের মাঝের রাস্তা দিয়ে ঢাকা মেডিকেলের দিকে দৌঁড়াতে লাগলো।

রাস্তায় রিকশা গাড়ি কিছুই নেই আরও কয়েকজন ছাত্র দৌঁড়ে এসে মুঞ্চ'র সাথে মিলে শুদ্ধ-কে পাঁজা কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে ঢাকা মেডিকেল।

কোথায় শুদ্ধ'র মা? কোথায় শুদ্ধ'র বাবা? ভাই-বোন? স্বজন?

নির্বাচনী রাজনীতি ও এলিট তত্ত্ব

মো. রমিজুল ইসলাম রুমি



মাত্রায় বিদ্যমান ছিল বলে মনে করা হয়। তবে সেই রেসিডিউস ধারণ করলেও রাষ্ট্রের উন্নয়ন তাকে অনন্য মাত্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে রেসিডিউস-বি শক্তিশালী হওয়ার ফলে লিবিয়া, ইরাকসহ আফ্রিকার অনেক দেশে শাসকমণ্ডলীর

পরিণতি হয়েছে খুবই অপ্রত্যাশিত বলে মনে করা হয়। উল্লেখ্য, রেসিডিউস-বিকে শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রেসিডিউস-একে শক্তিশালীরূপে ধরে রাখার সফলতার মাত্রা খুবই কম। কারণ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করায় ক্ষুদ্র ও দরিদ্র জাতিরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের রয়েছে বিশাল স্বার্থ। তাই তারা তাদের সুবিধা ও বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বলয়কে শক্তিশালী করতে কখনও এ’ আবার কখনও বিকে শক্তিশালী করতে তৎপরতা চালায়।

ও তৎপরতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রেসিডিউস-একে শক্তিশালীরূপে ধরে রাখার সফলতার মাত্রা

ওপর এক ধরনের বল প্রয়োগের নীতি কর্তোরভাবে কার্যকর করেছে। এতে যে ঘটনাটা ঘটেছিল বলে ধারণা করা যায় তাহলো, অধিক বল প্রয়োগ করে কিছুটা সময় শাসন করা গেলেও জনগণের তীব্র গণজোয়ার শাসক দলকে খড়খুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে একটু সময়ক্ষেপণ করেনি। এলিট তত্ত্বে মূলত এ ঘটনাই ঘটে।

এবার আসি শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা প্রসঙ্গে। যখন আস্থা ও বিশ্বাসের মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকাঠামোয় অনুপস্থিত থাকে তখন ঘটে বিপত্তি এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শক্তিগুলো উল্লিখিত রেসিডিউস-একে টিকিয়ে রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা অব্যাহত রাখতে চায় অথবা রেসিডিউস-বিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চায়। আর তখনই “শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা’ অব্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। তবে শত্রুর সঙ্গে মিত্রতার ধারণাটা খুব পুরাতন সামাজিক প্রত্যয় হলেও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এর প্রয়োগ একদম নতুন।

সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মালদ্বীপের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আমি নাশিদের বক্তৃতায় বিষয়টি আরও গুরুত্ব পায়। তা হলো, মালয়েশিয়ার সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের দলের ক্ষমতায় আসা ও তার মুক্তি সম্ভবপর হয়েছে শুধু শত্রুর সঙ্গে মিত্রতার ফলে। তিনি বলেন, লন্ডনে নির্বাসনে থাকাকালীন আনোয়ার ইব্রাহিমের মেয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি পরামর্শ দেন যে, তার বাবাকে মুক্ত ও দলকে ক্ষমতায় আনার ক্ষেত্রে শুধু একটা পথই বাকি রয়েছে। আর তা হলো আনোয়ার ইব্রাহিমের বন্ধু থেকে শত্রুতে পরিণত হওয়া মাথাথিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে এবং তার নেতৃত্ব, প্রজ্ঞা ও প্রভাবকে কাজে লাগাতে হবে। এবং হয়েছেও তাই। এমনকি তার নিজ দেশ মালদ্বীপেও একই কায়দায় আব্দুল্লাহ ইয়েমেনিকে ক্ষমতা থেকে সরানোর ক্ষেত্রে এই তত্ত্বই কাজে লেগেছে বলে তিনি তার বক্তৃতায় ইঙ্গিত দেন।

বাংলাদেশে এই এলিট তত্ত্বের প্রয়োগ ও শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা নামক রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনা সত্ত্বেও বিস্তার ও প্রয়োগ করা হচ্ছে কি-না, জানা নেই এবং বলাও সম্ভবপর নয়। তবে তরুণ প্রজন্মের একজন প্রতিনিধি হিসেবে একটা আস্থা ও বিশ্বাসের রাষ্ট্রকাঠামো প্রত্যাশা করি, যেখানে থাকবে চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ, যাতে কোনো দলের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিঘ ঘটাবে না এবং কোনো সামাজিক অনিশ্চয়তা তৈরি করবে না।

সৌজন্যে: সমকাল

রকল্যান্ড রিড্রিট ও বাংলা বইমেলা

বিশেষ প্রতিনিধি

আনন্দ উচ্ছ্বাস, ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে রকল্যান্ড রিড্রিট এবং বই মেলা শেষ হয় ২৮ জুলাই রোববার। বাংলাদেশের সাংস্রাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমদিন এক মিনিট নিরবতার পর অনুষ্ঠান শুরু করা হয়।

প্রথম দিনের একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য ছিলো কবি ফকির ইলিয়াসের "Bangabondhu The Poet Of Politics" যেটার সুত্রপাত করেন এই অনুষ্ঠানের আয়োজক বিজ্ঞানী ও ছড়াকার ড. ধনঞ্জয় সাহা। আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ ছিলো অশুওয়ালি অরুনের কুচিপুঁি নাচ। বেঙ্গলি ইন্টারন্যাশনাল লিটারারি সোসাইটির আয়োজিত "বনের মাঝে লেখার খোঁজে"-এর দ্বিতীয় দিন রবিবার জুলাই ২৮ তারিখে আমন্ত্রিত অতিথিগণকে বনের সৌন্দর্যে মুগ্ধচিত হয়ে যুগের অনুষ্ঠানে বসতে হয়েছে অনিবার্য করেন। যুগে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেন টরন্টো, কানাডা থেকে বিলসের উপদেশ এবং বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব কানাডার সভাপতি কবি মৌ মধুবন্তী, বাংলাদেশ থেকে বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক জাতিসভার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা এবং খ্যতিমান নেপালী কবি ইউইউতসু শর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে তাদের পরিচয় প্রদানের পরেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন কবি ও আবৃত্তিশিল্পী মৌ মধুবন্তী। তিনি তার বক্তব্যে ডাইভার্সিটি, ইকুইটি ও ইনক্লুসিভনেসের উপর জোর দেন। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতিসভার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ও কবি ইউইউতসু শর্মা। বক্তব্যের পাশাপাশি তারা কবিতাও পাঠ করেন।

পরের পর্বে কবি মৌ মধুবন্তী ভূগোলবিদ হিসাবে, যে বক্তব্য রেখেছেন তার শিরোনাম ছিল, "The Correlation between the Movement of the Earth's Tectonic Plates and Writers' Emotional Coherence"। তার পরপরই শুরু হয় পোয়েট্রি স্ল্যাম বা "বনের মাঝে লেখার খোঁজে" লেখা প্রতিযোগিতা। দেশাত্মবোধ নিয়ে দশটি শব্দ দেয়া হয় লেখকদেরকে। সে সব শব্দ দিয়ে বনের ভেতরে গিয়ে উপস্থিতভাবে কবিতা, গল্প, গীতিকবিতা যে যা পারে লেখার জন্য। সময় ছিলো পঁচিশ মিনিট। জন ডেমাও সেখানে যে গান লিখেছেন এবং তাৎক্ষণিক সুর করে গেয়েছেন বাংলাদেশের ছাত্রদের অকালে বারে যাওয়া প্রাণ নিয়ে তা যেন মেডিসিন স্কয়ারে গাওয়া সেই একান্তরের প্রতিধ্বনি তুলেছে। প্রত্যেকের লেখায় চমৎকার উপলব্ধি ও চিত্রকল্প উঠে এসেছে বলাই বাহুল্য। বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন, সর্বজন শ্রদ্ধেয় বেলাল বেগ, লেখক ও প্রকাশক আমিনুল ইসলাম এবং কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। এতে বাংলা ইংরেজী দুই ভাষাতেই লেখবার সুবিধা ছিল। অনুষ্ঠানে বহু ভাষার লোক উপস্থিত ছিল। লেখা পড়েন কবি বেনজির শিকদার, মিজানুর রহমান, জামাতুল ফেরদৌস, জিতা চৌধুরী, সুমা রোজারিও, ড. দীপা সাহা, গৌতম সাহা, আমিনুল ইসলাম, প্রথম চক্রবর্তী, অমিয় দাস, ইরামনি দেবি, প্রকাশ চক্রবর্তী প্রমুখ। লাঞ্চের সময় ম্যারাথন রানার মোহাম্মদ নাসির শিকদার, "Run, Eat Well & Rest To Increase Energy To Write"-এর উপর তথ্য বহুল বক্তব্য রাখেন। লাঞ্চ ব্রেকে সবাই আমেরিকান অর্গানিক ও বায়োডাইনামিক ফুড উপভোগ করার পরে, স্বল্প সময়ের জন্য গতকালের মতোই বুক স্টল ও ক্রাফট স্টলের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন লেখক ও প্রকাশক আমিনুল ইসলাম। তারপর অটিস্টিক লোকদের লেখা কবিতা ও গানের পরিবেশনায় দর্শক শ্রোতা ছিল মুগ্ধ ও অভিভূত। দর্শক, শ্রোতায় উপজে পড়ছিলো তাঁবুর নীচে সাজানো হল। এ দুদিনে শতাধিক লোকের আগমন হয়েছে যা ছিলো আয়োজনের দ্বিগুণ। সোমা মুখোপাধ্যায়, neuroatypical individual-দের জন্য রৈপিত প্রস্পটিং মেথডের উপরে (RPM) কমুনিকেশন এবং ক্রিয়েটিভ রাইটিং নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি এই মেথডের উদ্ভাবক যা দিয়ে তিনি সাড়া জাগিয়েছেন বিশ্বব্যাপি স্পেশন নীড লোকদের জগতে। সেখানে এন্ডেভার একুশ উর্ধ্ব স্কুলের অটিস্টিক লোকেরা উপস্থিত ছিল তাদের মা বাবাদের সাথে। পর্বটি পরিচালনা করেছে গ্যালিলি ডেমাও। অংশ নিয়েছে, আনন সাহা, আসাফ সুকোভ, ডিন ল্যাফজিয়া, বিনিত রোডি, বিবেক মুখার্জী, এবং আরো অনেকে।

আমেরিকান মালবেরি গ্রুপ নাচ, গান, ও আবৃত্তি পরিবেশন করেছে মিস গ্যালিলি ডেমাওর নেতৃত্বে। এই গ্রুপের একজন বৃদ্ধা মাও স্ব-প্রদানিত হয়ে গান পরিবেশন করেছেন হৃদয় উজাড় করে।মিশে গেছে ইংরেজী গান বাংলা সংস্কৃতির সাথে। অনুষ্ঠান শেষে স্পেশাল নীডের সকল কমুনিটিগ্রুপের লোকের সাটিফিকেট দিয়ে উজ্জীবিত ও সম্মানিত করা হয়। সভায় যোগ দেন শিকাগোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল মনির চৌধুরী। তিনি চমৎকারভাবে সাহিত্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন তার বক্তব্যে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয় দু'জন আলোকিত মানুষকে: বাংলা সাহিত্যে পারদর্শী, লেখক, অনুবাদক, গবেষক এবং বাংলার বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশের উপরে লেখা অনেক বইয়ের রচয়িতা প্রফেসর ড. ক্লিস্টিন বি সিলি।

অন্যান্য ছিলেন সর্বজন প্রিয় লেখক, মাস কমুনিকেশন ও শিক্ষক, বেলাল বেগ। এভাবেই এই বিরল দুজন মানুষকে বর্ণনা করেন বিলস-এর প্রতিষ্ঠাতা ড. ধনঞ্জয় সাহা। বাংলায় গান পরিবেশন করেছে ইরামনি দেবি, প্রথম



চক্রবর্তী ও টগর চৌধুরি, আবৃত্তি করেছেন, কবি সুমা রোজারিও, মিজানুর রহমান। ইংরেজি কবিতা পড়েন ড. দীপা সাহা, গৌতম সাহা, বনিনা মুখার্জি ও পেরুভিয়ান কবি ডেনিয়েলা রোজারিও। বাংলা গানে নাচ করেছে কিশোরীশিল্পী

নুসরাত শিকদার কথা। ম্যাজিক দেখিয়েছে আলবার্ট বর্মন যা ছোট বড় সবাই উপভোগ করেছে হাস্যরসে সিক্ত হয়ে। সভায় পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় দাস ফ্যামিলি ফাউন্ডেশনের মানবিক কার্যক্রমকে যার জন্ম হয়েছিলো প্রায় একশ বছর আগে বাংলাদেশের সিলেটে। এটা বর্তমানে কানেক্টিক্যাটের মনরোতে অবস্থিত যার চেয়ারম্যান ষ্ট্যানলি ড. শাস্ত্রী দাস। বিবেকানন্দ ঝাউ এন্ড ফিল্যান্ড্রথপিক সেন্টারের কার্যক্রম তুলে ধরেন এ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রকাশ চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন, আমেরিকান এমি এওয়ার্ড বিজয়ী "We Can Be Heroes" শর্ট ফিল্মের রচয়িতা দিপঙ্কর দিপু। বনের মাঝে তাৎক্ষণিক লেখায় বাংলা কবিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন ড.অমিয় দাস, ইংরেজীতে ড. দীপা সাহা, অন্যান্য ক্রিয়েটিভ এন্ডেভারে ড.

জন ডেমাও। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন অনুষ্ঠানের আহবায়ক গৌতম সাহা। অনুষ্ঠানের পরে শিকাগোর অনারারি কনসাল মনির চৌধুরিসহ অনেকেই গতবারের মতোই ড. ধনঞ্জয় সাহার বাড়িতে চা চক্র এবং নৈশ ভোজে যোগ দেন। সকলেই আগামী বছরের জন্য শুভকামনা জানিয়েছে অংশ নিবেন বলে জানিয়ে গেছেন।

২৭ জুলাই নিউইয়র্ক নগরকেন্দ্রের অদূরে বাংলা ভাষার লেখক, সংস্কৃতিসেবী ও অগ্রসরজনদের নিয়ে দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়। নিউইয়র্কের একদম কাছেই রকল্যান্ড কাউন্টিতে চেস্টনাট রিজ নামের এক গ্রাম। পাহাড়, টিলা আর সবুজ অরণ্যের এ গ্রামের লোকজন বিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান দার্শনিক রুডলফ স্টেইনারের জীবনদর্শে উজ্জীবিত। আমেরিকার বাইরের জগৎ থেকে ভিন্ন তাদের জীবনধারা। আমেরিকার এ গ্রামে গিয়ে দেখতে পাওয়া যায় অনেকটা গ্রাম বাংলার রূপ। ঘোড়া গরু চরানো মাঠ কিম্বাণীর নির্মল হাসি।বৃক্ষরাজি আর টিলার মাঝ দিয়ে বয়ে চলা ঝরনার বিরবিরে জলরাশি। হরিণ শাবকের দৌড় বাঁপ। এ গ্রামে বসবাস করেন ড.ধনঞ্জয় সাহা। ডিসি সাহা নামের বাংলাদেশি এ বিজ্ঞানি ও কবি এবং তার স্ত্রী ডাঃঅনিমিতা সাহা চেস্টনাট রিজ গ্রামের বহুজাতিক এ গ্রামের সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাদেরই উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় গত বছর থেকে এ গ্রামে বেংগালি ইন্টারনেশনাল লিটারারি সোসাইটি বাংলা বইমেলা ও লেখকদের নিয়ে চমৎকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে।

বনের মাঝে- লেখার খোঁজে' শিরোনামে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা কার্যত শুরু হয়ে যায় শুক্রবার রাত থেকেই। অনেক লেখক ও সংস্কৃতিজন শুক্রবার রাতেই পাড়ি দেন ক্রিফোল্ড কমিউনিটি সেন্টারের আবাসন আয়োজনে। এ আমন্ত্রণে যোগ দিয়ে দেখা যায়, উপস্থিত হয়েছেন স্থানীয় পাদ্রি থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্টজন। সম্পূর্ণ জৈব খাবারে বাঁপিয়ে পড়ছেন অভ্যাগতরা। আলাপ হচ্ছে শেল্পপিয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ও ভাবাদর্শ নিয়ে।

শনিবার সকালেই ব্রেকফাস্টের পরই গণশরীরচর্চায় যোগ দিলেন সবাই। নিয়ম মেনে হালকা ব্যায়াম করে শরীরকে কেমন করে দিনের জন্য প্রস্তুত জরতে হয়, তার একটা অনুশীলন দিয়ে দিনের শুরু হয়। এরপরই ছিল পাহাড় জঙ্গল দিয়ে মাইল খানেক হেঁটে যাওয়া, সবুজ মাঠে বসে ইয়োগা অনুশীলনের আসর। দল বেধে খামার দর্শন, গরু ঘোড়া, হাস মোরগের খামার দেখে অভ্যাগতরা স্থানীয়দের সাথে প্রাকৃতিক ছড়াউ সত্যার কাটতে নামেন।

বিকেল ৩ টায় সুসজ্জিত মঞ্চ থেকে সবাইকে অনুষ্ঠানমালায় আনুষ্ঠানিক স্বাগত জানান ড. ধনঞ্জয় সাহা। কথা বলেন ২য় বারের মতো এ আয়োজনের আহ্বায়ক তরুণ সংগঠক গৌতম সাহা। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত যোগ দেয়া প্রধান অতিথি নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা বলেন, বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই বহু জাতী, বহু বিশ্বাসের নিয়ামক বিষয়গুলোর সমৃদ্ধ সবস্থান রয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আন্তর্জাতিক বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাসীরা অনন্য যে কাজ করছেন, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ রকল্যান্ডের এ বাংলা বইমেলা বলে তিনি উল্লেখ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রেভারেন্ড পল নিউম্যান, ড শাস্ত্রী দাস, জেনেথ রট্টিগার্স প্রমুখ। ব্রিটিশ আমেরিকান পাদ্রী পল নিউম্যান বলেন তারা বাবা অল্গফোর্ডের শিক্ষক ছিলেন। ছেলে পলকে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী উপহার দিতেন। সে থেকে তার রবীন্দ্রনাথকে জানা।

জেনেথ রট্টিগার্স এছোপ্রসি নামের ভাবাদর্শ এবং বিশেষায়িত মানুষদের নিয়ে কথা বলেন। উল্লেখ্য, একটি ভিন্ন ধর্মী বিশেষায়িত স্কুল পরিচালিত হয় এ গ্রামে। যেখানে বিশেষায়িত শিশু এবং মানুষদের নিয়ে জীবনব্যাপী দেখভালের কাজ করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লেখকদের উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। লেখকদের মধ্যে কবি ফকির ইলিয়াস, শহীদ রাষ্ট্র, ফারহানা ইলিয়াস তুলি, জামাতুল ফেরদৌস, মিজানুর রহমান, ড্যানিয়েল কার্টার, শেখর কর্মকার, দীপা নাথ, দিলীপ নাথ, অমিয় দাশ, ইব্রাহীম চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদাকে নিয়ে বিশিষ্টজন বইমেলায় উদ্বোধন করেন। আড্ডায়, আলোচনায় এবং পরিচিতি বিনিময়ের মাধ্যমে সবুজ প্রান্তরে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে চমৎকার সময় কাটে সুবীন্দ্রনদের। সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় 'জৈব আহার। কবি ফকির ইলিয়াসের সঞ্চালনায় সাহিত্য আড্ডা অনুষ্ঠানে কবিতা কবিতা আবৃত্তি করেন, কেউ ছড়া পাঠ করেন বা কেউ সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেন।

Breakfast • Lunch • Dinner

সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার, রাতের খাবার



Dhan Shiri ধানশিঁড়ি

শুভ উদ্বোধন
উপলক্ষে ১০% ছাড়

Grand Opening
10% Discount



Ph: 718-725-0001

169-28 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432

Bangladeshi Food

www.dhanshiribangla.com



M & N HOME CARE

Best pay rate in the industry

CDPAP
PCA
HHA

\$ 23.99



SNAP BENIFITS



HOUSING Assistance



CASH Assistance

Upto \$ 21.282.68

Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001



Parkchester + Medical

PARKCHESTER MEDICAL

পার্কচেস্টার মেডিক্যাল

WE WELCOME WALK INS



1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610

INTERNAL MEDICINE

**ASTHMA
DIABETES
CENTER**

CARDIOLOGY

**PHYSICAL
THERAPY**

UROLOGY

GYNECOLOGY

PODIATRY

**GASTRO-
ENTEROLOGY**

**ORTHO-
PEDICS**

**HEALTH CARE
FOR THE
ENTIRE FAMILY**

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM	SATURDAY 9:00AM-3:00PM
------------------------------------	---	---------------------------

**WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.**



আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা	মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা	শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
---	--	---

তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

**আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও
মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে:**

- কর্মস্থলের ক্ষতিপূরণ
- নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা
- পিছলে পড়ে যাওয়া

শারীরিক অভ্যন্তরীণ সমস্যা

শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা

হৃদরোগ

শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি

মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা

নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র

পায়ের চিকিৎসা

পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা

হাড়ের চিকিৎসা

সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র



ABRAMS LAW GROUP আব্রামস আইন গ্রুপ



INJURED? WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consultation



WE ALSO HANDLE

- ✓ CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- ✓ TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- ✓ TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- ✓ UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- ✓ DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ✓ ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ✓ ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- ✓ VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- ✓ FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- ✓ FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- ✓ EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- ✓ UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY! 718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375

[abramslawgroupny.com](https://www.abramslawgroupny.com)

<https://g.co/kgs/iC36XA>

[abramslawgrouppe](#)

[abramslawgrouppe](#)

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন



বাংলাদেশে নিরীহ মানুষের প্রাণহানী এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সামনে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে প্রবাসী বাংলাদেশীরা। ছবি: রওশন হক



ইসমাইল হানিয়া

ইসরায়েলে হামলার নির্দেশ খামেনির

হানিয়া হত্যার প্রতিশোধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের সশস্ত্রগোষ্ঠী হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়া হত্যার প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েলে সরাসরি হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি। হানিয়া গতকাল বুধবার ইরানে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হন।

তিনজন ইরানি কর্মকর্তা ও ইরানের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

খলিল'স ফুড
Khalil's Food
Khalil Biryani House 718.409.4840
Khalil Halal Chinese 464.763.5073
Khalil Pizza & Grill 718.377.7997
Khalil Supermarket 718.821.9993
3457 Underpass Rd, Bronx, NY 10462

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাকী জন্ম
বিজ্ঞানের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

এক্সিডেন্ট কেইসেস বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা • ট্রিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম • লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Law offices of Timothy Bompert 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompert is admitted in NY only

কোটা সংস্কার আন্দোলন সহিংসতায় আন্তর্জাতিক চাপে সরকার

ঢাকা ডেস্ক

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে দেশে যে সহিংস পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা দৃশ্যত সামাল দিয়েছে সরকার। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী যে ব্যাপক সংঘর্ষ-সহিংসতা ও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে, তা দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশ। বিষয়টি নিয়ে সরকারের ওপর নানামুখী চাপ আসতে শুরু করেছে। সরকার মনে করছে, তারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায়

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

আবাসন তৈরি করে শহরকে আরো সশ্রমী করতে চান মেয়র

এইচ বি রিতা

নিউইয়র্ক শহরে আবাসন ঘাটতি একটি বিরাট সমস্যা বলে মনে করছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস, যা শহরবাসীর জীবনযাত্রার



এরিক অ্যাডামস

ব্যয়কে প্রভাবিত করেছে। ২৯ জুলাই সোমবার, কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস বলেন, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই আবাসন সমস্যা সমাধান করা দরকার। নিউইয়র্ক সিটি ১.৪ শতাংশ খালি হারের সাথে বিরাট এক আবাসন সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে এবং শহরবাসী তাদের আয়ের ৩০ শতাংশেরও বেশি ভাড়া দিচ্ছে। অ্যাডামস বলেন, 'এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের আরও বেশি নতুন, সশ্রমী মূল্যের বাড়ি তৈরি করতে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ২

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাত্রার পথে গম্বাহ পালনের সুযোগ
25-78-31ST, ASTORIA, NY 11102
Subway: 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

M MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল 917-396-4140, 917-592-7828
5689+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

হোম কেয়ার
Hondgrat Elder Home Care LLC
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

ইন্টারনেট ব্ল্যাক আউট



স্থবির ই-কমার্স, হাজার কোটি টাকা ক্ষতির শঙ্কা

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশে ১৭ জুলাই রাত থেকে মোবাইল ইন্টারনেট এবং ১৮ জুলাই রাত ৯টার দিকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন ই-কমার্স ও ফেসবুকভিত্তিক (এফ-কমার্স) উদ্যোক্তারা। ২৩ জুলাই রাত্রে দেশে সীমিত পরিসরে ব্রডব্যান্ড সেবা এবং আজ রোববার বেলা তিনটা থেকে মুঠোফোনে ফোর-জি ইন্টারনেট চালু হলেও দেশে বন্ধ রয়েছে ফেসবুকের ব্যবহার। অনলাইনভিত্তিক ই-কমার্স ও এফ-কমার্স খাতের ব্যবসার প্রচারণা ফেসবুকনির্ভর হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন এই দুই খাতের কয়েক লাখ উদ্যোক্তা।

সাপ্রতিক বছরগুলোয় ই-কমার্সের চেয়ে দেশে ইন্টারনেট তথা সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক বেড়েছে। সরকারি ভাবে এই উদ্যোক্তাদের প্রমোশনও করা হয়েছে। সব মিলিয়ে কেবল নারী উদ্যোক্তারাই প্রতিদিন হারানছেন ৬০ কোটি টাকার বাজার। ই-কমার্স মিলিয়ে এই ক্ষতির অঙ্ক শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। তবে ফেসবুক সহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াকে দায়বদ্ধতার অধীনে আনতে কঠোর অবস্থানে রয়েছে সরকার। এমন পরিস্থিতিতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ভাবে হাত বাড়িয়েছে নারী

উদ্যোক্তাদের সংগঠন উই। সংস্থাটির সদস্যদের বিকল্প প্ল্যাটফর্ম হিসেবে উই হাটবাজার এবং দারাজ প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হচ্ছে।

এফ-কমার্স ডাউন, কেননা ফেসবুক তো পুরোপুরি নেই। ই-কমার্সের পাশাপাশি এফ-কমার্সেও স্থবিরতা আছে। বেশিরভাগ অর্ডার আসে ফেসবুক থেকে। ই-কমার্সে প্রতিদিন ৬০ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। সে হিসাবে গত পাঁচদিনে এফ-কমার্সে ৩০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

ই-কমার্স ব্যবসায়ীদের সংগঠন ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সহসভাপতি মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন বলেন, 'গত ১০ দিনে ক্ষতির পরিমাণ অনেক। কারণ, আমাদের এই খাতে জড়িয়ে আছে ই-কমার্স, এফকমার্স, মার্কেটপ্লেস, ওয়েবসাইট, ডেলিভারি, কুরিয়ারসহ বিভিন্ন খাতের উদ্যোক্তারা। এ খাতে প্রায় ৫ লাখ উদ্যোক্তা ও ১৫ লাখ কর্মী রয়েছে। ১০ দিন ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় প্রায় ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহার করা গেলেও ফেসবুক বন্ধ রয়েছে। এ খাতে ফেসবুকই একমাত্র মাধ্যম, যেখান থেকে ক্রেতা বেশি আসেন। ফেসবুকভিত্তিক নারী উদ্যোক্তাদের সংগঠন উইমেন অ্যান্ড

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

RE/MAX
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-918-1400
Fax: 301-918-0282
201-318-1122
201-318-1100
201-318-0282
hashanchowdhury@gmail.com
12810 Wilshire Dr, #208
Germantown, MD 20884

কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স • কর্পোরেট ট্যাক্স • সেলস ট্যাক্স
পেয়োল • বিজনেস সেটআপ • ENROLLED AGENT
ইমিগ্রেশন • নোটারি পাবলিক
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammad Iqbal, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Accounting Agent

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
• Income Tax • Business setup • Payroll (W2, 1099)
• Sales Tax • All immigration Services
• Corporate Tax • Accounting & Bookkeeping
• Partnership Tax
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: +1 (347) 251-9921, Email: hillside-tax21@gmail.com

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
কর্ম করতে বাংলাদেশের বিশ্বের যেকোন দেশে
ক্রমশঃ জন্য আজই যোগাযোগ করুন
718-205-3270, 646-322-1654
WINTER SALE !!
37-15, 73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372